১১শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোশুয়া ২৪:১-৭,১৩-২৮

সিখেমে সন্ধি-নবায়ন

যোশুয়া ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীকে সিখেমে সংগ্রহ করলেন; পরে তিনি ইস্রায়েলের প্রবীণদের, জননেতাদের, বিচারকদের ও শাস্ত্রীদের কাছে আহ্বান করলেন; আর তাঁরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। তখন যোশুয়া সকল লোককে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা—আব্রাহামের পিতা ও নাহোরের পিতা তেরাহ্—নদীর ওপারে বাস করত; তারা অন্য দেবতাদের সেবা করত। আমি তোমাদের পিতা আব্রাহামকে সেই নদীর ওপার থেকে এনে কানান দেশের সর্বত্রই চালনা করলাম; তার বংশ বৃদ্ধি করলাম আর তাকে ইসায়াককে দিলাম। ইসায়াককে আমি যাকোব ও এসৌকে দিলাম; আর এসৌকে সেইরের পার্বত্য অঞ্চল স্বত্বাধিকার-রূপে দিলাম; অন্যদিকে যাকোব ও তার সন্তানেরা মিশরে গেল। পরে আমি মোশী ও আরোনকে প্রেরণ করলাম, এবং মিশরের মধ্যে যে যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করলাম, সেগুলো দ্বারা সেই দেশকে আঘাত করলাম; তারপর তোমাদের বের করে আনলাম। আমি মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার পর তোমরা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছলে; তখন মিশরীয়েরা বহু বহু রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষদের পিছনে ধাওয়া করে এল। তারা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর তিনি মিশরীয়দের ও তোমাদের মধ্যস্থলে অন্ধকার দাঁড় করালেন, এবং ওদের উপরে সমুদ্রকে এনে ওদের নিমজ্জিত করলেন। আমি মিশরে যে কি না করেছি, তা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ। পরে তোমরা বহুদিন মরুপ্রান্তরে বাস করলে। আমি তোমাদের এমন এক দেশ দিলাম, যেখানে তোমরা পরিশ্রম করনি; এমন শহরগুলোতে বাস করছ, যা তোমরা গাঁথনি; এমন আঙুরলতা ও জলপাইগাছের ফল ভোগ করছ, যা তোমরা পোঁতনি।

সুতরাং এখন তোমরা প্রভুকে ভয় কর, সততা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নদীর ওপারে ও মিশরে যে দেবতাদের সেবা করত, তাদের তোমরা দূর করে দাও; প্রভুরই সেবা কর! কিন্তু যদি প্রভুর সেবা করায় তোমাদের অসন্তোষ হয়, তাহলে যার সেবা করতে চাও, তাকে আজই বেছে নাও: নদীর ওপারে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের সেবা করত, সেই দেবতারাই হোক, কিংবা যাদের দেশে তোমরা বাস করছ, সেই আমোরীয়দের দেবতারাই হোক; কিন্তু আমার ও আমার পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে—আমরা প্রভুরই সেবা করব।'

জনগণ উত্তরে বলল, 'আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করব, তা দূরে থাকুক! কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, আমাদের চোখের সামনে সেই সকল মহা মহা চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং আমরা যে পথে এসেছি, সেই সকল পথে, ও যত জাতির মধ্য দিয়ে এসেছি, তাদের মধ্যে তিনিই আমাদের রক্ষা করেছেন। প্রভু এই দেশের অধিবাসী সেই আমোরীয় ইত্যাদি সকল জাতিকে আমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমরাও প্রভুরই সেবা করব, কারণ তিনিই আমাদের পরমেশ্বর!'

তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর সেবা করতে পার না, কারণ তিনি পবিত্রই পরমেশ্বর; তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ কোন দেবতাকে সহ্য করেন না; তিনি তোমাদের অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করবেন না। তোমরা যদি প্রভুকে ত্যাগ করে বিজাতীয়দের দেবতাদের সেবা কর, তবে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াবেন, এবং তোমাদের তত মঙ্গল করার পর তোমাদের অমঙ্গল করবেন ও তোমাদের সংহার করবেন।' জনগণ যোশুয়াকে বলল, 'না! আমরা প্রভুরই সেবা করব!' তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের

বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষী হলে যে, তোমরা প্রভুর সেবা করার জন্য তাঁকেই বেছে নিয়েছ।' তারা উত্তর দিল: 'সাক্ষী হলাম!' তিনি বলে চললেন, 'তবে এখন তোমাদের মধ্যে যত বিজাতীয় দেবতা রয়েছে, তাদের দূর করে দাও, ও তোমাদের হৃদয় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফেরাও।' জনগণ উত্তরে যোশুয়াকে বলল, 'আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।'

সেদিন যোশুয়া জনগণের জন্য একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং সিখেমে তাদের জন্য একটা বিধি ও একটা নিয়ম জারি করলেন। যোশুয়া এই সমস্ত কথা পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তকে লিখলেন, এবং বড় একটা পাথর নিয়ে, প্রভুর পুণ্যালয়ের কাছাকাছি স্থানে যে ওক্ গাছ ছিল, তারই তলায় তা দাঁড় করালেন। পরে যোশুয়া সকল লোককে বললেন, 'দেখ, এই পাথরটা আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হবে, যেহেতু প্রভু আমাদের যা কিছু বললেন, তাঁর সেই সকল বাণী পাথরটা শুনল; তাই পাথরটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে, পাছে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বরকে অস্বীকার কর।'

এরপর যোশুয়া যে যার এলাকায় ফিরে যেতে লোকদের বিদায় দিলেন।

শ্লোক যোশুয়া ২৪:১৬,২৪; ১ করি ৮:৫,৬

প্র আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করব, তা দূরে থাকুক।
উ আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।
প্র স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে, তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন।
উ আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।

দ্বিতীয় পাঠ - রেম্সের বিশপ নিচেতা-লিখিত 'বিশ্বাসোক্তির ব্যাখ্যা' ৮,১০,১১,১৪

পুণ্যজনদের সহভাগিতা রূপে মণ্ডলী

ভ্রাতৃগণ, সর্বশক্তিমান পিতা একেশ্বরে, ও তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে, ও সত্যকার আলো ও আত্মা-পবিত্রতাদানকারী পবিত্র আত্মায়ই বিশ্বাস রেখে যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের পণ, তাঁর মধ্যে আমরা স্থিতমনা থাকলে যিনি সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে আমাদের চালিত করবেন ও স্বর্গীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে তুলবেন, তোমাদের হৃদয়ে এই ত্রিত্ববিশ্বাস দৃঢ় করে তোল। প্রেরিতদূতেরা প্রভুর কাছ থেকে এই বিশ্বাস-নিয়ম গ্রহণ করেছিলেন, *যেন পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বিশ্বাসী সকল জাতিকে দীক্ষাস্নাত করেন।* তোমরা এ বিশ্বাসে স্থির থাক, *তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর; লৌকিক সমস্ত প্রলাপ এড়াও; তথাকথিত জ্ঞানের স্ববিরোধী যত যুক্তিও এড়াও।*

ধন্য ত্রিত্বে বিশ্বাস ঘোষণা করায় তুমি তো পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীতে তোমার বিশ্বাসও ঘোষণা কর। নিখিল পুণ্যজনদের সমাবেশ ছাড়া মণ্ডলী কী? প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের আদি থেকে কুলপতি, যথা আব্রাহাম, ইসায়াক, ও যাকোব, নবী, প্রেরিতদূত, সাক্ষ্যমর, ও সেই সকল ধার্মিকজন যাঁরা ছিলেন, যাঁরা আছেন ও যাঁরা হবেন, তাঁরা সকলেই একমণ্ডলী, কেননা একবিশ্বাস ও একজীবনধারণে পবিত্রীকৃত হয়ে, এক আত্মায় চিহ্নিত হয়ে একদেহ হয়ে উঠলেন, যে দেহের মাথা স্বয়ং খ্রীষ্ট—যেমনটি লেখা আছে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে আমি একথা বলব যে, স্বর্গদূত, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবৃন্দ ও আধিপত্যও এই একমণ্ডলীর সদস্য; এপ্রসঙ্গে প্রেরিতদূত আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেন, *স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত।* সুতরাং বিশ্বাস কর: এই একমণ্ডলীতেই তুমি পুণ্যজনদের সহভাগিতা লাভ করবে। জেনে রেখ: এ হল সেই এক কাথলিক মণ্ডলী যা বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত, ও যার সঙ্গে তোমার সহভাগিতা তোমাকে দৃঢ়তার সঙ্গেই রক্ষা করবে।

তুমি তো পাপমোচনও বিশ্বাস কর: বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার ক'রে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে যে অনুগ্রহ লাভ করে, তা হল পাপমোচন তথা তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি। এজন্য দীক্ষাস্নান নবজন্মও বলা হয়, কেননা মাতৃগর্ভে জন্মলাভের চেয়ে দীক্ষাস্নান মানুষকে অধিক নিরপরাধী ও পবিত্র করে তোলে।

ফলত তুমি তো তোমার মাংসের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনও বিশ্বাস কর। প্রকৃতপক্ষে একথা বিশ্বাস না করলে, ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস অর্থহীন, কেননা যা কিছু বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের পুনরুত্থানের লক্ষ্যেই তো তা বিশ্বাস করি। অন্যথা, যদি কেবল এজীবনকালেই খ্রীষ্টে আশা রাখি, তাহলে—প্রেরিতদূতের কথা মত—আমরা সত্যিই *সকল মানুষের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা।* খ্রীষ্ট এ উদ্দেশ্যেই তো মানবমাংস ধারণ করলেন, যাতে আমাদের মরণশীল স্বরূপে চিরজীবনের সহভাগিতা আরোপ করতে পারেন। অথচ বহু ভ্রান্তমতপন্থী রয়েছে যারা মাংসের পুনরুত্থান অস্বীকার ক'রে কেবল আত্মারই পুনরুত্থান সমর্থন করায় পুনরুত্থানে বিশ্বাস বিকৃত করে। কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসী যে তুমি, তুমি তো তোমার মাংসের পুনরুত্থান স্বীকার কর, *কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।*

অতএব প্রিয়জনেরা, তোমরা যেই কাজে ব্যস্ত থাক না কেন, এ পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি যেন তোমাদের অন্তরে নিত্য ধ্বনিত থাকে। মন স্বর্গে, প্রত্যাশা পুনরুত্থানে, আকাঙ্ক্ষা প্রতিশ্রুতিতে নিবদ্ধ থাকুক। খ্রীষ্টের ক্রুশ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগ ভরসার সঙ্গেই তোমার চোখের সামনে রাখ, আর যতবার শত্রু তোমার মনকে ভয় কি কৃপণতা কি ক্রোধ দিয়ে যাচাই করে, তুমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে এভাবে উত্তর দাও: আমি তোমাকে একবার প্রত্যাখ্যান করেছি, এখনও তোমাকে, তোমার কুকর্ম ও তোমার অপদূতদের প্রত্যাখ্যান করছি; কেননা আমি জীবনময় ঈশ্বর ও তাঁর খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, ও তাঁর আত্মা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে মৃত্যুকেও ভয় না করতে শিখেছি। এভাবে ঈশ্বরের হাত তোমাদের নিরাপদে রাখবে, এভাবে খ্রীষ্টের পবিত্র প্রেরণা তোমাদের পদক্ষেপ রক্ষা করবে, এখন থেকে ভাবী যুগ পর্যন্ত: আর সেই সঙ্গে খ্রীষ্টে ধ্যানমগ্ন হয়ে তোমরা পরস্পরকে বলতে থাকবে: ভ্রাতৃগণ, *জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, আমরা তাঁর সঙ্গে জীবিতই আছি,* যাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক ১ পি ২:৯-১০

℟ তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন
*℣ যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন,
℟ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ,
*℣ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৪:২১–৪৫:৩

সাইরাস ইস্রায়েলকে মুক্ত করেন

হে যাকোব, এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখ,
কারণ, হে ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।
আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস;
ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না।
আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত,
তোমার যত পাপ কুয়াশার মত।
আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।
হে আকাশমন্ডল, আনন্দধ্বনি তোল,
কেননা প্রভু আপন কাজ সাধন করলেন;
হে পৃথিবীর গভীরতম যত স্থান, জয়ধ্বনি তোল!
হে পাহাড়পর্বত, সানন্দে চিৎকার কর,
তোমরাও, যত বন ও তোমাদের সমস্ত গাছপালা,
কেননা প্রভু যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন,

ইস্রায়েলে তাঁর আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।
যিনি তোমার মুক্তিসাধক,
তুমি মাতৃগর্ভে থাকতেই যিনি তোমার নির্মাতা,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
'আমি প্রভুই নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা,
আমি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিয়েছি;
আমি যখন মর্তকে পিটিয়ে পিটিয়ে পেতে দিতাম,
তখন কে আমার সঙ্গে ছিল?
আমিই তো গণকদের যত চিহ্ন ব্যর্থ করি,
মন্ত্রজালিকদের নির্বোধ করি,
প্রজ্ঞাবানদের হটিয়ে দিই,
ও তাদের জ্ঞান মূর্খতা করি;
আমি আমার আপন দাসের বাণী সিদ্ধ করি,
আমার দূতদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি;
আমি যেরুসালেমকে বলি: তোমার তো জননিবাসী হবে,
যুদার শহরগুলোকে বলি: তোমরা পুনর্নির্মিত হবে,
আর আমি তার ধ্বংসস্তূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব;
আমি মহাসাগরকে বলি: শুষ্ক হও,
তোমার নদনদী শুকিয়ে ফেলব;
আমি সাইরাসকে বলি: আমার মেষপালক,
আর সে আমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে,
হ্যাঁ, সে যেরুসালেমকে বলবে: তুমি পুনর্নির্মিত হবে,
এবং মন্দিরকে বলবে: ভিত থেকেই তুমি পুনর্নির্মিত হবে।'
প্রভু তাঁর অভিষিক্তজন সাইরাস সম্বন্ধে একথা বলেন,
'আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি,
রাজাদের কোমরের রাজবন্ধনী খুলে ফেলি,
তার সামনে সমস্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিই,
যাতে আর কোন নগরদ্বার বন্ধ না থাকে।
আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব,
অসমতল জায়গা সমতল করব,
ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব,
লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব।
আমি তোমার হাতে গুপ্ত ধন,
ও গোপন স্থানে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য তুলে দেব,
যেন তুমি জানতে পার,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।

শ্লোক ইসা ৪৫:১,২,৩

℟ প্রভু তাঁর অভিষিক্তজন সাইরাস সম্বন্ধে একথা বলেন, আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি, যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি।

ℜ আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব, অসমতল জায়গা সমতল করব, তোমার হাতে গুপ্ত ধন তুলে দেব,

ℵ যেন তুমি জানতে পার, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।

ℜ আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব, অসমতল জায়গা সমতল করব, তোমার হাতে গুপ্ত ধন তুলে দেব।

দ্বিতীয় পাঠ - মাগ্নেশীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র **১০-১৫**

তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট আছেন

এসো, আমরা যেন খ্রীষ্টের মঙ্গলময়তার প্রতি উদাসীন না হই, কারণ তিনি যদি আমাদের কাজকর্মের মত কাজ করেন, তবে আমরা রক্ষা পাব না। এজন্য এসো, আমরা তাঁর শিষ্য হই, খ্রীষ্টীয় জীবনধারণ শিখি, কেননা যে কেউ এনাম ছাড়া অন্য নামে অভিহিত, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়। তাই সেই মন্দ খামির ফেলে দাও যা পুরাতন ও তিত হয়ে গেছে, এবং নতুন খামিরের দিকে তথা খ্রীষ্টেরই দিকে ফের। তিনিই হোন তোমাদের প্রাণের লবণ, যেন তোমাদের মধ্যে কেউই বিকৃত না হয়—কারণ তোমাদের স্বাদ অনুসারেই তোমাদের যাচাই করা হবে।

যীশুখ্রীষ্টের কথা বলা ও একইসঙ্গে ইহুদী প্রথা পালন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ খ্রীষ্টধর্ম যে ইহুদীধর্মে বিশ্বাস রেখেছে এমন নয়, ইহুদীধর্মই বরং খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে আহূত, ও সমস্ত ভাষার ঈশ্বরবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টধর্মেই সংগৃহীত হয়েছে।

প্রিয়জনেরা, তোমাদের মধ্যে এধরনের মানুষ রয়েছে, এজন্য যে আমি একথা বলেছি এমন নয়; তোমাদের চেয়ে নগণ্য হয়েও আমি তোমাদের সাবধান করতে চাচ্ছি তোমরা যেন অসার ধর্মতত্ত্বের ফাঁদে না পড়, বরং প্রদেশপাল পোন্তিয় পিলাতের আমলে যা ঘটেছে, তোমরা যেন সেই জন্ম, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত থাক; কারণ এই সমস্ত কিছু সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই সত্যিকারে সাধিত হয়েছিল, যিনি আমাদের আশা ও যাঁর কাছ থেকে দূরে যাওয়ার দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের কারও না ঘটে।

ভরসা রাখি, আমি তোমাদের নিয়ে সবদিক দিয়েই আনন্দ ভোগ করব—আমি যোগ্য হলে! একথা বলছি, কারণ শেকলাবদ্ধ হয়েও স্বাধীন-তোমাদের একজনেরও সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আমি তো জানি, তোমরা গর্বোদ্ধত নও, কারণ তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্টই আছেন; আর আমি জানি যে তোমাদের প্রশংসা করলে তোমাদের বিনম্রতা বৃদ্ধি পায়, যেমনটি লেখা আছে, *ধার্মিক মানুষ নিজেরই অভিযোক্তা।*

সুতরাং, প্রভু ও প্রেরিতদূতদের বিধিনিয়মে অটল থাকতে সচেষ্ট হও, তবেই তোমাদের মাননীয় ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে, তোমাদের সুযোগ্য আত্মিক মুকুট সেই প্রবীণবর্গের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত পরিসেবকদের সঙ্গে দেহ ও আত্মায়, বিশ্বাস ও ভালবাসায়, পুত্র ও পিতা ও আত্মায়, সূচনা ও সমাপ্তিতে *তোমরা যাই কর, সেই সবই সার্থক হবে।* যাতে দেহ ও আত্মার ঐক্য ঘটতে পারে, তোমরা ধর্মাধ্যক্ষের ও পরস্পরের অধীন হও, যেভাবে খ্রীষ্ট পিতার অধীন হলেন, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রীষ্টের ও পিতার অধীন ছিলেন।

তোমরা ঈশ্বরে পরিপূর্ণ, একথা জেনেই আমি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়েছি। তোমাদের প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ কর আমি যেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি; সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথাও স্মরণে রাখ, আমি যার সদস্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নই। কেননা তোমাদের প্রার্থনা ও ভালবাসা আমারই প্রয়োজন—তোমাদের সকলের প্রার্থনা মিলিত করে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর, যেন সিরিয়ার মণ্ডলী তোমাদের মণ্ডলীর শিশির লাভে একটু আরাম পাবার যোগ্য হতে পারে।

যেখান থেকে আমি তোমাদের কাছে লিখছি, এ স্মির্না থেকে এফেসীয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; তোমাদের মত তারাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এখানে উপস্থিত। স্মির্নার ধর্মাধ্যক্ষ পলিকার্পের সঙ্গে সবাই আমাকে সবদিক দিয়ে সান্ত্বনা দিল। অন্যান্য মণ্ডলীও যীশুখ্রীষ্টের সম্মানার্থে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ঈশ্বরে স্থিতমূল ও একাত্ম হও যেন সেই অবিচ্ছেদ্য আত্মাকে লাভ করতে পার, যে আত্মা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট।

শ্লোক এফে ৩:১৬,১৭,১৯; কল ২:৬,৭

℟ ঈশ্বর এমনটি হতে দিন, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন, যার ফলে তোমরা ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে ওঠ,

℣ যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

℟ সুতরাং খ্রীষ্টে স্থিতমূল ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে বিশ্বাসে অটল হও,

℣ যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ২:৬–৩:৪

বিচারকদের সময়ে সাধারণ পরিস্থিতি

সেসময়, যোশুয়া লোকদের বিদায় দেওয়ার পর ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশ অধিকার করার জন্য প্রত্যেকে যে যার এলাকায় গেল। যোশুয়ার সমস্ত জীবনকালে, এবং যোশুয়ার মৃত্যুর পরে যে প্রবীণেরা বেঁচে থাকলেন ও ইস্রায়েলের খাতিরে প্রভুর সাধিত সকল মহাকীর্তি দেখেছিলেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে লোকেরা প্রভুর সেবা করে চলল। নূনের সন্তান প্রভুর দাস যোশুয়ার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' দশ বছর; তাঁকে গাশ পর্বতের উত্তরে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিন্নাৎ-সেরাহে তাঁর নিজের উত্তরাধিকারের এলাকায় সমাধি দেওয়া হল। আর সেই প্রজন্মের অন্য সকল লোক যখন তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হল, তখন তাদের পরে এমন নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হল, যারা প্রভুকেও জানত না, ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর সাধিত সকল কাজের কথাও জানত না।

ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, বায়াল দেবদেরই সেবা করল। মিশর দেশ থেকে যিনি তাদের বের করে এনেছিলেন, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করে তারা আশেপাশের জাতিগুলোর দেবতাদের মধ্য থেকে কয়েকটা দেবতার অনুগামী হল: তাদের সামনে প্রণিপাত করল, প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলল, প্রভুকে ত্যাগ করে সেই বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করল। তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তাদের তিনি এমন লুটেরার হাতে তুলে দিলেন, যারা তাদের সবকিছু লুট করে নিল; তিনি তাদের আশেপাশের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন তারা তাদের শত্রুদের সামনে আর দাঁড়াতে পারল না। প্রভু যেমন বলেছিলেন, ও তাদের কাছে যেমন শপথ করেছিলেন, সেই অনুসারে তারা যুদ্ধযাত্রায় যেইখানে যেত, তাদের অমঙ্গলের জন্য প্রভুর হাত সেইখানে তাদের বিরোধী ছিল; ফলে তারা চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ল।

তখন প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন, আর তাঁরা যত লুটেরার হাত থেকে তাদের ত্রাণ করলেন; কিন্তু তবুও তারা তাদের বিচারকদের কথায়ও কান দিত না, এমনকি অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে ব্যভিচার করত ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে যে পথে চলেছিলেন, তারা সেই অনুসারে ব্যবহার না করে সেই পথ দেরি না করেই ছেড়ে দিল। আর প্রভু যখন তাদের জন্য বিচারকদের উদ্ভব ঘটাতেন, তখন প্রভুই বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বিচারকের সমস্ত জীবনকালে শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করতেন, যেহেতু তাদের নির্যাতনকারী ও অত্যাচারীদের অধীনে তাদের কাতর কণ্ঠে প্রভু করুণায় বিগলিত হতেন। কিন্তু সেই বিচারক মরলেই তারা পুনরায় তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে আরও ভ্রষ্ট হয়ে পড়ত, অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করত, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত; তাদের পিতৃপুরুষদের যত কাজ ও জেদি আচরণ কোন মতেই ত্যাগ করল না।

তখন ইস্রায়েলের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি বললেন, 'আমি এদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে সন্ধি জারি করেছিলাম, এই জাতি তা লঙ্ঘন করেছে ও আমার কণ্ঠে কান দেয়নি বিধায় যোশুয়া মৃত্যুকালে যে যে

জাতিকে অবশিষ্ট রেখেছিল, আমিও এদের সামনে থেকে সেই জাতিগুলোকে দেশছাড়া করব না। এভাবে আমি তাদের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে পরীক্ষা করব, যেন দেখতে পারি, তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন প্রভুর পথে চলত, এরাও তেমনি সেই পথে চলবে কিনা।' এজন্য প্রভু সেই জাতিগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে দেশছাড়া না করে তাদের থাকতে দিলেন, ও যোশুয়ার হাতে তাদের তুলে দিলেন না।

ইস্রায়েলের মধ্যে যারা কানানের যত যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, সেই লোকদের পরীক্ষা করার জন্য প্রভু যে জাতিগুলোকে অবশিষ্ট রেখেছিলেন, তারা এ (এমনটি ঘটল ইস্রায়েল সন্তানদের নতুন বংশকে শিক্ষা দেবার জন্য—অর্থাৎ যারা আগে কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের রণশিক্ষা দেবার জন্য): ফিলিস্তিনিদের পাঁচ নেতা, সকল কানানীয় আর সেই সিদোনীয় ও সেই হিব্বীয়েরা, যারা বায়াল-হার্মোন পর্বত থেকে হামাতে প্রবেশপথ পর্যন্ত বাস করত। এরা ইস্রায়েলের পরীক্ষার জন্যই অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সব কিছুতে তারা বাধ্য হবে কিনা, তা দেখবার জন্যই এরা অবশিষ্ট রইল।

শ্লোক সাম ১০৬:৪০,৪১,৪৪,৪৫; বিচারক ২:১৬

℟ তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ, তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে; তবুও তাদের চিৎকার শোনামাত্রই তিনি তাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখলেন।
℣ তাঁর মহাকৃপায় তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা।
℟ প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন, আর তাঁরা যত লুটেরার হাত থেকে তাদের ত্রাণ করলেন।
℣ তাঁর মহাকৃপায় তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ১-৩

স্বয়ং খ্রীষ্ট আমাদের প্রার্থনা করতে শেখালেন

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, সুসমাচারের আদেশগুলো সত্যিকারে এমন ঐশনির্দেশ, আশা গড়ার জন্য ভিত্তি, বিশ্বাস সুস্থির করার জন্য অবলম্বন, হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য খাদ্য, পথ সঠিক করার জন্য হাল, পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়, যা এ পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বর্গরাজ্যে তাদের চালিত করে।

ঈশ্বর নিজেই চাইলেন অনেক কিছু তাঁর সেবক নবীদের মধ্য দিয়েই প্রচারিত ও শ্রুত হবে; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই সবকিছু যা স্বয়ং পুত্র প্রচার করেন; কতই না উচ্চতর সেই সবকিছু যা সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি নবীদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, নিজের কণ্ঠস্বরেই ঘোষণা করেন; তিনি তো এখন আগমনকারী নিজেরই জন্য পথ প্রস্তুত করতে কাউকে প্রেরণ করেন না, তিনি নিজেই বরং আসছেন ও আমাদের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন ও দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা যারা আগে ছিলাম মৃত্যু-ছায়ায় ভ্রান্তপথগামী, দিশেহারা ও অন্ধ, এখন অনুগ্রহের আলোয় আলোকিত হয়ে প্রভুর পরিচালনা ও সহায়তায় জীবন-পথ ধরে চলতে পারি।

তাঁর সেই যে নানা পরিত্রাণদায়ী নির্দেশ ও ঐশআদেশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিত্রাণলাভের জন্য আপন জনগণকে সহায়তা করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রার্থনার নিয়মও দিলেন: তিনি নিজে ইঙ্গিত ও শিক্ষা দিলেন আমাদের কী যাচনা করা উচিত। যিনি জীবন দান করলেন, তাঁর সেই মঙ্গলময়তার খাতিরে যা অনুসারে আগেও সবকিছু দিতে ও মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবার তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন, যেন আমরা পিতার কাছে পুত্রের শেখানো প্রার্থনা ও যাচনা নিবেদন করলে আমাদের কথা আরও নিশ্চিত ভাবে গ্রাহ্য করা হয়।

আগে থেকেই তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন প্রকৃত উপাসকেরা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করবে; আর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন, যেন আমরা যারা তাঁর পবিত্রীকরণ গুণে আত্মা ও সত্য লাভ করেছি, তাঁর অবদান গুণেই সত্যিকারে ও আত্মিক ভাবে উপাসনা করতে পারি।

কেননা কোন্ প্রার্থনা আরও আত্মিক হতে পারে সেই প্রার্থনার চেয়ে যা সেই স্বয়ং প্রভুই আমাদের দান করলেন যিনি পবিত্র আত্মাকেও আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন? পিতার কাছে আর কোন্ যাচনা সত্যময় হতে পারে সেই যাচনার চেয়ে যা সেই পুত্রেরই মুখে উচ্চারিত হল যিনি স্বয়ং সত্য? তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতে শেখালেন,

অন্যভাবে প্রার্থনা করা যে অজ্ঞতা শুধু নয়, দোষও বটে—যেমন তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করার জন্য আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দেন।*

সুতরাং প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করি যেইভাবে আমাদের গুরু ঈশ্বর শেখালেন। তাঁর আপন কথা দিয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করা ও খ্রীষ্টের প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর করা সত্যিই সহায়ক ও অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনা করলে পিতা তাঁর আপন পুত্রের কথা জেনে নেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি যেন আমাদের কণ্ঠেও উপস্থিত হন; আর যখন তিনি হলেন পিতার কাছে আমাদের পাপের জন্য সহায়ক, তখন এসো, পাপী বলে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য প্রার্থনাকালে আমাদের সহায়কের কথা উপস্থাপন করি। তিনি যখন বললেন, আমরা তাঁর নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচনা করব, তিনি তা আমাদের দান করবেন, তখন খ্রীষ্টের নামে যা যাচনা করব তা আরও নিশ্চিতভাবে পেতে পারব যদি তাঁর নিজের প্রার্থনা দিয়েই যাচনা করি।

শ্লোক যোহন ১৬:২৪; ১৪:১৩

প্র এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি:

উ যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

প্র তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন।

উ যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজরা ১:১-৮; ২:৬৮—৩:৮

নির্বাসিতদের প্রত্যাগমন ও উপাসনা-কর্মের পুনরারম্ভ

পারস্য-রাজ সাইরাসের শাসনকালের প্রথম বর্ষে প্রভু, যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেজন্য পারস্য-রাজ সাইরাসের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তিনি নিজের রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই হুকুম—লিখিত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেও—প্রচার করিয়ে দেন: 'পারস্য-রাজ সাইরাস একথা বলছেন, স্বর্গেশ্বর প্রভু পৃথিবীর যত রাজ্য আমাকে মঞ্জুর করেছেন; তিনি আমাকে এমন ভার দিয়েছেন, যেন আমি যুদায়, যেরুসালেমেই, তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুলি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরমেশ্বরের গোটা জনগণের অঙ্গ, তার পরমেশ্বর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন! সে যুদায় সেই যেরুসালেমে গিয়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করুক: তিনিই সেই পরমেশ্বর, যেরুসালেমে যাঁর বাসস্থান! যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, তারা যেইখানে বাস করুক না কেন, তেমন জায়গাগুলোর লোকেরা যেরুসালেমে পরমেশ্বরের সেই গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া রুপো, সোনা, নানা জিনিসপত্র ও গবাদি পশু দিয়েও যেন তাদের সাহায্য করে।'

তখন যুদা ও বেঞ্জামিনের পিতৃকুলপতিরা এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা—পরমেশ্বর যাদের অন্তরে যেরুসালেমে প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করার জন্য সেখানে যাবার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন—তারা সকলে যাত্রাপথে পা বাড়াল। তাদের প্রতিবেশী সমস্ত লোক সাধ্যমত তাদের সাহায্য করল: স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া তারা সোনা-রুপোর নানা জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু ও মূল্যবান দান-সামগ্রীও তাদের হাতে দিল। নেবুকাদ্নেজার প্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র যেরুসালেম থেকে বের করে তাঁর নিজের দেবালয়ে রেখেছিলেন, সাইরাস রাজা সেই সমস্ত কিছু বের করে ফিরিয়ে দিলেন। সেই সমস্ত কিছু পারস্য-রাজ সাইরাস কোষাধ্যক্ষ মিত্রেদাতের হাতে তুলে দিলেন, আর মিত্রেদাৎ যুদার জনপ্রধান শেশ্‌বাসারের হাতে তা বুঝিয়ে দিল।

যেরুসালেমে প্রভুর গৃহে এসে পৌঁছে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েকজন লোক পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য দান করল, তা যেন তার আসল জায়গায় পুনর্নির্মিত হতে পারে। তাদের সামর্থ্য অনুসারে তারা নির্মাণ-ধনভান্ডারে এই সমস্ত কিছু দান করল: সোনা: একষট্টি মুদ্রা; রুপো: এক মণ; যাজকীয় পোশাক: একশ'টা। যাজকেরা, লেবীয়েরা, লোকদের মধ্যে কোন কোন লোক, গায়কেরা, দ্বারপালেরা ও নিবেদিতরা যে যার শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করল।

ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই সকল শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করার পর সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে

জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই যেরুসালেমে সম্মিলিত হল। তখন যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া ও তাঁর যাজক ভাইয়েরা এবং শেয়াল্টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও তাঁর ভাইয়েরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদি পুনর্নির্মাণ কাজে হাত দিলেন, যেন পরমেশ্বরের মানুষ মোশীর বিধানে লেখা বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁরা আহুতি দিতে পারেন। স্থানীয় লোকদের ভয়ে অভিভূত হয়েও তাঁরা যজ্ঞবেদি তার আসল জায়গায় দাঁড় করালেন, এবং তার উপরে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আহুতি দিতে লাগলেন। তাঁরা নির্ধারিত বিধি অনুসারে পর্ণকুটির পর্ব পালন করলেন, এবং দৈনিক আহুতির জন্য প্রত্যেক দিনের নির্ধারিত সংখ্যা অনুসারে বলি উৎসর্গ করলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা দিলেন নিত্যাহুতি ও সেই সমস্ত বলি, যা অমাবস্যা উপলক্ষে ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র সমস্ত পর্ব উপলক্ষে নিবেদন করার কথা; তাছাড়া যারা প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য আনত, তাঁরা প্রত্যেকজনের নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। প্রভুর গৃহের ভিত্তি তখনও স্থাপিত না হলেও, তবু সেই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিতে আরম্ভ করলেন।

তাঁরা পাথরকাটিয়ে ও ছুতোরদের টাকা দিলেন, এবং সিদোন ও তুরসের লোকদের খাদ্য, পানীয় ও তেল দিলেন, তারা যেন সমুদ্রপথে লেবানন থেকে যাফায় এরসকাঠ আনে—তেমন কিছু তাঁরা পারস্য-রাজ সাইরাসের অনুমতিক্রমেই করলেন।

যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের স্থানে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসেই শেয়াল্টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া, এবং তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ভাই যাজক ও লেবীয়েরা এবং যারা বন্দিদশা থেকে যেরুসালেমে ফিরে এসেছিল, তাঁরা সকলে কাজে হাত দিতে লাগলেন; প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজের দেখাশোনার জন্য তাঁরা কুড়ি বছর বয়সের ও তার ঊর্ধ্বে এমন লেবীয়দেরই নিযুক্ত করলেন।

শ্লোক ইসা ৪৮:২০; ৪০:১

℟ একথা প্রচার কর, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর; বল:
℣ প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।
℟ সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও, একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর;
℣ প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি ২য় পুস্তক ১:৫

স্বর্গীয় যেরুসালেম নগরীর মতই গড়া

যেরুসালেম নগরীর মতই গড়া, এর অর্থ হল যে এখানে জাগতিক নয়, আধ্যাত্মিক নগরীর কথাই বলা হচ্ছে, কেননা আন্তর শান্তির সেই দর্শন পুণ্যবান নাগরিকদের সমাবেশেরই দর্শন। অপরদিকে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যেরুসালেম তীব্র পীড়নে পীড়িতা, কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিতা, ও তার প্রস্তর দিনে দিনে নতুন করে বসানো হয়।

পবিত্র মণ্ডলী এমন নগরী, স্বর্গেই যার রাজত্ব করার কথা, কিন্তু তবুও এখনও পৃথিবীতে কষ্টভোগ করছে। তার নাগরিকদের পিতর বলেন, *তোমরা জীবন্ত প্রস্তরেরই* মত, ও পল এ কথা যোগ দিয়ে বলেন, *তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।* এই নগরীর ইতিমধ্যে এখানেই মহৎ একটা গাঁথনি আছে, তা হল পুণ্যজনদের আচরণ। গাঁথনি ক্ষেত্রে একটা প্রস্তর অপর প্রস্তরের নির্ভর, কেননা একটা প্রস্তর বেদির উপরে রাখা হয়; আর যখন একজন অপর একজনের নির্ভর, তখন সেই অপর একজনও প্রথমজনের নির্ভর। বস্তুতপক্ষে কাছাকাছি হওয়ায় সবাই পরস্পরের নির্ভর, আর এইভাবে তাদের মধ্য দিয়ে ভালবাসার গাঁথনি উচ্চ হয়ে বেড়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে পল এ চেতনা-বাণী দেন: *তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে।* আর এ বিধানের কার্যকারিতায় জোর দেবার জন্য তিনি বলে চলেন, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।* আমি যদি তোমাদের কুঅভ্যাস সহ্য করতে সচেষ্ট না থাকি, আর তোমরা আমার কুঅভ্যাস সহ্য না কর, তাহলে কী করে আমাদের মধ্যে ভালবাসার গৃহ নির্মিত হতে পারবে? কেননা, যেমন বলেছি, গৃহ ক্ষেত্রে যে প্রস্তর অপর প্রস্তরের নির্ভর, অপর প্রস্তরটাও সেটার নির্ভর; কারণ সৎসাধনায় যারা এখনও পরিপক্ক নয়, আমি যেমন তাদের আচরণ সহ্য করি, তেমনি তারাও আমাকে সহ্য করেছিল, যারা প্রভুভয়ে আমার অগ্রগামী হয়ে আমাকে সহ্য

করেছিল আমিও যেন অপরকে সহ্য করতে শিখতে পারতাম।

যে প্রস্তর গৃহের মাথায় বসানো হয়, সেগুলোও অন্য প্রস্তরের নির্ভর পায়, সেগুলো কিন্তু অন্য প্রস্তরের নির্ভর নয়; তাই মণ্ডলীর চরমকালে, অর্থাৎ জগতের অন্তিমকালের দিকে যারা জন্ম নেবে, তাদের আচরণ যেন শ্রেয়তর হয় সেজন্য তাদের প্রবীণদের মুখ থেকে তারা সতর্ক বাণী শুনবে বটে, কিন্তু যেহেতু তাদের পরে আর এমন কেউ আসবে না যাদের তাদের মধ্য দিয়ে সৎপথে অগ্রসর হতে হবে, সেজন্য নিজেদের মাথায় বিশ্বাসের এ গৃহের আর কোন প্রস্তর থাকবে না। সুতরাং, বর্তমানে আমরাই তাদের নির্ভর, আবার অন্যরা আমাদের নির্ভর।

ভিত্তি সমস্ত গৃহের ভার বহন করে, কেননা আমাদের মুক্তিসাধক একা হয়েই আমাদের সমস্ত কুঅভ্যাস সহ্য করেন। তাঁর বিষয়ে পল বলেন, *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।* যেমন ভিত্তি প্রস্তরের নির্ভর, কিন্তু প্রস্তর ভিত্তির নির্ভর নয়, তেমনি আমাদের মুক্তিসাধক আমাদের বিষয়ে সবকিছু সহ্য করেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কোন ত্রুটি ছিল না যা আমাদের সহ্য করা দরকার।

যিনি পবিত্র মণ্ডলীর গোটা গৃহ বহন করতে সক্ষম, কেবল তিনিই আমাদের আচরণ ও অপরাধ সহ্য করতে পারেন; যারা এখনও অসৎজীবন যাপন করে, তাদের বিষয়ে তিনি নবীর মুখ দিয়ে বলেন, *তারা আমার পক্ষে এমন বোঝা যা আমি বইতে ক্লান্ত হয়েছি।* পরিশ্রমে প্রভুর ক্লান্তি নেই, কারণ কোন পরিশ্রম তাঁর ঈশ্বরত্বকে স্পর্শ করে না, কিন্তু মানবীয় ভাষা ব্যবহার করে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর ধৈর্যকে পরিশ্রম বলেন।

শ্লোক প্রত্যা ৭:৯,১১,১২

℟ প্রতিটি জাতি ও দেশের বিরাট এক জনতা দেখা দিল; সকলে সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল,
℣ তারা শুভ্র পোশাকে পরিবৃত, ও তাদের হাতে খেজুরপাতা।
℟ তারা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন: আমেন।
℣ তারা শুভ্র পোশাকে পরিবৃত, ও তাদের হাতে খেজুরপাতা।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ৪:১-২৪

দেবোরা ও বারাক

সেসময়, এহুদের মৃত্যু হলে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল। হাৎসোরে যিনি রাজত্ব করতেন, প্রভু কানান-রাজ সেই যাবিনের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন। তাঁর সেনাপতি ছিলেন সিসেরা, যিনি হারোশেৎ-গোইমের অধিবাসী। ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল, কারণ যাবিনের ন'শটা লৌহরথ ছিল, এবং তিনি কুড়ি বছর ধরেই ইস্রায়েলকে কঠোরভাবে অত্যাচার করেছিলেন।

সেসময় লাপ্পিদোতের স্ত্রী দেবোরা ইস্রায়েলে বিচার সম্পাদন করতেন, তিনি ছিলেন একজন নবী। তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে সেই দেবোরার খেজুরগাছের তলায় আসন নিতেন, যা রামার ও বেথেলের মাঝখানে অবস্থিত; এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা বিচারের জন্য তাঁরই কাছে আসত। তিনি লোক পাঠিয়ে কেদেশ-নেফ্তালি থেকে আবিনোয়ামের সন্তান বারাককে কাছে ডেকে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছেন: যাও, তাবর পর্বতে যুদ্ধযাত্রা কর, নেফ্তালি-সন্তানদের ও জাবুলোন-সন্তানদের দশ হাজার লোক সঙ্গে করে নাও। আমি যাবিনের সৈন্যদলের সেনাপতি সিসেরাকে এবং তার যত রথ ও লোকগুলোকে কিশোন খাদনদীর ধারে তোমার কাছে আকর্ষণ করে তাকে তোমার হাতে তুলে দেব।' বারাক তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি যাব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি যাব না।' দেবোরা বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু তুমি এব্যাপারে যে পথ নিয়েছ, তাতে তোমার খ্যাতি হবে না; কারণ প্রভু সিসেরাকে একটি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দেবেন।' তখন দেবোরা উঠে বারাকের সঙ্গে কেদেশে গেলেন। বারাক কেদেশে জাবুলোন ও নেফ্তালিকে কাছে ডাকলেন; তাঁর পিছু পিছু দশ হাজার লোক যাত্রা করল; দেবোরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

সেসময় কেনীয় হেবের কেনীয়দের কাছ থেকে ও মোশীর শ্বশুর হোবাবের বংশধরদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সেই জায়ানান্নাইমের ওক্ গাছের কাছে তাঁবু খাটিয়েছিলেন; জায়গাটা কেদেশ থেকে বেশি দূরে নয়। সিসেরাকে বলে দেওয়া হল যে, আবিনোয়ামের সন্তান বারাক তাবর পর্বতে উঠেছে। তবে সিসেরা তাঁর সমস্ত রথ, অর্থাৎ ন'শো লৌহরথ এবং তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে জড় করলেন—হারোশেৎ-গোইম থেকে কিশোন খাদনদীর ধারে পর্যন্ত। দেবোরা বারাককে বললেন, 'এবার ওঠ, কারণ আজই প্রভু সিসেরাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন; প্রভু কি তোমার আগে আগে রণযাত্রায় চলছেন না?' তখন বারাক তাবর পর্বত থেকে নেমে এলেন, তাঁর পিছু পিছু সেই দশ হাজার লোকও নেমে এল। প্রভু বারাকের সামনে সিসেরাকে এবং তাঁর যত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে খড়্গের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন; সিসেরা নিজেই রথ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে লাগলেন। বারাক হারোশেৎ-গোইম পর্যন্ত তাঁর রথগুলোর ও সৈন্যদের পিছনে ধাওয়া করলেন; খড়্গের আঘাতে সিসেরার সমস্ত সৈন্যদলের পতন হল, একজনও রক্ষা পেল না।

এদিকে সিসেরা পায়ে হেঁটে পালিয়ে কেনীয় হেবেরের স্ত্রী যায়েলের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলেন, কেননা হাৎসোরের রাজা যাবিনের ও কেনীয় হেবেরের কুলের মধ্যে তখন শান্তি ছিল। সিসেরার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়েল তাঁকে বললেন, 'প্রভু আমার, থামুন, আমার এইখানে থামুন; ভয় করবেন না।' তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর তাঁবুর মধ্যে গেলেন, আর সেই স্ত্রীলোক একটা কম্বল দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখলেন। সিসেরা তাঁকে বললেন, 'আমাকে একটু খাবার জল দাও না, আমার পিপাসা পেয়েছে।' তিনি দুধ রাখার চামড়ার থলি খুলে পান করতে দিলেন ও তাঁকে আবার ঢেকে রাখলেন। সিসেরা তাঁকে বললেন, 'তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাক; যদি কেউ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে, এখানে কি কোন পুরুষলোক আছে? তবে তুমি বল, না, কেউই নেই।' কিন্তু হেবেরের স্ত্রী যায়েল তাঁবুর এক গোঁজ নিলেন, ও হাতুড়ি হাতে করে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা এমনভাবে বিঁধিয়ে দিলেন যে, তা মাটিতে ঢুকল; পরিশ্রান্ত বলে তিনি তো গভীরেই ঘুমোচ্ছিলেন; আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল। আর সেসময় বারাক সিসেরার পিছনে ধাওয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তখন যায়েল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এসো, যাকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, সেই লোককে তোমাকে দেখাব।' তিনি তাঁর তাঁবুতে ঢুকলেন, আর দেখ, সিসেরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন; তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা বিদ্ধ রয়েছে।

এভাবে প্রভু সেদিন কানান-রাজ যাবিনকে ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে অবনমিত করলেন। কানান-রাজ যাবিনের মাথায় ইস্রায়েল সন্তানদের হাত উত্তরোত্তর ভারী হয়ে উঠল, যেপর্যন্ত কানান-রাজ যাবিন একেবারে বিধ্বস্ত না হলেন।

শ্লোক ১ করি ১:২৭,২৮,২৯; ২ করি ১২:৯

℣ জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।
℟ তাঁর পরাক্রম আমাদের দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।
℣ যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য।
℟ তাঁর পরাক্রম আমাদের দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়।

বিকল্প

প্রথম পাঠ - বিচারক ৫:১-৩১

দেবোরার সঙ্গীত

সেদিন দেবোরা ও আবিনোয়ামের সন্তান বারাক এই সঙ্গীত গাইলেন:

'ইস্রায়েলে যখন বীরযোদ্ধারা মাথার চুল খুলে দেয়,
যখন লোকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে,
তখন প্রভুকে বল ধন্য!

শোন, রাজা সকল ; কান দাও, রাজপুরুষ সকল ;
আমি, আমিই প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করব !
প্রভু, তুমি যখন সেইর থেকে বেরিয়ে আসছিলে,
এদোম-সমভূমি থেকে যখন এগিয়ে আসছিলে,
তখন ভূমি কেঁপে উঠল, আকাশও আলোড়িত হল,
মেঘমালা জলবর্ষণে গলে গেল।
সেই সিনাইয়ের প্রভুর সামনে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত বিগলিত হল।
আনাতের সন্তান শাম্গারের সেই দিনগুলিতে,
যায়েলের সেই দিনগুলিতে রাস্তা জনশূন্য ছিল,
পথযাত্রীরা বাঁকা পথ দিয়েই চলছিল।
জননায়কেরা কেউই আর ছিলেন না,
ইস্রায়েলে কেউই আর ছিলেন না,
যতদিন না আমি দেবোরা উঠলাম,
ইস্রায়েলের মধ্যে মাতারূপে উঠলাম।
সবাই বিজাতীয় দেবতাদের নিয়েই প্রীত ছিল,
আর তখন নগরদ্বারে যুদ্ধ উপস্থিত হল ;
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে
একটা ঢাল কি একটা বর্শাও দেখা যাচ্ছিল না।
আমার হৃদয় ইস্রায়েলের নেতাদের সঙ্গে,
সেই লোকদেরই সঙ্গে যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল ;
প্রভুকে বল ধন্য !
তোমরা যারা সাদা গাধীর পিঠে চড়ে থাক,
যারা গাধীর গদিতে আসীন থাক,
তোমরাও যারা পায়ে হেঁটে চল, তোমরাই বর্ণনা কর ;
জল তোলার স্থানে রাখালদের জয়ধ্বনিতে যোগ দাও,
সেইখানে কীর্তিত হচ্ছে প্রভুর সমস্ত জয়লাভ,
ইস্রায়েলে তাঁর শাসনের জয়লাভ ;
(তখন প্রভুর লোকেরা নগরদ্বারে নেমে গেছিল।)
জেগে ওঠ, দেবোরা, জেগে ওঠ ;
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, গেয়ে ওঠ গান !
ওঠ, বারাক ; হে আবিনোয়ামের সন্তান,
তোমার বন্দিদের বন্দি করে নাও !
তখন ইস্রায়েল নগরদ্বারে নেমে এল ;
বীরযোদ্ধার মত প্রভুর লোকেরা তাঁর জন্য যুদ্ধ করতে নেমে এল।
এফ্রাইমের জননায়কেরা আমালেকে আছেন,
তোমার পিছু পিছু হয়ে বেঞ্জামিন তোমার লোকদের মধ্যে রয়েছে ;
মাখিরের মূলবংশ থেকে নেতারা নেমে এলেন,
রণদণ্ড যাঁদের হাতে, জাবুলোনের মূলবংশ থেকে তাঁরাও নেমে এলেন।
ইসাখারের প্রধানেরা দেবোরার সঙ্গে ছিলেন,

তাঁর পিছু পিছু বারাক সমতল ভূমিতে ছুটে গেলেন।
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল :
তুমি কেন মেষঘেরির মধ্যে বসে ছিলে?
কি রাখালদের বাঁশি শোনার জন্য?
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল।
গিলেয়াদ যর্দনের ওপারে বসে থাকল,
আর দান কেন বিজাতিই যেন জাহাজে রইল?
আসের মহাসাগরের তীরে বসে থাকল,
তার বন্দরের ধারে ধারে বসে থাকল।
জাবুলোন এমন জাতি যে প্রাণ তুচ্ছ করল মৃত্যু পর্যন্ত,
নেপ্তালিও সেইরূপ, সে মাঠের উচ্চস্থানগুলিতে ছিল।
রাজারা এলেন, যুদ্ধ করলেন,
কেমন যুদ্ধ করলেন সেই কানানের রাজা সকল!
মেগিদ্দোর জলাশয়ের ধারে সেই তানাখে যুদ্ধ করলেন,
কিন্তু একটু রুপোও লুট করে নিতে পারলেন না।
আকাশ থেকে তারানক্ষত্র যুদ্ধ করল,
যে যার কক্ষ থেকেই সিসেরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।
কিশোন খাদনদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল :
প্রাচীন নদীই সেই কিশোন খাদনদী!
প্রাণ আমার, বলবান হয়ে এগিয়ে চল!
তখন অশ্বগুলোর খুর মাটি পিষে মারল,
ধাওয়া করছিল, ধাওয়া করছিল দ্রুতগামী সেই ঘোড়া সকল।
প্রভুর দূত বলেন : মেরোজকে অভিশাপ দাও,
অভিশাপ দাও, তার অধিবাসীদের অভিশাপ দাও,
তারা যে আসল না প্রভুর সাহায্যের জন্য,
প্রভুর সাহায্যের জন্য, বীরযোদ্ধাদের মাঝে।
নারীকুলে ধন্যা সেই যায়েল,
কেনীয় হেবেরের পত্নী যে যায়েল!
তাঁবুতে বাস করে যত নারী, তাদের সকলের মধ্যে তিনি ধন্যা!
সে জল চাইল, তিনি তাকে দিলেন দুধ;
রাজোপযোগী পাত্রেই ক্ষীর এনে দিলেন।গোঁজের দিকে হাত বাড়িয়ে,
কর্মকারের হাতুড়ির দিকে ডান হাত বাড়িয়ে
তিনি সিসেরাকে হাতুড়ি মারলেন, তার মাথা চূর্ণ করলেন,
তার কপাল বিঁধিয়ে ভেঙে দিলেন।
সে তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল, আর নড়ল না;
তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল;
যেখানে হেঁট হল, সেখানে সে নিঃশেষিত হয়ে পড়ল।
সিসেরার মাতা জাফরি দিয়ে,
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখে :

তার রথ আসতে তত দেরি কেন?
তার রথগুলো তত আস্তে আস্তে চলে কেন?
তার সবচেয়ে প্রজ্ঞাবতী সহচরীরা উত্তর দেয়,
আর সে নিজেও নিজেকে বারবার বলে:
তারা কি লুটের মাল নিচ্ছে না?
লুটের মাল তারা কি ভাগ ভাগ করে নিচ্ছে না?
প্রত্যেক পুরুষ একটি তরুণী, দু'টোই তরুণী,
সিসেরার জন্য লুটের ভাগ চিত্রিত বস্ত্র,
খচিত চিত্রিত একটা বস্ত্র তার জন্য,
কণ্ঠদেশের জন্য চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা বস্ত্রই আমার জন্য লুটের ভাগ!
প্রভু, তোমার সকল শত্রুর তেমনই বিনাশ হোক!
কিন্তু তোমাকে ভালবাসে যারা,
তারা সপ্রতাপে উদীয়মান সূর্যেরই মত হোক!'

আর চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

শ্লোক সাম ১৮:২,৩,৪

℣ আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু, আমার বল!
℟ আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়।
℣ আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি, আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।
℟ আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ৪-৬

প্রার্থনা বিনম্র হৃদয় থেকেই উৎসারিত

যারা প্রার্থনা করে, তাদের কথা ও যাচনা এমন পদ্ধতি অনুসারে পরিবেশন করা উচিত যাতে শান্তভাব ও সম্ভ্রম বিশেষ স্থানের অধিকারী হতে পারে। আমাদের ভাবা উচিত, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই আছি: দেহের ভঙ্গি ও কণ্ঠের সুর দু'টোই ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। বস্তুতপক্ষে, একদিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চিৎকার করা যেমন দাম্ভিকের লক্ষণ, অন্যদিকে বিনম্র যাচনা নিবেদনে প্রার্থনা করা তেমনি শালীন স্বভাবই-মানুষের শোভা পায়। পরিশেষে, আপন শিক্ষায় প্রভু আমাদের একাকী হয়ে, গোপন ও নির্জন স্থানে, এমনকি নিজেদের ঘরেই প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। কেননা বিশ্বাসের প্রকৃত চিহ্নই আমরা যেন এ জানি যে, ঈশ্বর সর্বত্রই উপস্থিত, সকলকে শোনেন ও দেখেন, ও তাঁর মাহাত্ম্যের পূর্ণতা গুণে তিনি গোপন ও আচ্ছন্ন সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, যেমনটি লেখা আছে: *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই। মানুষ গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থাকলেও আমি কি তাকে দেখব না? স্বর্গ ও পৃথিবী কি আমার উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ নয়?* আরও লেখা রয়েছে, *সর্বস্থানে ঈশ্বরের চোখ ভাল মন্দ সকলকেই প্রত্যক্ষ করে।*

আর যখন আমরা ভাইদের সঙ্গে এক হয়ে সম্মিলিত হই ও ঈশ্বরের যাজকের সঙ্গে ঐশযজ্ঞ উদ্‌যাপন করি, তখন আমাদের শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতন হতে হবে: এলোমেলো কণ্ঠে প্রার্থনা এদিক ওদিক বাতাসে উড়িয়ে দিতে নেই; আবার, যে মিনতি প্রকৃতপক্ষে বিনম্রভাবেই ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেওয়ার কথা তা অধিক উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করাও মানায় না, কারণ ঈশ্বর কণ্ঠের নন, হৃদয়েরই শ্রোতা; আর যিনি চিন্তা-ভাবনা দেখেন, তীব্রতর কণ্ঠেই তাঁকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার নেই; প্রভু নিজে সপ্রমাণ দিয়ে এবিষয়ে বলেন, *নিজেদের হৃদয়ে তোমরা কেন অধর্মের কথা ভাব?* আবার অন্য স্থানে: *সকল মণ্ডলী একথা জানুক যে, আমি হৃদয় ও প্রাণ তলিয়ে দেখি।*

এজন্য প্রথম রাজাবলি পুস্তকে মণ্ডলীর প্রতীক সেই আন্না সেই সব কিছু অন্তরে গেঁথে রাখেন ও রক্ষা করেন যা

ঈশ্বরের কাছে উচ্চকণ্ঠের যাচনায় নয় বরং নীরব ও নম্র ভাবেই তাঁর নিজের বুকের অন্ধকারে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি গুপ্ত যাচনায় কিন্তু প্রকাশ্য বিশ্বাসেই প্রার্থনা করছিলেন, কণ্ঠ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই প্রার্থনা করছিলেন, কেননা তিনি জানতেন, ঈশ্বর শুনতে পারছিলেন; আর তিনি যা যাচনা করছিলেন, তা পরিপূর্ণরূপেই পেলেন, কারণ বিশ্বাস গুণেই প্রার্থনা করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই একথা বর্ণনা করে: *তিনি হৃদয়ের নিভৃতেই প্রার্থনা করছিলেন, তাঁর ওষ্ঠ নড়ছিল না, ও তাঁর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল না—আর প্রভু তাঁকে সাড়া দিলেন।* একই কথা সামসঙ্গীতেও পড়ি: *হৃদয়গভীরে কথা বল, ও শয্যায় শুয়ে অনুতপ্ত হও।* যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা এই পরামর্শ দিয়ে বলেন, *প্রভু, বিবেক-গভীরেই তোমাকে আরাধনা করা উচিত।*

অতএব, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যে প্রার্থনা করে, সে যেন এই কথাও জেনে নেয়, তথা সেই কর-আদায়কারী মন্দিরে ফরিসির সঙ্গে কীভাবে প্রার্থনা করছিল। স্পর্ধার সঙ্গে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে নয়, দুঃসাহস ভরে হাত দু'টো খাড়া করেও নয়, কিন্তু বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ও অন্তরে রুদ্ধ নিজ পাপগুলির নিন্দা করেই সে ঐশদয়ার সহায়তা মিনতি করছিল; আর ফরিসি নিজেকে নিয়ে প্রীত ছিল, কর-আদায়কারী কিন্তু অধিক আশীর্বাদের যোগ্য হয়ে উঠল, কারণ পরিত্রাণের আশা নিজের নিরপরাধিতার ভরসায় রাখেনি, কেননা নিরপরাধী বলতে কেউই নেই; সে বরং পাপ স্বীকার করার পরেই বিনম্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করল। তাই যিনি বিনম্রদের ক্ষমা দান করেন, তিনি তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

শ্লোক

℟ এসো, বিবেচনা করে দেখি, ঈশ্বর ও তাঁর স্বর্গদূতদের সম্মুখে আমাদের কী ভাবেই না থাকা উচিত,
℣ এসো, সামসঙ্গীত-মালা এমনভাবেই পরিবেশন করি যেন আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।
℟ আমরা জানি, বহু বহু কথার জন্য নয়, কিন্তু হৃদয়ের শুদ্ধতা ও গভীর ভক্তির জন্যই সাড়া পাব।
℣ এসো, সামসঙ্গীত-মালা এমনভাবেই পরিবেশন করি যেন আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজরা ৪:১-৫,২৪–৫:৫

গৃহ-পুনর্নির্মাণে যুদার শত্রুদের প্রতিরোধ

যখন যুদার ও বেঞ্জামিনের শত্রুরা শুনল যে, নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে মন্দির পুনর্নির্মাণ করছে, তখন জেরুব্বাবেলকে ও পিতৃকুলপতিদের গিয়ে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমরাও গাঁথতে ইচ্ছা করি, কারণ তোমাদের মত আমরাও তোমাদের পরমেশ্বরের অন্বেষণ করি। যিনি আমাদের এখানে এনেছিলেন, আসিরিয়া-রাজ সেই এসারহাদ্দোনের সময় থেকে আমরা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে আসছি।' কিন্তু জেরুব্বাবেল, যেশুয়া ও ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি উত্তরে তাদের বললেন, 'আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তোলার ব্যাপারে তোমরা যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তা উচিত নয়। কেবল আমরাই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা গেঁথে তুলব, যেমনটি পারস্য-রাজ সাইরাস আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।' তখন স্থানীয় লোকেরা যুদার লোকদের নিরাশ করতে ও মন্দির-নির্মাণ ব্যাপারে তাদের বাধা দিতে লাগল। এমনকি তাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য তারা কোন কোন মন্ত্রীদের ঘুষ দিল; আর তারা পারস্য-রাজ সাইরাসের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপী ও পারস্য-রাজ দারিউসের রাজত্বকাল পর্যন্ত তেমনটি করতে থাকল।

এইভাবে যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের কাজ আপাতত বন্ধ করা হল, এবং পারস্য-রাজ দারিউসের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে থাকল।

কিন্তু হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়া, এই দু'জন নবী যখন তাঁদের উপরে অধিষ্ঠিত ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের নামে যুদা ও যেরুসালেমের ইহুদীদের কাছে বাণী দিতে লাগলেন, তখন শেয়াল্টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া সঙ্গে সঙ্গে যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন, আর পরমেশ্বরের নবীরা তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদের সাহস দিতেন।

সেসময়েই নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও তাঁদের সাথীরা তাঁদের কাছে এসে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গৃহ ও নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে তোমাদের কে আজ্ঞা দিয়েছে? আমরা তোমাদের বলছি, যারা এই গাঁথনি দিচ্ছে, তাদের নাম কি?' কিন্তু ইহুদীদের প্রবীণদের উপরে তাঁদের পরমেশ্বরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তাই দারিউসের কাছে নিবেদন-পত্র উপস্থাপন না করা পর্যন্ত, এবং এই ব্যাপারে আবার পত্র না আসা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে ওঁরা তাঁদের বাধ্য করলেন না।

শ্লোক সাম ৮৫:২,৫,৩

প্র তোমার এ দেশের প্রতি তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু; যাকোবের বন্দিদের ফিরিয়ে এনেছ তুমি;

উ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।

প্র হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ, আবৃত করেছ তাদের সকল পাপ;

উ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ১২৬, ২-৩

প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে

প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে। সুতরাং, প্রভুই গৃহটি গাঁথেন, প্রভু যীশুখ্রীষ্টই নিজ গৃহটি গাঁথেন। নির্মাণকর্মে অনেকে পরিশ্রম করে, কিন্তু তিনি নিজেই না গাঁথলে *বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।* নির্মাণকর্মে যারা পরিশ্রম করে, তারা কারা? তাঁরা সকলে, যাঁরা মণ্ডলীতে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন, যাঁরা ঈশ্বরের সাক্রামেন্তগুলি সম্পাদন করেন। অনেকেই দৌড়োই, অনেকেই পরিশ্রম করি, অনেকেই একপ্রকারে গাঁথি; আর আমাদের আগে অন্যরা দৌড়ল, পরিশ্রম করল ও গাঁথল, তবু *প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।* এজন্য অনেকে পিছলে পড়ছিল দেখে প্রেরিতদূতেরা ও বিশেষভাবে পল বললেন, *তোমরা তো বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ; তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করেছি!* আধ্যাত্মিক দিক থেকে তিনি নিজে ঈশ্বর দ্বারাই নির্মিত হয়েছিলেন, একথা জেনে তিনি তাদের বিষয়ে দুঃখিত ছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে বৃথাই পরিশ্রম করেছিলেন। তাই আমরা বাইরেই প্রচার করি, তিনি অন্তরেই গাঁথেন। তোমরা কেমন শোন, আমরা তা অনুভব করি; তোমরা যে কী ভাব, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি তোমাদের চিন্তা-ভাবনা দেখেন। তিনিই গাঁথেন, তিনিই সাবধান বাণী দেন, তিনিই ভয় দেখান, তিনিই মন খোলেন, তিনিই বিশ্বাস ক্ষেত্রে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন; তথাপি আমরাও পরিশ্রম করি, আমরাও কর্মী, কিন্তু *প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।*

গৃহটি হল স্বয়ং ঈশ্বরেরই গৃহ; ঈশ্বরের জনগণই তাঁর গৃহ, কেননা ঈশ্বরের গৃহ হল ঈশ্বরের মন্দির। প্রেরিতদূত কী বলেন? *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!* সকল ভক্তজনেরাই ঈশ্বরের গৃহ; উপস্থিত যারা, তারা শুধু নয়, যারা আমাদের আগে ছিল ও মরে গেল, আর যারা পরবর্তীকালে আসবে ও যাদের এখনও এজগতে জন্ম হয়নি—জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত তারাও। একত্রে সম্মিলিত হয়ে তারা অগণন, প্রভু কিন্তু তাদের সংখ্যা জানেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *প্রভু তাঁর আপনজনদের জানেন।*

এ নির্ধারিত যে, খড়ের মধ্যে যত গমের দানা এখন কষ্টে ভুগছে, জগতের অন্তিমকালে যখন উঠান শুদ্ধ করা হবে, তখন সেগুলো একপিন্ড হবে। সুতরাং সেই পুণ্যবান ভক্তজনদের জনতা, যারা ঈশ্বরের স্বর্গদূতে রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের দলের অংশী হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেই যে স্বর্গদূতেরা বর্তমানে প্রবাসী নন কিন্তু আমাদের প্রবাস-যাত্রা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন, সেই ভক্তজন সবাই মিলে হল ঈশ্বরের একমাত্র গৃহ, তাঁর একমাত্র নগর—আর এ নগর যেরুসালেম। নগরটির প্রহরী আছে: তার যেমন গৃহনির্মাতা আছে যারা নির্মাণকর্মে পরিশ্রম করে, তেমনি তার রক্ষার জন্য প্রহরীরাও আছে। এই রক্ষা-পালন বিষয়েই প্রেরিতদূত বলেন, *আমার ভয় হচ্ছে, পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি একাগ্রতা [ও শুচিতা] থেকে ভ্রষ্ট হয়।* যাদের উপর পলের দায়িত্ব ছিল, তাদের বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য সতর্ক ছিলেন; বিশপেরাও তাই করে থাকেন, কেননা এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে উচ্চতর পদে রাখা হয়, তিনি যেন জনগণকে রক্ষা ও পালন করেন।

তবু এই উচ্চতা বিশপ এই আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আমরা যদি অন্তরে বিনম্রতার সঙ্গে তোমাদের চেয়ে নিজেদের ছোট না মনে করি ও তোমাদের জন্য প্রার্থনা না করি, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা যিনি জানেন তিনিই যেন তোমাদের রক্ষা করেন। কেননা তোমরা কেমন করে ব্যবহার করছ, তা আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু মনে মনে যে কী ভাবছ, তা দেখতে পারি না; এমনকি, নিজেদের ঘরে তোমরা যে কী কর, তাও আমরা দেখতে পারি না। তাহলে কেমন করে তোমাদের রক্ষা করব? মানুষ হিসাবে, যথাসাধ্য, আমাদের গুণ অনুসারেই রক্ষা করব। তোমাদের রক্ষায় আমরা শ্রান্তও হয়ে পড়তে পারি, তবু যিনি তোমাদের ভাবনা দেখতে পান, তিনিই না রক্ষা করলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা। তোমরা জেগে আছ কি ঘুমাও, তিনি তোমাদের রক্ষায় জাগ্রত আছেন। তিনি একবার মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন—সেই ক্রুশের উপরে; কিন্তু পুনরুত্থান করলেন, আর ঘুমিয়ে পড়বেন না। তোমরা ইস্রায়েল হও! কারণ *ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন ইস্রায়েলের রক্ষক।* তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা যদি ঈশ্বরের ছায়ায় রক্ষা পেতে চাই, তবে এসো, আমরা ইস্রায়েল হই, কারণ দায়িত্বের ভূমিকা অনুসারে আমরা তোমাদের রক্ষা-পালন করি ঠিকই, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমরাও রক্ষা-পালন পেতে চাই। তোমাদের জন্য আমরা পালক, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সেই পালকের মেষ। এই পদ থেকে আমরা গুরু হিসাবে কথা বলি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সেই একমাত্র গুরুর শিক্ষালয়ে শিষ্য।

শ্লোক এফে ২:২০,২১,২২

প্র তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু;
উ তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।
প্র তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে;
উ তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ৬:১-৬,১১-২৪ক

গিদিয়োনকে আহ্বান

সেসময়, ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, আর প্রভু তাদের সাত বছর ধরে মিদিয়ানের হাতে তুলে দিলেন। ইস্রায়েলের উপরে মিদিয়ানের হাত ভারী ছিল, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা মিদিয়ানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পর্বতের গহ্বরে, গুহাতে ও দুর্গম জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল। ইস্রায়েল যখনই বীজ বুনত, মিদিয়ানীয়েরা ও আমালেকীয়েরা এবং পুবদেশের লোকেরা আসত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত, এবং তাদের এলাকায় শিবির বসিয়ে গাজা শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ভূমির ফসল বিনষ্ট করত। ইস্রায়েল যাতে বাঁচতে পারে, তেমন কিছুও তারা রাখত না: মেষও নয়, বলদ বা গাধাও নয়; কেননা পঙ্গপালের মত তারা নিজেদের পশুপাল ও তাঁবু সঙ্গে করে অসংখ্যই আসত; তারা ও তাদের উট অগণ্যই ছিল; দেশ উচ্ছিন্ন করার জন্যই তারা আসত। মিদিয়ানের কারণে ইস্রায়েল ভীষণ দুর্দশায় পড়ল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল।

প্রভুর দূত এসে অফ্রা শহরের তার্পিনগাছের তলায় বসলেন—গাছটা ছিল আবিয়েজীয় যোয়াশের সম্পত্তি; তাঁর ছেলে গিদিয়োন মিদিয়ানীয়দের কাছ থেকে গম লুকাবার জন্য আঙুরমাড়াইকুণ্ডের ভিতরে তা মাড়াই করছিলেন। তখন প্রভুর দূত তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'হে বলবান বীর, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন!' গিদিয়োন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে থাকলে তবে আমাদের এই সবকিছু ঘটছে কেন? আর আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর যে সমস্ত আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা আমাদের জানাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত কিছু এখন কোথায়? তাঁরা বলতেন: প্রভু কি মিশর থেকে আমাদের এখানে আনেননি? কিন্তু এখন প্রভু আমাদের ত্যাগ করেছেন, মিদিয়ানের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।' প্রভু তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি

যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে; আমি নিজেই কি তোমাকে প্রেরণ করছি না?' তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'ক্ষমা চাই, প্রভু, কিন্তু আমি ইস্রায়েলকে কেমন করে ত্রাণ করব? দেখ, মানাসের মধ্যে আমার গোত্রই তো সবচেয়ে দুর্বল, আর আমার পিতার বাড়িতে আমি সবচেয়ে নগণ্য।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, আর তুমি মিদিয়ানীয়দের আঘাত করবে, তারা ঠিক যেন একটা মানুষমাত্র!' তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে তুমিই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তার কোন চিহ্ন আমাকে দেখাও। কিন্তু দোহাই তোমার, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে ফিরে না আসি, আমার নৈবেদ্য এনে তোমার সামনে না রাখি, ততক্ষণ তুমি এখান থেকে যেয়ো না।' তিনি বললেন, 'তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।'

গিদিয়োন ঘরে গিয়ে একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করলেন, আর এক এফা ময়দা নিয়ে খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করলেন; মাংস এক ডালায় রেখে ও তার সমস্ত ঝোল একটা হাঁড়িতে ঢেলে তিনি বাইরে সেই তার্পিনগাছের তলায় এই সমস্ত কিছু তাঁর সামনে এনে দিলেন; তিনি এগিয়ে যেতে যেতে পরমেশ্বরের দূত তাঁকে বললেন, 'মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো নিয়ে এই পাথরের উপরে রাখ, আর ঝোলটা তার উপরে ঢেলে দাও।' তিনি সেইমত করলেন। তখন প্রভুর দূত, তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তার ডগা দিয়ে সেই মাংস ও পিঠাগুলো স্পর্শ করলেন; তখন পাথর থেকে আগুন জ্বলে উঠে সেই মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো গ্রাস করল, আর প্রভুর দূত তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। গিদিয়োন তখন দেখলেন যে, তিনি প্রভুর দূত; তিনি বললেন, 'হায় হায়, আমার প্রভু পরমেশ্বর! আমি তো মুখোমুখি হয়ে প্রভুর দূতকে দেখেছি!' প্রভু উত্তরে বললেন, 'তোমার শান্তি হোক, ভয় করো না; তুমি মরবে না।' গিদিয়োন সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও তার নাম প্রভু-শান্তি রাখলেন।

শ্লোক ইসা ৪৫:৩-৪; বিচারক ৬:১৪; ইসা ৪৫:৬ দ্রঃ

℟ আমি প্রভু; আমার দাস যাকোবের খাতিরে, আমার মনোনীতজন ইস্রায়েলের খাতিরেই আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি।

℣ তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে।

℟ সকলে জানুক যে, আমিই প্রভু, আর কেউ নয়!

℣ তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ৮-৯

আমাদের প্রার্থনা উন্মুক্ত ও সার্বজনীন হওয়া চাই

সর্বপ্রথমে, শান্তির আচার্য ও বিনম্রতার গুরু এমনটি চাইলেন না যে, প্রার্থনা আত্মকেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিস্বতন্ত্র হবে, অর্থাৎ তিনি চাইলেন না যে, যে প্রার্থনা করে, সে ঠিক যেন কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা করে। আমরা তো বলি না: 'হে আমারই স্বর্গস্থ পিতা;' এও বলি না, 'আমারই খাদ্য আজ আমাকে দাও;' আবার, কেউই যাচনা করে না যেন শুধু তার নিজেরই অপরাধ ক্ষমা করা হয় বা তাকেই মাত্র যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না করা হয় কিংবা সে-ই মাত্র যেন অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমাদের প্রার্থনা উন্মুক্ত ও সার্বজনীন; আর যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন কেবল একজনের জন্য নয়, গোটা জনগণের জন্যই প্রার্থনা করি, কারণ আমরা গোটা জনগণই এক।

যিনি ঐক্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শান্তির ঈশ্বর ও একাত্মতার গুরু চাইলেন প্রত্যেকজন সকলের জন্য প্রার্থনা করবে, যেভাবে একা তিনি নিজের মধ্যে সকলকে বহন করলেন। অগ্নিচুল্লিতে রুদ্ধ সেই তিনজন যুবক মিনতিতে এককণ্ঠ হয়ে ও আত্মায় একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনার এই নিয়ম পালন করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র যখন আমাদের অবগত করে কীভাবে সেই তিনজন প্রার্থনা করছিলেন, তখন আমাদের এমন একটা দৃষ্টান্ত দেয় যা প্রার্থনায় আমাদের অনুকরণ করা উচিত যাতে আমরাও সেইমত করি। শাস্ত্রের বাণী: *তখন সেই তিনজন এককণ্ঠেই যেন স্তুতিগান করছিলেন ও ঈশ্বরকে ধন্য বলছিলেন।* তাঁরা এককণ্ঠেই যেন প্রার্থনা করছিলেন, অথচ তখনও খ্রীষ্ট তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখাননি!

সেইভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায়ই তাঁদের প্রার্থনা সার্থক ও কার্যকারী হল, কারণ শান্তিপূর্ণ, সরল ও আত্মিক হওয়ায় তাঁদের প্রার্থনা প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। আমরা দেখি, প্রভুর স্বর্গারোহণের পরে প্রেরিতদূতেরাও শিষ্যদের সঙ্গে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন; শাস্ত্রে লেখা আছে, *তাঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যীশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।* তাঁরা একাত্ম হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাতে প্রার্থনা ও একাত্মতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করছিলেন যে, যিনি মানুষকে গৃহে একাত্ম করে বাস করান, সেই ঈশ্বর স্বর্গীয় শাশ্বত গৃহে তাদেরই মাত্র গ্রহণ করেন যারা একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করে।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রভুর প্রার্থনার রহস্য কতগুলো ও কতই না মহান! স্বল্পকথার একটা বাক্যেই গৃহীত হয়েও তবু সেই রহস্যগুলো আত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় তত্ত্ব বিষয়ে এমন কিছু নেই, যা আমাদের এই প্রার্থনা ও যাচনায় স্থান না পেয়ে থাকে। তিনি বললেন, *তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।*

সেই যে নবমানুষ নবজন্ম লাভ করেছে ও তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সর্বপ্রথমে 'পিতা' বলে, কারণ ইতিমধ্যে সে তাঁর সন্তান হতে লাগল। লেখা আছে, *তিনি আপনজনদের মধ্যে এলেন, কিন্তু তাঁর আপনজন তাঁকে গ্রহণ করেনি। যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার—যারা তাঁর নামে বিশ্বাসী।* সুতরাং, তাঁর নামে যে বিশ্বাস করল ও ঈশ্বরসন্তান হয়ে উঠল, তাকে এখান থেকেই শুরু করতে হবে: সে ধন্যবাদ জানাবে; আর সে যখন বলে যে ঈশ্বরই তাঁর স্বর্গস্থ পিতা, তখন নিজেকে ঈশ্বরসন্তান বলে ঘোষণা করবে।

শ্লোক সাম ২২:২৩; ৫৭:১০

℟ আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
℣ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।
℟ জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু; সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
℣ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হগয় ১:১–২:৯

পুনর্নির্মিত গৃহে প্রভু নিজ গৌরব প্রকাশ করবেন

দারিউস রাজার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসে, মাসের প্রথম দিনে নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী শেয়াল্টিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলের কাছে ও যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোকেরা নাকি বলছে: প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণ করার সময় এখনও আসেনি!' তখন নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'এ কি তোমাদের নিজেদের ছাদ-আঁটা গৃহে বাস করার সময়, যখন এই গৃহ উৎসন্ন অবস্থায়ই রয়েছে? তাই সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের ব্যবহার একটু লক্ষ কর! তোমরা অনেক বীজ বুনেছ কিন্তু অল্প সংগ্রহ করেছ; খেয়েছ কিন্তু তৃপ্তি পাওনি, পান করেছ কিন্তু পিপাসা মেটাওনি, পোশাক পরেছ কিন্তু গা গরম করনি; মজুরও মজুরি পেয়েছে কিন্তু তা ছিদ্র থলিতে রাখল। সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের ব্যবহার একটু লক্ষ কর! তোমরা পর্বতে উঠে যাও, কাঠ আন, গৃহটি পুনর্নির্মাণ কর; তবেই আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—একথা স্বয়ং প্রভু বলছেন। তোমরা প্রাচুর্যের প্রত্যাশায় ছিলে, আর দেখ, অল্প পেলে; যা কিছু তোমরা ঘরে এনেছ, তার উপর আমি ফুঁ দিলাম। এর কারণ কী?—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—কারণটা এই যে: আমার গৃহ উৎসন্ন অবস্থায় রয়েছে, অথচ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের জন্য খুবই ব্যস্ত। এজন্য তোমাদের উপরে আকাশ শিশিরবর্ষণ বন্ধ করেছে, ও ভূমি ফসল দেওয়া বন্ধ করেছে। আমি দেশের ও পাহাড়পর্বতের উপরে, শস্য, আঙুররস, তেল ও ভূমির উৎপন্ন সমস্ত ফলের উপর, এবং মানুষ, পশু ও তোমাদের সমস্ত কর্মফলের উপরে অনাবৃষ্টি ডেকে আনলাম।'

শেয়াল্টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল, যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া এবং জনগণের সেই গোটা অবশিষ্ট অংশ তাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ইচ্ছাক্রমে প্রেরিত সেই নবী হগয়ের সকল বাণীতে মনোযোগ দিলেন; আর লোকেরা প্রভুর সামনে ভয়ে পূর্ণ হল। প্রভুর দূত হগয় প্রভুর দেওয়া দায়িত্বক্রমে লোকদের বললেন: 'আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।' তখন প্রভু শেয়াল্টিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলের আত্মা ও যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়ার আত্মা এবং জনগণের অবশিষ্টাংশের আত্মা জাগিয়ে তুললেন, আর তাঁরা এগিয়ে এসে তাঁদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজে হাত দিতে লাগলেন। তেমনটি ঘটল দারিউস রাজার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসের চতুর্বিংশ দিনে।

সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি এখন শেয়াল্টিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলকে, যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়াকে ও জনগণের অবশিষ্ট অংশকে এই কথা বল: তোমাদের মধ্যে এখনও জীবিত এমন কে আছে যে, এই গৃহকে তার পূর্বগৌরবের অবস্থায় দেখেছিল? কিন্তু এখন তা কেমন অবস্থায় দেখছ? সেটার চেয়ে এই বর্তমান অবস্থা তোমাদের কি শূন্য মনে হয় না? তাই এখন সাহস ধর, হে জেরুব্বাবেল—প্রভুর উক্তি—তুমিও সাহস ধর, হে যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া; হে দেশের সমস্ত লোক, তোমরাও সাহস ধর—প্রভুর উক্তি—কাজে হাত দাও; কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—সেই সন্ধির বাণী অনুসারে, যা আমি তোমাদের সঙ্গে স্থির করেছিলাম যখন মিশর থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম; হ্যাঁ, আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তোমরা ভয় করো না।

কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: আর অল্পকাল, তারপর আমি আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও স্থলভূমি কাঁপিয়ে তুলব। আমি সকল দেশ কাঁপিয়ে তুলব, তখন সকল দেশের ঐশ্বর্য ভেসে আসবে, আর আমি এই গৃহ গৌরবে পরিপূর্ণ করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। রুপোও আমারই, সোনাও আমারই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি!'

শ্লোক হগয় ১:৮; ইসা ৫৬:৭

℟ তোমরা পর্বতে উঠে যাও, গৃহটি পুনর্নির্মাণ কর।
℣ আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—এই কথা স্বয়ং প্রভু বলছেন।
℟ আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
℣ আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—এই কথা স্বয়ং প্রভু বলছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - হগয়ের পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১৪

আমার নাম জাতিগুলির মাঝে গৌরবান্বিত

আমাদের ত্রাণকর্তার আগমনের সময়ে এমন দিব্য মন্দির আবির্ভূত হল যা প্রাচীন মন্দিরের চেয়ে অতুলনীয়ভাবেই অধিক গৌরবময়, অধিক উজ্জ্বল ও উত্তম। প্রাচীন বিধানের উপাসনা-রীতির তুলনায় খ্রীষ্টধর্ম ও সুসমাচার যতখানি শ্রেয়, ও প্রতীকের তুলনায় বাস্তবতা যতখানি শ্রেয়, প্রাচীনটার তুলনায় নব মন্দিরও ততখানি শ্রেয়তর।

আমি মনে করি, আর একটা কথাও বলা যেতে পারে। যেরুসালেমের মন্দির অনন্যই ছিল, ও কেবল ইস্রায়েল জাতিই তার মধ্যে বলি উৎসর্গ করত। কিন্তু ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র *ঈশ্বর ও প্রভু ও আমাদের আলো* হলেও আমাদের সদৃশ হওয়ার পর সমগ্র জগৎ পবিত্র গৃহে ও এমন অসংখ্য উপাসকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যারা আত্মিক যজ্ঞ ও ধূপ উৎসর্গ করেই জগদীশ্বরকে আরাধনা করে। আর আমার মতে এবিষয়েই মালাখি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে বললেন, *আমিই সেই মহান রাজা—প্রভুর উক্তি; জাতিগুলির মাঝে আমার নাম মহান, ও প্রতিটি স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ ও শুদ্ধ নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে।*

এ থেকে অনুমান করা যায়, চরম মন্দিরের গৌরব তথা ভাবী মণ্ডলীর গৌরব মহত্তর হওয়ার কথা। যারা

তৎপর হয়ে ও পরিশ্রম স্বীকার করে এই নির্মাণকাজে হাত দেয়, ত্রাণকর্তার কাছ থেকে তারা স্বর্গীয় দান ও উপহার স্বরূপ সেই খ্রীষ্টকে পাবে যিনি সকলের শান্তি। তখন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে এক আত্মায় পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব। একথা ইঙ্গিত করে তিনি নিজে বলেছিলেন: আমি এই স্থানে শান্তি দান করব, আর যারা এই মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা দেবে, আমি পুরস্কার স্বরূপ আত্মার শান্তি তাদের দান করব। তিনি আরও বললেন, *আমি তোমাদের কাছে আমার শান্তি দান করছি।* যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা এ থেকে যে কী ধরনের উপকারে উপকৃত হবে, একথা নির্দেশ করে পল বলেন, উপলব্ধির অতীত খ্রীষ্টের সেই শান্তি তোমাদের হৃদয় ও ভাবনা রক্ষা করুক। প্রজ্ঞাবান ইসাইয়াও একই কথায় প্রার্থনা করছিলেন: *প্রভু, তুমি আমাদের কাছে শান্তি মঞ্জুর করবে, কেননা তুমি আমাদের সকল কর্মকান্ড সাফল্যমন্ডিত কর।* যারা একবার খ্রীষ্টের শান্তির যোগ্য হয়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে নিজেদের আত্মাকে ত্রাণ করা ও পুণ্যকর্ম সাধনে নিজেদের ইচ্ছা প্রবৃত্ত করা সহজ।

সুতরাং, নব মন্দির নির্মাণে যারা সহযোগিতা দান করে, তাদের কাছে তিনি শান্তি মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ফলত যারা মন্ডলী নির্মাণে সচেষ্ট, বা পবিত্রতম রহস্যগুলির ব্যাখ্যাতা রূপে ঈশ্বরের পরিবারে প্রধান দায়িত্বের অধিকারী, তারা পরিত্রাণলাভ বিষয়ে নিশ্চিত। তবু যারা নিজেদের আত্মার কল্যাণে ব্যস্ত, তারাও নিশ্চিত, কারণ তারা পবিত্র মন্দিরের জন্য জীবন্ত ও আত্মিক প্রস্তর রূপে নিজেদের নিবেদন করে ও আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আবাস হয়ে ওঠে।

শ্লোক সাম ৮৪:৫; জাখা ২:১৫

℟ সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু:
℣ তারা তোমার প্রশংসা নিত্য করে থাকবে।
℟ প্রভু, সেদিন অনেক দেশ তোমাতে যোগ দেবে, তারা তোমার আপন জনগণ হবে;
℣ তারা তোমার প্রশংসা নিত্য করে থাকবে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ৬:৩৩–৭:৮,১৬-২২

স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা গিদিয়োন জয়ী হন

সেসময় সকল মিদিয়ানীয়, আমালেকীয় ও পুবদেশের লোকেরা একজোট হল, এবং যর্দন পার হয়ে যেস্রেয়েল সমতল ভূমিতে শিবির বসাল; আর প্রভুর আত্মা গিদিয়োনকে ঘিরে আবিষ্ট করল; তিনি তুরি বাজালেন, আর তাঁর অনুসরণ করার জন্য আবিয়েজীয়দের আহ্বান করা হল। তিনি মানাসে অঞ্চলের সর্বত্রও দূত পাঠালেন, আর তারাও তাঁর অনুসরণ করতে আহূত হল; আসের, জাবুলোন ও নেফ্তালির কাছেও তিনি দূত পাঠালেন, আর অন্যান্যদের সঙ্গে তারাও যোগ দিতে এল।

গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, 'তুমি যেইভাবে বলেছিলে, যদি আমার হাত দ্বারাই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে যাচ্ছ, তবে দেখ, আমি খামারে পশমসহ ভেড়ার চামড়া রাখব: যদি শুধু সেই পশমের উপরে শিশির পড়ে, এবং সমস্ত মাটি শুকনো থাকে, তবে আমি জানব যে, তুমি আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে, যেইভাবে বলেছিলে।' আর তেমনিই ঘটল: পরদিন তিনি খুব সকালে উঠে সেই পশম নিঙড়িয়ে তা থেকে শিশির বের করলেন, তাতে পুরো এক বাটি জল হল। গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, 'তোমার ক্রোধ যেন আমার উপর না জ্বলে ওঠে, আমি শুধু আর একবারই কথা বলব। সেই পশম দিয়ে আমাকে আর একবার পরীক্ষা নিতে দাও। এবার কেবল পশমটা শুকনো থাকুক, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ুক।' সেই রাতে পরমেশ্বর সেইমত করলেন: পশমটা শুকনো থাকল, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ল।

যেরুব-বায়াল (অর্থাৎ গিদিয়োন) ও তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তারা খুব সকালে উঠে এন্-হারোদে শিবির বসাল; মিদিয়ানের শিবির তাদের উত্তরদিকে মোরে পর্বতের দিকে সমতল ভূমিতে ছিল।

প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে যে লোকেরা আছে, তাদের সংখ্যা অতিরিক্ত হয়েছে, যাতে আমি মিদিয়ানীয়দের তাদের হাতে তুলে দিই; হ্যাঁ, ইস্রায়েল আমার সামনে গর্ব করে বলতে পারবে: আমারই হাত আমার পরিত্রাণ সাধন করেছে! তাই তুমি এক্ষণই লোকদের সামনে একথা ঘোষণা কর: যে কেউ ভীত ও সন্ত্রাসিত, সে ফিরে যাক, গিলবোয়া পর্বত থেকে ব্যাপারটা দেখুক।' তাই লোকদের মধ্য থেকে বাইশ হাজার লোক ফিরে গেল, দশ হাজার লোক থেকে গেল।

প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'লোকসংখ্যা এখনও বেশি; তুমি তাদের ওই জলাশয়ের কাছে নিয়ে যাও; সেখানে আমি তোমার জন্য তাদের পরীক্ষা করব। যার বিষয়ে আমি তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে যাবে, সে তোমার সঙ্গে যাবে; এবং যার বিষয়ে তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে যাবে না, সে যাবে না।' তাই গিদিয়োন লোকদের জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন, আর প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'কুকুরে যেভাবে জল চেটে খায়, যে কেউ সেইভাবে জিহ্বা দিয়ে জল চেটে খাবে, তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখবে; আর যে কেউ জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হয়, তাকে আর এক পাশে সরিয়ে রাখবে।' যারা হাতে জল তুলে তা মুখে দিয়ে চেটে খেল, তাদের সংখ্যা হল তিনশ' লোক; বাকি সকল লোক জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হল। তখন প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'এই যে তিনশ' লোক জল চেটে খেল, এদের দিয়ে আমি তোমাদের ত্রাণ করব, ও মিদিয়ানীয়দের তোমার হাতে তুলে দেব; বাকি সকল লোক যে যার এলাকায় চলে যাক।' তাই তারা লোকদের খাদ্য-সামগ্রী ও তুরি নিল, আর তিনি ইস্রায়েলের বাকি সকল লোককে যে যার তাঁবুতে বিদায় দিয়ে কেবল সেই তিনশ' লোককে রাখলেন। মিদিয়ানের শিবির তাঁর নিচে, সেই সমতল ভূমিতে ছিল।

তিনি সেই তিনশ' লোককে তিন দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের হাতে দিলেন এক একটা তুরি, এক একটা শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমার দিকে তাকাও, আমি যেমন করব তোমরাও সেইমত করবে; দেখ, আমি শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলে যা-ই কিছু করব, তোমরাও ঠিক তাই করবে। আমি ও আমার সঙ্গীরা সকলে তুরি বাজালে তোমরাও সমস্ত শিবিরের চারদিক থেকে তুরি বাজাবে ও চিৎকার করে বলবে: প্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্য!'

মধ্যরাতের প্রহরের শুরুতে নতুন প্রহরীদল এইমাত্র মোতায়েন হয়েছে, এমন সময় গিদিয়োন ও তাঁর সঙ্গী একশ' লোক শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলেন; তিনি তুরি বাজালেন, ও তাঁর হাতে থাকা ঘটটা ভেঙে ফেললেন। তখন সেই তিন দলেই তুরি বাজাল ও ঘট ভেঙে ফেলল, এবং বাঁ হাতে মশাল ও ডান হাতে বাজাবার তুরি ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্যই খড়্গা!' শিবিরের চারদিকে তারা প্রত্যেকে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে রইল, তাতে শিবিরের সমস্ত লোক দৌড়াদৌড়ি করে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল। ওরা তিনশ'টা তুরি বাজাতে বাজাতে প্রভু এমনটি করলেন যেন সমস্ত শিবির জুড়ে প্রত্যেকজন তার সাথীর বিরুদ্ধেই খড়্গা চালায়। সমগ্র সেনাদল জারেতানের দিকে বেথ্-শিট্টা পর্যন্ত, সেই আবেল-মেহোলার পার পর্যন্ত পালিয়ে গেল, যা টাব্বাতের উল্টো দিকে অবস্থিত।

শ্লোক ১ করি ১:২৭-২৯; লুক ১:৫২

℟ জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,
℣ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।
℟ ঈশ্বর ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত,
℣ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' **১১-১২**

তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক

আহা, প্রভুর কতই না অনুগ্রহ, আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গলময়তা কতই না উদার যে, তিনি চাইলেন, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করব, প্রভুকে পিতা বলে ডাকব, ও খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরপুত্র তেমনি

আমরাও ঈশ্বরপুত্র বলে অভিহিত হব! প্রার্থনাকালে তেমন নাম আমরা কেউই উচ্চারণ করতেও সাহস করতাম না, তিনি নিজে যদি না আমাদের এভাবে প্রার্থনা করতে সম্মতি দিতেন। অতএব, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে ও জানতেই হবে যে, আমরা যখন ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকি, তখন ঈশ্বরের সন্তান রূপেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমরা যেমন ঈশ্বরকে পিতা বলেই পেয়েছি বিধায় আনন্দিত, তেমনি তিনিও যেন আমাদের নিয়ে আনন্দিত হতে পারেন।

এসো, এমনভাবে জীবনধারণ করি আমরা নিজেরাই যেন ঈশ্বরের মন্দির, যাতে প্রকাশ পেতে পারে যে প্রভু আমাদের অন্তরে বাস করেন। আমাদের কাজকর্মও যেন আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, যাতে করে আমরা যারা আত্মিক ও স্বর্গীয় হতে শুরু করেছি, কেবল আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়েই চিন্তামগ্ন ও কর্মরত থাকি; কেননা প্রভু ঈশ্বর নিজে বললেন, *যারা আমাকে সম্মান করবে, আমি তাদের সম্মান করব, আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করবে, আমি তাদের অবজ্ঞা করব।* নিজের পত্রে ধন্য প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, কারণ মূল্য দিয়ে তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!*

এরপরে আমরা বলি: *তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক।* আমরা যে ঈশ্বরের মঙ্গলার্থে এমন শুভেচ্ছা জানাই তিনি যেন আমাদের প্রার্থনা দ্বারা পবিত্রিত হন, তেমন নয়; আমরা বরং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের অন্তরে তাঁরই নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, যিনি পবিত্রতা দানকারী, সেই ঈশ্বর কার দ্বারাই বা পবিত্রিত হতে পারেন? তবু যেহেতু তিনি বললেন, *পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র*, সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও মিনতি করি, দীক্ষাস্নানে পবিত্রিত হয়ে আমরা যা হতে শুরু করেছি, তা-ই বলে যেন অনুক্ষণ থাকতে পারি। আর এই লক্ষ্যে আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি, কারণ দৈনিক পবিত্রীকরণ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, যেন আমরা যারা প্রতিদিন অপরাধ করি, অবিরত পবিত্রীকরণ দ্বারা আমাদের অপরাধ থেকে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

ঈশ্বরের প্রসন্নতা দ্বারা আমাদের অন্তরে যে কী প্রকার পবিত্রীকরণ সাধিত হয়, একথা ব্যাখ্যা করে প্রেরিতদূত বলেন, *যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মাতাল, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।* তিনি বলেন, আমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পবিত্রিত হয়েছি। এ পবিত্রীকরণ যেন আমাদের অন্তরে থাকে, এজন্যই আমরা প্রার্থনা করি; আর যেহেতু আমাদের প্রভু ও বিচারকর্তা যাদের নিরাময় ও সঞ্জীবিত করেছেন তাদের আজ্ঞা দেন তারা যেন আর কখনও ভ্রান্ত না হয় পাছে আরও শোচনীয় কিছু তাদের ঘটে, সেজন্য আমরা অবিরত প্রার্থনায় যাচনা করি ও দিন রাত মিনতি করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে যে পবিত্রীকরণ ও নবজীবন পেয়েছি, তা যেন তাঁরই রক্ষায় অক্ষুণ্ন হয়ে থাকতে পারে।

শ্লোক এজে ৩৬:২৩,২৫,২৬,২৭; লেবীয় ১১:৪৪

প্র আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি; তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল, তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা;
উ আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।
প্র তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র।
উ আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হগয় ২:১০-২৩

সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি

জেরুব্বাবেলের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

দারিউসের দ্বিতীয় বর্ষের নবম মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী নবী হগয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তুমি ঐশনির্দেশের বিষয়ে যাজকদের কাছে প্রশ্ন রাখ; তাদের জিজ্ঞাসা কর: কেউ যদি নিজের পোশাকের অঞ্চলে পবিত্রীকৃত মাংস বয়ে বেড়ায়, আর সেই অঞ্চলে রুটি, বা তরকারি, আঙুররস, তেল বা অন্য কোন খাবার স্পর্শ করা হয়, তবে সেই খাবার কি পবিত্র হবে?' যাজকেরা উত্তর দিল, 'না।' তখন হগয় বললেন, 'মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি কোন মানুষ যদি সেগুলোর মধ্যে কোন একটা স্পর্শ করে, তবে তা কি অশুচি হবে?' যাজকেরা উত্তর দিল, 'তা অশুচি হবে।' তখন হগয় বলে চললেন, 'আমার সামনে এই জাতি ঠিক তাই, এই জনগণ ঠিক তাই—প্রভুর উক্তি—তাদের হাতের সমস্ত কাজও ঠিক তাই; এমনকি, তারা এখানে যা উৎসর্গ করে, তাও অশুচি।'

'এখন, দোহাই তোমাদের, আজকের দিন থেকে এবং এর পরেও তোমরা ভেবে দেখ: প্রভুর মন্দিরে পাথরের উপরে পাথর বসাতে শুরু করার আগে তোমরা কেমন অবস্থায় ছিলে? লোকে কুড়ি মণ গমরাশির কাছে এলে কেবল দশ মণ ছিল, এবং মাড়াইকুন্ড থেকে পঞ্চাশ পিপা আঙুররস নিতে এলে কেবল কুড়ি পিপা ছিল। আমি গমের শোষ, ম্লানি ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদের আঘাত করলাম, কিন্তু তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরলে না—প্রভুর উক্তি। তোমরা আজকের দিন থেকে, অর্থাৎ নবম মাসের চতুর্বিংশ দিন থেকে, প্রভুর মন্দিরের ভিত স্থাপনের দিন থেকেই, এবং এর পরেও তোমরা ভেবে দেখ গোলাঘরে গমের অভাব হবে কিনা, এবং আঙুরলতা, ডুমুর, ডালিম ও জলপাই গাছও ফলদানে ক্ষান্ত হবে কিনা। আজ থেকে আমি তোমাদের আশীর্বাদ করব!'

মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত হগয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলকে এই কথা বল, আমি আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব; যত রাজ্যের সিংহাসন উল্টিয়ে দেব, জাতি-বিজাতির সকল রাজ্যের পরাক্রম বিনষ্ট করব, রথ ও রথারোহীদের উল্টিয়ে ফেলব; অশ্ব ও অশ্বারোহী সকলেরই পতন হবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের খড়্গের আঘাতে পড়বে। সেইদিনে—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তোমাকে নেব, হে শেয়াল্টিয়েলের সন্তান আমার আপন দাস জেরুব্বাবেল—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু—এবং তোমাকে সীল-আঙটি স্বরূপ করব, কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।'

শ্লোক হগয় ২:৬,৭,৯ দ্রঃ

প্র আমি আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব;
উ তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।
প্র এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব।
উ তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।

দ্বিতীয় পাঠ - রুস্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউস-লিখিত 'ফাবিয়ানুসের বিপক্ষে' ২৮:১৬-১৯

খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের সঙ্গে সহভাগিতা আমাদের পবিত্রীকৃত করে

যখন যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, তখন আমাদের ত্রাণকর্তা নিজেই যা আদেশ করেছিলেন তা পূর্ণতা লাভ করে—এবিষয়ে সাক্ষ্য দান করে ধন্য প্রেরিতদূত বলেন, *যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' ভোজনের শেষে তিনি তেমনটি করেই পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন।*

সুতরাং যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয় যেন প্রভুর মৃত্যুর কথা ঘোষিত হয়, ও যেন তাঁরই স্মৃতি পালিত হয় যিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন; কারণ তিনি নিজে বলেছিলেন, *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা নেই।* তবে যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরেই মরলেন, সেজন্য আমরা যখন যজ্ঞ

উৎসর্গ করার সময়ে তাঁর মৃত্যুর স্মৃতি পালন করি, তখন প্রার্থনা করি যেন পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা আমাদের কাছে সেই ভালবাসা মঞ্জুর করা হয়। আমরা মিনতি জানিয়ে যাচনা করি, যে ভালবাসার খাতিরে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে প্রসন্ন হলেন, সেই ভালবাসা গুণে আমরাও যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ করে জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ হতে পারি ও জগৎও যেন আমাদের কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়। তবে আমরা আমাদের প্রভুর মৃত্যু অনুকরণ করতে আহূত, যেন যেমন *খ্রীষ্ট যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন, কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন, আর একই প্রকারে তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি,* এবং ভালবাসার দান গ্রহণ করে পাপের কাছে মরতে পারি ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি; কেননা *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।* প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন তাঁর রুটি খাই ও তাঁর পানপাত্র থেকে পান করি, তখন প্রভুর দেহ ও রক্তের সঙ্গে যে সহভাগিতা সাধিত হয়, তা এ দাবি রাখে, আমরা যেন জগতের কাছে মরি, আমাদের জীবন যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত থাকে, ও আমরা যেন আমাদের মাংস ক্রুশবিদ্ধ করি, তার সমস্ত রিপু ও লালসাও ক্রুশবিদ্ধ করি।

এমনটি ঘটে যেন, যে সকল ভক্তজন ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তারা সেই দৈহিক যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র থেকে যদিও পান না করে, তবু যেন প্রভুর ভালবাসার পানপাত্র থেকেই পান করতে পারে, ও প্রমত্ত হয়ে উঠে যেন তাদের যে দেহ পৃথিবীতে রয়েছে তা যেন সংযত রাখে, ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে পরিধান ক'রে যেন মাংসের কামনা-বাসনাকে প্রশ্রয় না দেয়; আরও, তারা যা দৃশ্য তা নয়, যা অদৃশ্য, তারই দিকে যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এভাবে পুণ্য ভালবাসা রক্ষা করতে করতেই তারা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে; কেননা ভালবাসা ছাড়া নিজের দেহকেও আগুনে পুড়তে দিলে কোন লাভ নেই। কিন্তু ভালবাসা দানের মাধ্যমে আমাদের এমনটি দেওয়া হয়, যজ্ঞ উৎসর্গ করে যা আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্‌যাপন করি, তা যেন আমরা বাস্তবেই হতে পারি।

শ্লোক লুক ২২:১৯; যোহন ৬:৫৯

℟ যীশু একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে এই বলে শিষ্যদের দিলেন:
℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত। তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।
℟ এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।
℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত। তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ৮:২২-২৩,৩২; ৯:১-১৫,১৯-২০

রাজা নিযুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের জনগণের প্রচেষ্টা

সেসময়, ইস্রায়েলীয়েরা গিদিয়োনকে বলল, 'তুমি ও তোমার বংশধরেরাই আমাদের শাসনভার গ্রহণ কর, কারণ তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করেছ।' গিদিয়োন উত্তরে বললেন, 'আমি তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করব না, আমার ছেলেও তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবে না; প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।' যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন শুভ বার্ধক্যকালে প্রাণত্যাগ করলেন, আর আবিয়েজীয়দের অফ্রাতে তাঁর পিতা যোয়াশের সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

এরপর, যেরুব-বায়ালের ছেলে আবিমেলেক সিখেমে তার মায়ের ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের এবং তার মায়ের পিতৃকুলের গোটা গোত্রকে এই কথা বলল, 'আমার অনুরোধ, তোমরা সিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই প্রশ্ন রাখ: তোমাদের পক্ষে ভাল কী? তোমাদের উপরে যেরুব-বায়ালের সকল ছেলেদের অর্থাৎ সত্তরজনের শাসন ভাল, না একজনেরই শাসন ভাল? এই কথাও মনে রেখ, আমি তোমাদের নিজেদেরই হাড় ও তোমাদের

নিজেদেরই মাংস।' তার মায়ের ভাইয়েরা তার পক্ষ থেকে সিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই সমস্ত কথা বলল, আর সেই সকলের মন আবিমেলেকের দিকে আকর্ষিত হল; তারা ভাবছিল, 'সে তো আমাদের ভাই।' তাই তারা বায়াল-বেরিতের মন্দির থেকে তাকে সত্তর রুপোর শেকেল দিল; আর আবিমেলেক নিষ্কর্মা ও দুঃসাহসী লোকদের সেই টাকা মজুরি দিলে তারা তার অনুগামী হল। পরে সে অফ্রায় পিতার বাড়িতে গিয়ে তার ভাইদের অর্থাৎ যেরুব-বায়ালের সত্তরজন ছেলেকে এক পাথরের উপরে বধ করল; কেবল যেরুব-বায়ালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথাম লুকিয়ে থাকায় রক্ষা পেল। তখন সিখেমের সকল সমাজনেতা ও গোটা বেথ্-মিল্লো সমবেত হয়ে, সিখেমে যেখানে ওক্ গাছের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, সেইখানে গিয়ে আবিমেলেককে রাজা বলে ঘোষণা করল।

কিন্তু যোথানকে যখন ব্যাপারটা জানানো হল, তখন সে গিয়ে গারিজিম পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলল,

'হে সিখেমের সমাজনেতা সকল, আমার কথায় কান দাও,
তবে পরমেশ্বর তোমাদের কথায় কান দেবেন:
একদিন যত গাছপালা নিজেদের উপরে এক রাজা অভিষিক্ত করার জন্য
তেমন রাজার খোঁজে যাত্রা করল।
তারা জলপাইগাছকে বলল,
আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
জলপাইগাছ উত্তরে বলল,
আমার যে তেল দিয়ে দেবতা ও মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো হয়, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?
গাছগুলো ডুমুরগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
ডুমুরগাছ উত্তরে বলল,
আমার মিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠ ফল ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?
গাছগুলো আঙুরলতাকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
আঙুরলতা উত্তরে বলল,
আমার যে রস দেবতা ও মানুষকে আনন্দিত করে তোলে, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?
সমস্ত গাছ কাঁটাগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
কাঁটাগাছ উত্তরে সেই গাছগুলোকে বলল,
তোমরা যদি তোমাদের উপরে সত্যিই আমাকে রাজা বলে অভিষিক্ত কর,
তবে এসো, আমার ছায়ায় আশ্রয় নাও;
তোমরা না এলে, তবে এই কাঁটাঝোপ থেকে আগুন জ্বলে উঠুক,
ও লেবাননের সমস্ত এরসগাছ গ্রাস করুক।

আজ যদি তোমরা যেরুব-বায়ালের ও তাঁর কুলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে আচরণ করে থাক, তবে সেই আবিমেলেককে নিয়ে আনন্দিত হও, সেও তোমাদের নিয়ে আনন্দিত হোক। কিন্তু তা যদি না হয়, তবে আবিমেলেক থেকে আগুন জ্বলে উঠে সিখেমের সমাজনেতাদের ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের গ্রাস করুক; আবার সিখেমের সমাজনেতাদের কাছ থেকে ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের কাছ থেকে আগুন জ্বলে উঠে আবিমেলেককে গ্রাস করুক।'

শ্লোক বিচারক ৮:২৩; প্রত্যা ৫:১৩ দ্রঃ

প্র আমি তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করব না, আমার ছেলেও তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবে না:

উ প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।

প্র সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল:

উ প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' **১৩-১৪**

তোমার রাজ্যের আগমন হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক

এরপর প্রার্থনায় একথা আসে: *তোমার রাজ্যের আগমন হোক।* আমরা যেমন প্রার্থনা করি যেন তাঁর নামের পবিত্রতা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, তেমনি যাচনা করি যেন ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু এমন সময় কি থাকতে পারে যখন ঈশ্বর রাজত্ব করেন না? আরও, যা সবসময় ছিল ও অস্তিত্ব থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি, তেমন কিছু তাঁর কাছে কখনই বা শুরু হতে পারে? আমরা কিন্তু সেই রাজ্যেরই আগমনের কথা প্রার্থনা করি, যে রাজ্য ঈশ্বর দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হল ও খ্রীষ্টের রক্ত ও যন্ত্রণাভোগের মূল্যে কেনা হল যেন আমরা যারা আগে জগতের সেবা করছিলাম, পরবর্তীতে খ্রীষ্টের রাজত্বকালে রাজত্ব করতে পারি—যেভাবে তিনি একথা বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।*

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যাঁর আগমন আমরা প্রত্যেক দিন আকাঙ্ক্ষা করি, যাঁর আগমন বিষয়ে আমরা বাসনা করি তা যেন আমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই ঈশ্বরের সেই রাজ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কেননা তাঁর মধ্যে পুনরুত্থান করি বিধায় যখন তিনি নিজেই পুনরুত্থান, একইপ্রকারে তাঁর মধ্যে রাজত্ব করব বিধায় তখন তাঁকে ঈশ্বরের রাজ্য বলেও গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ঈশ্বরের রাজ্য, অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজ্য যাচনা করি, কারণ পার্থিবও একটা রাজ্য রয়েছে। কিন্তু জগৎকে যে ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, মহত্তর কারণে সে তার সম্মান ও রাজ্যও প্রত্যাখ্যান করে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের কাছে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, সে পার্থিব কোন রাজ্য নয়, স্বর্গরাজ্যেরই বাসনা করে। তাই আমাদের অবিরত ও সনির্বন্ধ প্রার্থনা করা দরকার, পাছে স্বর্গরাজ্যের কথা কখনও ভুলে যাই।

অতএব, খ্রীষ্টান-আমরা যারা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকে প্রার্থনাটি শুরু করেছি, যাচনা করি যেন ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের কাছে আসে।

এরপরে আমরা এই কথাও বলি: *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক,* ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তিনি যেন তাই করেন এজন্য নয়, বরং ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন আমরাই যেন তা পূর্ণ করতে পারি। কেননা এমন কেউ কি থাকতে পারে, যে ঈশ্বরকে তা করতে বাধা দেবে যা তিনি করতে চান? কিন্তু যেহেতু শয়তান আমাদের সবদিক দিয়েই বাধা দেয় যাতে আমরা অন্তরে ও কর্মে কোনও মর্মেই ঈশ্বরকে না প্রণাম করি, সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও যাচনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করে; আর তেমন কিছু যেন আমাদের অন্তরে ঘটে, তার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো দরকার, অর্থাৎ কিনা তাঁর কাজ ও তাঁর সহায়তা একান্তই প্রয়োজন, কারণ এমন কেউই নেই যে নিজের শক্তিগুণে শক্তিশালী; মানুষ বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা গুণেই নিরাপদ। প্রভু নিজেও যে মানব দুর্বলতা বহন করেছিলেন, তার প্রমাণ দেখিয়ে বলেছিলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পাত্র আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক;* কিন্তু তিনি যে নিজের ইচ্ছা নয়, বরং ঈশ্বরেরই ইচ্ছা পালন করছিলেন তেমন দৃষ্টান্ত শিষ্যদের দেখিয়ে বলে চলেছিলেন, *তবু আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।* অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, *আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি।* সুতরাং, যখন পুত্র বাধ্য হলেন ও পিতার ইচ্ছা পালন করলেন, তখন দাসের পক্ষে বাধ্য হওয়া ও প্রভুর ইচ্ছা পালন করা আরও কতই না উচিত!

শ্লোক প্রত্যা ২২:১২; যেরে ১৭:১০

℣ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি,

℟ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

℣ আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি;

℟ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ১:১–২:৪

যেরুসালেম পুনর্নির্মিতা হবেই

দারিউসের দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম মাসে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

'প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের উপর একসময় যথেষ্ট কুপিত ছিলেন। তাই তুমি এই লোকদের বল: আমার কাছে ফিরে এসো—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। হয়ো না তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত, যাদের কাছে আগের নবীরা বলত: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের যত কুপথ, তোমাদের যত কুকর্ম ছেড়ে ফিরে এসো। কিন্তু তারা কান দিত না, আমার কথায় মনোযোগ দিত না—প্রভুর উক্তি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা এখন কোথায়? এবং নবীরা, তারা কি চিরজীবী? অথচ আমি আমার আপন দাস সেই নবীদের কাছে যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছিলাম, আমার সেই সকল বাণী ও বিধিগুলো কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাগাল পায়নি? তারা মন ফিরিয়ে বলল: সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের পথ ও কর্ম অনুসারে আমাদের প্রতি যেমন ব্যবহার করবেন বলে ধমক দিয়েছিলেন, আমাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছেন।'

দারিউসের দ্বিতীয় বর্ষের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শেবাট মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আমি রাত্রিবেলায় এক দর্শন পাই, আর দেখ, রাক্তলাল এক ঘোড়ার পিঠে এক পুরুষ, তিনি গভীরতম এক উপত্যকার গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর পিছনে আছে রক্তলাল, পাঁশুটে-সবুজ ও সাদা আরও আরও ঘোড়া। আমি বললাম, 'প্রভু আমার, এগুলি কী?' আমার সঙ্গে যে স্বর্গদূত কথা বলছিলেন, তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, 'এগুলি যে কি, তা আমি তোমাকে জানাব।' তখন যে পুরুষ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, 'এগুলিকেই প্রভু পৃথিবী জুড়ে ঘুরতে পাঠিয়েছেন।' আর তখন, গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই প্রভুর দূতকে উদ্দেশ করে তারা বলল, 'আমরা পৃথিবী থেকে ঘুরে এসেছি: আর দেখ, সমগ্র পৃথিবী শান্ত নিশ্চল।'

তখন প্রভুর দূত বললেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যাদের উপরে তুমি কুপিত, সেই যেরুসালেমের প্রতি ও যুদার শহরগুলির প্রতি আর কতকাল তোমার স্নেহ দেখাতে অপেক্ষা করবে? এর মধ্যে সত্তর বছর কেটে গেল!' আর যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে প্রভু নানা মঙ্গলবাণী ও নানা সান্ত্বনাদায়ী বাণী উচ্চারণ করলেন।

যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি পরে আমাকে বললেন:
'তুমি একথা ঘোষণা কর:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
যেরুসালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে
আমি অধিক উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি;
কিন্তু নিশ্চিন্ত দেশগুলির প্রতি আমি কোপেই জ্বলছি;
আমি কিঞ্চিৎ মাত্রই কুপিত ছিলাম,
কিন্তু তারা সর্বনাশে সহযোগিতা দিল।

এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
আমি আবার স্নেহভরে যেরুসালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম,
সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
এবং যেরুসালেমের উপর মাপার সুতো আবার টানা হবে।
তুমি একথাও ঘোষণা কর:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
আমার শহরগুলি আবার মঙ্গলদানে পরিপ্লুত হবে,
প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন,
এবং যেরুসালেমকে আবার মনোনীত করবেন।'

পরে আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, চারটে শিঙ। যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এগুলি কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এ সেই শিঙগুলো, যেগুলো যুদা, ইস্রায়েল ও যেরুসালেমকে বিক্ষিপ্ত করেছে।'

পরে প্রভু আমাকে চারজন কর্মকার দেখালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কী করতে আসছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই শিঙগুলো যুদাকে এমন বিক্ষিপ্ত করেছে যে, কেউই মাথা তুলতে সাহস করে না; তাই যে জাতিগুলি যুদা দেশ বিক্ষিপ্ত করার জন্য শিঙ উঠিয়েছে, তাদের সন্ত্রাসিত করতে ও সেই শিঙগুলোকে নিপাত করতেই এরা আসছে।'

শ্লোক জাখা ১:১৬; প্রত্যা ২১:২৩

℣ আমি আবার স্নেহভরে যেরুসালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম,
℟ সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে।
℣ সেই নগরীতে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ।
℟ সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' অনুতাপ প্রসঙ্গ ১২:২-৩

সনাতন মহাযাজকের মন্দিরে চিরন্তন আলো

কতই না ধন্য, কতই না সুখী *সেই সেবকেরা, প্রভু এলে যাদের জাগ্রত পাবেন!* ধন্য সেই জাগরণ, যে জাগরণ সেই ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় পালিত, যিনি নিখিলের নির্মাতা, যিনি সবকিছুর পরিপূর্ণতা, যিনি সবকিছুর অতীত!

আহা, ঈশ্বর যদি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নগণ্য সেবক এই আমাকেও অলসতার তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে তুলতেন ও এমন দিব্য ভক্তির আগুনেই প্রজ্বলিত করতেন, যার ভক্তির শিখা তারকারাজির ঊর্ধ্বেও জ্বলন্ত, যাতে আমি তাঁর ভালবাসা গভীরতর বাসনায় বাসনা করতে পারতাম ও আমার অন্তর যেন সেই দিব্য আগুনের নিত্য উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হতে পারত!

আহা, আমি যদি এমনই যোগ্য হতে পারতাম, যাতে আমার প্রদীপ রাত্রিকালে ঈশ্বরের মন্দিরে নিত্য জ্বলন্ত থাকতে পারত, আমার ঈশ্বরের গৃহে যারা প্রবেশ করে তারা সকলে যেন সেই আলোতে আলোকিত হতে পারত! প্রভু, আমার ঈশ্বর তোমার সেই পুত্র যীশুখ্রীষ্টের নামে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে সেই ভালবাসাই দান কর যা কখনও নিঃশেষিত হয় না, যেন আমার প্রদীপ নিত্যই জ্বলন্ত থেকে কখনও নিঃশেষিত না হয়, আমার জন্য জ্বলন্ত থেকে পরকেও আলো দান করে!

হে খ্রীষ্ট, হে আমাদের মধুময় ত্রাণকর্তা, প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রদীপ জ্বালাও, সেই প্রদীপ যেন তোমার মন্দিরে অনুক্ষণ আলোময় থাকে ও সনাতন আলো সেই তোমারই কাছ থেকে সনাতন আলো পেতে পারে, যেন আমাদের অন্ধকার আলোকিত হয় ও জগতের অন্ধকার আমাদের কাছ থেকে দূরে পালায়!

তাই, যীশু আমার, অনুনয় করি, তোমার আলোতে আমার প্রদীপ জ্বালাও, যেন সেই আলোতে আমি সেই

পবিত্রতম পুণ্যস্থানের দর্শন পেতে পারি যেখানে তোমার মন্দিরের গৌরবময় গুম্বজের নিচে শাশ্বত যজ্ঞের শাশ্বত মহাযাজক রূপে তুমি গৃহীত, যেখানে আমি উত্তরোত্তর তোমাকে দেখতে পাই, তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারি, তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করতে পারি—কেবল তোমাকেই ভক্তি করে আমি যেন তোমার অবিরত দর্শনে রত থাকতে পারি, ও তোমার সম্মুখে আমার প্রদীপ যেন উত্তরোত্তর আলোময় হতে পারে, উত্তরোত্তর জ্বলন্ত থাকতে পারে।

ভিক্ষা করি, আমরা দরজায় ঘা দিচ্ছি, হে প্রিয়তম ত্রাণকর্তা, প্রসন্ন হয়ে নিজেকে দেখাও, যেন তোমাকে জেনে তোমাকে এমনভাবেই ভক্তি করতে পারি যার ফলে কেবল তোমাকেই ভক্তি করি, কেবল তোমারই আকাঙ্ক্ষা করি, নিশিদিন কেবল তোমাতেই ধ্যানরত থাকি, নিত্য তোমাতেই চিন্তামগ্ন থাকি। তোমার প্রসন্নতায় আমাদের অন্তরে এমনই মহাভক্তি সঞ্চার কর, যা তোমার ঈশ্বরত্বের যোগ্য ভক্তি ও ভালবাসা, যেন তোমার ভালবাসা আমাদের সমস্ত অন্তরটা দখল করে, ও তোমার প্রেম যেন সম্পূর্ণরূপেই আমাদের পরিপূর্ণ করে, তোমার আসক্তি যেন আমাদের সমস্ত মন আকর্ষণ করে, যার ফলে—সনাতন যে তুমি—সেই তোমাকে ছাড়া আমরা আর কাউকে ভাল না বাসি, আর এই আকাশের কি এই পৃথিবীর কি এই সাগরের জল যেন আমাদের অন্তরে তেমন ভালবাসা কখনও নিবাতে না পারে, যেমনটি লেখা আছে, *জলরাশিও ভালবাসা নিবাতে পারেনি।*

তেমন কথা যেন তোমার অনুগ্রহে আমাদের বেলায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে, হে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট—যাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক ইসা ৬০:১৯-২০

প্র সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না, চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না:
উ প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো, তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।
প্র তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না, তোমার চাঁদও মিলিয়ে যাবে না:
উ প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো, তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ১১:১-৯,২৯-৪০

যেফথার মানত ও তাঁর জয়লাভ

সেসময়, গিলেয়াদীয় যেফথা বলবান এক বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি এক বেশ্যার ছেলে; গিলেয়াদ ছিলেন তাঁর পিতা। গিলেয়াদের স্ত্রী তাঁর ঘরে কয়েকটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, যারা একবার বড় হলে যেফথাকে তাড়িয়ে দিল; তারা বলল, 'আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি উত্তরাধিকার পাবে না, কারণ তুমি অপর একটা স্ত্রীর ছেলে।' যেফথা তাঁর আপন ভাইদের কাছ থেকে পালিয়ে টোব অঞ্চলে গিয়ে বসতি করলেন। যেফথার কাছে বেশ কয়েকটা দুঃসাহসী লোক জড় হল, তারা তাঁর সঙ্গে বাইরে এটা সেটা লুট করে নিত।

কিছুকাল পরে আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। যখন আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল, তখন গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেফথাকে টোব অঞ্চল থেকে আনতে গেলেন। তাঁরা যেফথাকে বললেন, 'এসো, আমাদের নেতা হও, তবে আমরা আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব।' যেফথা গিলেয়াদের প্রবীণদের উত্তরে বললেন, 'আপনারাই কি আমাকে ঘৃণা করে আমার পিতার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি? এখন বিপদে পড়েছেন বলে আমার কাছে কেন এসেছেন?' গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেফথাকে বললেন, 'ঠিক এজন্যই আমরা এখন তোমার দিকে ফিরেছি; এসো, আমাদের সঙ্গে আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এবং আমাদের অর্থাৎ গিলেয়াদ-অধিবাসী সকল লোকের প্রধান হও।' তখন যেফথা গিলেয়াদের প্রবীণদের বললেন, 'আপনারা যদি আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আবার স্বদেশে নিয়ে যান, আর প্রভু যদি আমার হাতে তাদের তুলে দেন, তবে আমি কী আপনাদের প্রধান হব?'

তখন প্রভুর আত্মা যেফ্থার উপরে নেমে অধিষ্ঠান করল, আর তিনি গিলেয়াদ ও মানাসে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিলেয়াদে মিস্পা শহরে গেলেন ও গিলেয়াদের মিস্পা থেকে আম্মোনীয়দের কাছে এসে পৌঁছলেন। যেফ্থা এই বলে প্রভুর কাছে মানত করলেন, 'তুমি যদি আম্মোনীয়দের আমার হাতে তুলে দাও, তবে আমি যখন আম্মোনীয়দের কাছ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসব, তখন আমার বাড়ির দরজা থেকে যেই কেউ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসবে, সে নিশ্চয়ই প্রভুরই হবে, আর আমি তাকে আহুতি রূপে উৎসর্গ করব।'

যেফ্থা আম্মোনীয়দের আক্রমণ করার জন্য তাদের এলাকায় গেলে প্রভু তাদের তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তিনি কুড়িটা শহর দখল করে আরোয়ের থেকে মিন্নিতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত আবেল-কেরামিম পর্যন্ত তাদের পরাস্ত করলেন। এইভাবে আম্মোনীয়দের ইস্রায়েলের সামনে অবনমিত করা হল।

পরে যেফ্থা মিস্পায় তাঁর আপন বাড়িতে ফিরে আসছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর মেয়ে খঞ্জনি হাতে করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। সে তাঁর একমাত্র মেয়ে, সে ছাড়া তাঁর অন্য ছেলে বা মেয়ে ছিল না। তাকে দেখামাত্র তিনি পোশাক ছিঁড়ে বলে উঠলেন, 'হায় হায়, মেয়ে আমার, আমার উপরে কেমন দুর্দশা এনেছ! যারা আমার জীবনে দুর্দশা আনে, তুমিও তাদের মধ্যে একজন! কিন্তু আমি প্রভুকে কথা দিয়েছি, আর তা ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।' মেয়েটি বলল, 'পিতা আমার, তুমি যখন প্রভুকে কথা দিয়েছ, তখন তোমার মুখ দিয়ে যে কথা নিঃসৃত হয়েছে, সেই অনুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর; কেননা প্রভু তোমার শত্রু সেই আম্মোনীয়দের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ তোমাকে মঞ্জুর করেছেন।' পরে সে পিতাকে বলল, 'আমাকে শুধু এটুকু মঞ্জুর করা হোক: দু'মাসের জন্য আমাকে যেতে দাও, যেন আমি গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার সখীদের সঙ্গে আমার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করি।' তিনি বললেন, 'যাও!' আর তাকে দু'মাসের জন্য যেতে দিলেন; তাই মেয়েটি তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে তার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করল। সেই দু'মাস কেটে গেলে মেয়েটি পিতার কাছে ফিরে এল; পিতা যে মানত করেছিলেন, তাকে দিয়ে তা পূরণ করল। মেয়েটির কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও মিলন হয়নি; এ থেকে ইস্রায়েলের মধ্যে এই প্রথার উদ্ভব হল যে, বছরে বছরে ইস্রায়েলীয় তরুণীরা বাড়ি ছেড়ে চার দিন গিলেয়াদীয় যেফ্থার মেয়ের জন্য শোকপালন করে।

শ্লোক উপ ৫:১,৩; সিরা ৩৭:১৫

℟ তুমি অতিব্যস্ত হয়ে তোমার মুখকে কথা বলতে দিয়ো না; পরমেশ্বরের সামনে কথা উচ্চারণ করতে তোমার হৃদয়ও যেন তত ব্যস্ত না হয়।
℣ পরমেশ্বরের কাছে মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করো না, কারণ নির্বোধদের প্রতি তিনি প্রীত নন।
℟ সর্বোপরি তুমি পরাৎপরের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি সত্যের শরণে তোমার পদক্ষেপ চালিত করেন।
℣ পরমেশ্বরের কাছে মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করো না, কারণ নির্বোধদের প্রতি তিনি প্রীত নন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ১৫-১৬

খ্রীষ্টের চেয়ে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে নেই

ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: খ্রীষ্ট যা কিছু করলেন ও শিক্ষা দিলেন, তা-ই, যথা: অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে বিনম্রতা, বিশ্বাসে স্থৈর্য্য, কথাবার্তায় শালীনতা, ব্যবসায় ন্যায়, কাজকর্মে দয়া, আচরণে সুশৃঙ্খলা। আরও, কারও ক্ষতি না করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্ষমা করা; ভাইদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা: তাঁকে পিতা বলে ভালবাসা, ও প্রভু বলে ভয় করা; খ্রীষ্টপ্রেমের চেয়ে কিছুতেই প্রাধান্য না দেওয়া, কারণ তিনিও আমাদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে কিছুতে প্রাধান্য দেননি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ভালবাসায় নিত্য আসক্ত থাকা, সাহসের সঙ্গে তাঁর ক্রুশের ধারে বিশ্বস্তভাবে থাকা, তাঁর নাম বা তাঁর সম্মান বিচারের বস্তু হলে তাঁর বিষয়ে দৃঢ় সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে শুভ উদ্দেশ্য বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, সেই মৃত্যুকে মনের আনন্দে গ্রহণ করা যে মৃত্যু পুরস্কারের দিকে আমাদের চালিত করবে।

এই তো খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ, এই তো ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা ও পিতার ইচ্ছা পালন করা।

আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হয়; এতেই আমাদের আনন্দ ও পরিত্রাণ বিরাজিত; কেননা যেহেতু আমাদের মর্তদেহ ও স্বর্গীয় আত্মা আছে, সেজন্য আমরা নিজেরাই একাধারে মর্ত ও স্বর্গ; আর এজন্য প্রার্থনা করি, যেন দেহে ও আত্মায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মাংস ও আত্মার মধ্যে যুদ্ধ চলছে, দৈনিকই যুদ্ধ চলছে; আমরা যা করতে চাই তা করতে পারি না, কারণ একদিকে আত্মা স্বর্গীয় ও দিব্য বিষয়ের দিকেই, অপরদিকে মাংস পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ের দিকেই আকর্ষিত। এই কারণে আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের সহায়তায় এই দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, যাতে আত্মায় ও দেহে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে দীক্ষাস্নানে নবজাত সেই আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে। প্রেরিতদূত পল এবিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন, *মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও। মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম; এই সবকিছুর বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই।* এজন্য দৈনিক, এমনকি অবিরত প্রার্থনায়ই আমাদের যাচনা করতে হবে যেন স্বর্গে ও মর্তে আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কারণ এই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা: যা পার্থিব, তা স্বর্গীয় বিষয়ের পরেই আসুক, যেন যা স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক তা প্রাধান্য পেতে পারে।

শ্লোক মথি ৭:২১; মার্ক ৩:৩৫

℣ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে,
℟ সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।
℣ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা:
℟ সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ২:৫-১৭

নানা দর্শনদান ও নির্বাসিতদের কাছে আহ্বান

আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, মাপার সুতো হাতে এক পুরুষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'যেরুসালেম মাপতে যাচ্ছি, তার প্রস্থ ও তার দৈর্ঘ্য কত, তা দেখতে যাচ্ছি।'

যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে আর এক স্বর্গদূতের দেখা পেলেন যিনি তাঁকে বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে সেই যুবককে বল: যেরুসালেমে মানুষ ও পশুদের অধিক প্রাচুর্যের ফলে তাকে প্রাচীরবিহীন থাকতে হবে। আর "আমি-সেখানে-আছি" যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।'

শীঘ্র, শীঘ্র! উত্তর দেশ থেকে পালিয়ে যাও তোমরা
—প্রভুর উক্তি—
যাদের আমি আকাশের চারবায়ুতে বিক্ষিপ্ত করেছি
—প্রভুর উক্তি।
শীঘ্রই ওঠ, হে সিয়োন, তুমি যে বাবিলন-কন্যার সঙ্গে বাস কর,
নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে যাও।
কারণ যিনি স্বয়ং গৌরব,

তিনিই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন,
আর যে সকল জাতি তোমার সবকিছু লুটপাট করেছে,
তাদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
যে কেউ তোমাকে স্পর্শ করে,
সে আমার চোখের মণি স্পর্শ করে!
এখন দেখ, আমি তাদের উপরে হাত বাড়াব,
আর তারা তাদের নিজেদের দাসদের লুটের বস্তু হবে।
তাতে তোমরা জানবে যে,
সেনাবাহিনীর প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন।
সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি;
—প্রভুর উক্তি।
সেদিন অনেক দেশ প্রভুতে যোগ দেবে;
তারা আমার আপন জনগণ হবে আর আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে।
তখন তুমি জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।
প্রভু পবিত্র ভূমিতে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে যুদাকে নিজের জন্য রাখবেন,
এবং পুনরায় যেরুসালেম বেছে নেবেন।
প্রভুর সম্মুখে মানবকুল নীরব থাকুক!
কারণ তিনি তাঁর আপন পবিত্র আবাস থেকে জেগে উঠেছেন।

শ্লোক জাখা ২:৮-৯,১৪

℟ যেরুসালেমে মানুষ ও পশুদের অধিক প্রাচুর্যের ফলে তাকে প্রাচীরবিহীন থাকতে হবে।
℣ আর 'আমি-সেখানে-আছি' যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।
℟ সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা, কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি;
℣ আর 'আমি-সেখানে-আছি' যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ১৪৬, ৪-৬

ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, সবকিছু শান্তি ও একাত্মতায়ই সাধিত হবে

প্রভু যেরুসালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন, ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন। দেখ, প্রভু যেরুসালেমকে পুনর্নির্মাণ করছেন, তাঁর বিক্ষিপ্ত জনগণকে সংগ্রহ করছেন, কারণ যেরুসালেমের জনগণ হল ইস্রায়েল জনগণ। স্বর্গে এমন সনাতন যেরুসালেম আছে, স্বর্গদূতেরাও যার বাসিন্দা; তার সকল নাগরিক ঈশ্বরের দর্শন ভোগ করেন; সেই মহা, বিস্তৃত, স্বর্গীয় নগরীতে তাঁরা যাঁর দর্শন পান, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

আমরা কিন্তু সেই নগরী থেকে দূরে প্রবাসী! পাপের দরুন বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের পক্ষে তার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, এবং আমাদের মরণশীল দশায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সেখানে ফিরে যেতেও পারি না। ঈশ্বর কিন্তু আমাদের প্রবাসী অবস্থা দেখলেন, আর যিনি যেরুসালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন, তিনি ধ্বংসিত অংশটা পুনর্নির্মাণ করলেন। কেমন করে তিনি তা পুনর্নির্মাণ করলেন? ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করায়ই তিনি তা পুনর্নির্মাণ করলেন। বস্তুত একটা অংশ খসে পড়ে প্রবাসী হয়েছিল: ঈশ্বর করুণার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখলেন, ও যারা তাঁর খোঁজ করছিল না, তিনি তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কেমন করে তিনি তাদের অনুসন্ধান করলেন? আমাদের দাসত্বের জন্য কাকে প্রেরণ করলেন? তিনি সেই মুক্তিসাধককেই প্রেরণ করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের*

জন্য মরলেন। তাই তিনি আমাদের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন: ক্রীতদাসদের মূল্য দেবার জন্য তুমি সঙ্গে করে একটা বস্তা নিয়ে যাও। তাই তিনি সেই মরদেহ পরিধান করলেন যার মধ্যে সেই রক্ত ছিল যা পাতিত হয়ে আমাদের মুক্ত করল। তেমন রক্তেই তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করলেন। আর যখন তিনি একসময় সেই নির্বাসিতদের সংগ্রহ করলেন, তখন আমাদের পক্ষে কীই না করতে হবে যাতে আমাদেরও সংগ্রহ করা হয়! গৃহনির্মাতার হাতে গৃহের অংশ হবার জন্য তারা যখন সংগৃহীত হল, তখন কেমন করে তাদেরও সংগ্রহ করা হবে না, যারা অবাধ্যতার দরুন গৃহনির্মাতার হাত থেকে পড়ে গেল? *প্রভু যেরুসালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন:* এই যে সেই তিনি, আমরা যাঁর প্রশংসা করছি, এই যে সেই তিনি, যাঁর প্রশংসা করা আমাদের সারা জীবনের কর্তব্য!

প্রভু যেরুসালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন, ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন। কেমন করে তিনি তাদের সংগ্রহ করেন? তাদের সংগ্রহ করার জন্য তিনি কী করেন? *তিনি ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন।* ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের এভাবেই সংগ্রহ করা হল: যাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ ও বিনম্র, যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে আত্মসংশোধন করে, যারা তাঁর দয়া পাবার যোগ্য হবার জন্য নিজেদের কঠোরভাবে বিচার করে, তাদেরই নিরাময় করা হয়। তাই তিনি এদেরই নিরাময় করবেন; কিন্তু তখনই মাত্র পূর্ণ সুস্থতা লাভ করবে, যখন তাদের মরণশীল অবস্থার শেষ হবে, অর্থাৎ যখন এ ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে ও এ মরণশীল দেহ অমরত্ব পরিধান করবে, যখন মাংসের কোন দুর্বলতা আমাদের আর প্ররোচিত করবে না—পাপ-সম্মতির দিকে শুধু নয়, অমঙ্গল প্রবণতার দিকেও নয়। প্রেরিতদূত বলেন, *পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টযীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।*

তবে আমাদের আত্মা পবিত্র আত্মার এই অগ্রিমদান পেয়েছে, যাতে বিশ্বাসে ঈশ্বরের সেবা করতে শুরু করি, ও বিশ্বাস গুণে যেন ধর্মময় বলে গণ্য হতে পারি, কারণ *ধার্মিক বিশ্বাস গুণেই বাঁচবে।* বর্তমানে যা কিছু আমাদের বাধা দেয় ও আমাদের অগ্রগতি রোধ করে, তা মাংসের মরণশীলতা থেকেই আগত, সুতরাং মাংসও নিরাময় হবে; বাস্তবিকই তিনি বলেন, *ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।* পবিত্র আত্মাকে এজন্যই অগ্রিমদান স্বরূপ আমাদের দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন। তবে, এই যে জীবনে আমরা সাক্ষী কিন্তু অধিকারী নই, সেই জীবনে আমাদের কী হবে? নিরাময়টা কেমন ঘটে? *তিনি ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন।* কিন্তু, যেমন বলেছি, পূর্ণ সুস্থতা পরেই প্রকাশ পাবে; তাহলে তিনি এখন কী করছেন? *তিনি বেঁধে দেন তাদের ক্ষতস্থান:* যিনি সেই ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন যাদের পূর্ণ সুস্থতা পুণ্যজনদের পুনরুত্থানেই সাধিত হবে, তিনি এখন তাদের সঙ্কল্প দৃঢ় করে রাখেন।

শ্লোক ইসা ২:২; সাম ৮৭:৫ দ্রঃ

℟ প্রভুর মন্দির সিয়োন পর্বতের চূড়ায় উন্নীত হল—সেই পর্বতশিখরে মাতা মণ্ডলী আনন্দে মেতে উঠুক।
℣ তার কাছে সকল জাতি এসে আনন্দগান করতে করতে ফুর্তি করবে।
℟ সিয়োন সম্পর্কে বলা হবে: এর ওর জন্ম হয়েছে তারই কোলে; পরাৎপর তাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন।
℣ তার কাছে সকল জাতি এসে আনন্দগান করতে করতে ফুর্তি করবে।

১২শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ১৩:১-২৫

সামসোনের জন্মসংবাদ

সেসময়, ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল; আর প্রভু চল্লিশ বছর তাদের ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দিলেন।

সেসময় দান-গোষ্ঠীয় জরা নিবাসী একজন লোক ছিলেন যাঁর নাম মানোয়া; তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁর কখনও সন্তান হয়নি। প্রভুর দূত সেই স্ত্রীলোককে দেখা দিয়ে বললেন, 'দেখ, তুমি বন্ধ্যা, তোমার কখনও সন্তান হয়নি, কিন্তু গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে। সাবধান, এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না; কেননা দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না, কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে; সে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে শুরু করবে।' স্ত্রীলোকটি গিয়ে স্বামীকে বললেন, 'পরমেশ্বরের একজন লোক আমার কাছে এসেছেন: তাঁর চেহারা পরমেশ্বরের দূতের মত,—ভয়ঙ্কর চেহারা! তিনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি, আর তিনি আমাকে তাঁর নাম বলেননি। তবু তিনি আমাকে বললেন: দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র কোন পানীয় পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না, কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।'

তখন মানোয়া এই বলে প্রভুর কাছে মিনতি জানালেন, 'প্রভু, পরমেশ্বরের যে লোককে তুমি আমাদের কাছে পাঠিয়েছ, তাঁকে আবার আমাদের কাছে আসতে দাও, এবং যে ছেলেটির জন্মাবার কথা, তার প্রতি আমাদের কী করণীয়, তা আমাদের বুঝিয়ে দাও।' পরমেশ্বর মানোয়ার কণ্ঠে কান দিলেন, এবং পরমেশ্বরের সেই দূত আবার স্ত্রীলোকটির কাছে এলেন; সেসময় তিনি মাঠে ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী মানোয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে সংবাদ দিলেন, তাঁকে বললেন, 'দেখ, সেদিন যে লোকটি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন।' মানোয়া উঠে স্ত্রীর পিছু পিছু গেলেন, এবং সেই লোকের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে যিনি কথা বলেছিলেন, আপনি কি সেই লোক?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমিই সে।' মানোয়া বলে চললেন, 'আপনার বাণী যখন সফল হবে, তখন ছেলেটির ব্যাপারে কী নিয়ম পালন করতে হবে? তার জন্য কী করতে হবে?' প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, 'আমি এই স্ত্রীলোককে যা কিছু বলেছি, সেই সমস্ত ব্যাপারে সে সাবধান থাকুক। সে যেন আঙুরলতা-জাত কোন কিছু না খায়, আঙুররস বা কোন উগ্র পানীয় পান না করে, অশুচি কোন কিছু না খায়; আর আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করেছি, সে তা পালন করুক।' মানোয়া পরমেশ্বরের দূতকে বললেন, 'দোহাই আপনার! কিছুক্ষণ এখানে থাকুন, আমরা আপনার জন্য একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করব।' প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, 'তুমি আমাকে দেরি করালেও আমি তোমার খাদ্য খাব না; তবু তুমি যদি একটা আহুতিবলি উৎসর্গ করতে ইচ্ছা কর, তবে প্রভুর উদ্দেশেই তা উৎসর্গ কর।' আসলে তিনি যে প্রভুর দূত, একথা মানোয়া জানতেন না। তখন মানোয়া প্রভুর দূতকে বললেন, 'আপনার নাম কী? যেন আপনার বাণী সফল হলে আমরা আপনাকে সম্মান দেখাতে পারি!' প্রভুর দূত বললেন, 'কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ? তা তো আশ্চর্যময়।' তাই মানোয়া সেই ছাগের বাচ্চা ও নৈবেদ্য নিয়ে সেই প্রভুর উদ্দেশে পাথরের উপরে আহুতিরূপে উৎসর্গ করলেন, যিনি আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক। মানোয়া ও তাঁর স্ত্রী তাকাতে তাকাতে, অগ্নিশিখা বেদি থেকে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে প্রভুর দূত সেই বেদির শিখার মধ্যে মানোয়া ও তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে ঊর্ধ্বে গেলেন, আর তাঁরা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। পরে প্রভুর দূত মানোয়াকে ও

তাঁর স্ত্রীকে আর কখনও দেখা দিলেন না, কিন্তু তবুও মানোয়া বুঝতে পারলেন, তিনি প্রভুর দূত। তাই মানোয়া স্ত্রীকে বললেন, ‘আমাদের মৃত্যু এখন নিশ্চিত, কারণ আমরা পরমেশ্বরকে দেখেছি!’ কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন, ‘প্রভু যদি আমাদের মৃত্যু ঘটাতে চাইতেন, তবে আমাদের হাত থেকে আহুতি ও নৈবেদ্য গ্রহণ করে নিতেন না; এই সমস্ত কিছুও আমাদের দেখাতেন না, আর একই সময়ে আমাদের এমন সকল কথাও শোনাতেন না।’

স্ত্রীলোকটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তাঁর নাম সামসোন রাখলেন। ছেলেটি বড় হতে লাগলেন, ও প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। প্রভুর আত্মা প্রথমে জরা ও এষ্টায়োলের মধ্যস্থানে, মাহানে-দানে, তাঁকে উদ্দীপিত করতে লাগল।

শ্লোক লুক ১:১৩,১৫; বিচারক ১৩:৭,৫,৩

℟ তোমার স্ত্রী তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে; সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।
℣ ছেলেটি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।
℟ প্রভুর দূত মানোয়ার স্ত্রীকে দেখা দিয়ে বললেন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না:
℣ ছেলেটি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত ‘প্রভুর প্রার্থনা’ ১৭-১৮

আমরা সকলের পরিত্রাণের জন্য মিনতি নিবেদন করি

তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, একথা আমরা এই অর্থে উপলব্ধি করতে পারি: যেহেতু প্রভু আমাদের কাছে সনির্বন্ধ দাবি রাখেন আমরা যেন শত্রুদেরও ভালবাসি ও আমাদের নির্যাতকদের জন্য প্রার্থনা করি, সেজন্য আমরা তাদেরই জন্য প্রার্থনা করি, যারা এখনও মর্ত, ও স্বর্গের দিকে আকর্ষিত হবার জন্য একটা পদক্ষেপও নেয়নি, যাতে তাদের জন্যও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে—সেই যে ইচ্ছা খ্রীষ্ট মানুষকে পরিত্রাণকৃত ও মুক্ত করায় পূর্ণ করলেন।

তাঁর দ্বারা শিষ্যেরা মর্ত নয়, মর্তের লবণই বলে অভিহিত; আর প্রেরিতদূতও প্রথম মানুষকে মর্তের কাদা, কিন্তু দ্বিতীয় মানুষকে স্বর্গীয় মানুষ বলে ডাকেন। তেমনি আমরা: যিনি ভাল কি মন্দ সকলের উপর সূর্য জাগান ও ধার্মিক কি অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি নামান, সেই পিতা ঈশ্বরের সদৃশ হতে আহূত হয়ে খ্রীষ্টের শিক্ষার অনুসরণ করে সকলের পরিত্রাণের জন্য যাচনা ও মিনতি নিবেদন করি। আর আমরা এমনটি করি, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ কিনা আমাদের স্বর্গীয় করায় আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পূর্ণ হয়েছে, তেমনি মর্তেও যেন পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তাদেরও অন্তরে পূর্ণ হয় যারা বিশ্বাস করতে এখনও সম্মত নয়। ফলত, যারা প্রথম জন্মের ভিত্তিতে মর্তপ্রাণী, তারা জলে ও আত্মায় নবজন্ম লাভ ক'রে যেন স্বর্গীয় প্রাণী হতে শুরু করে।

এরপরে প্রার্থনায় আমরা একথা বলি: *আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দাও।* একথা আধ্যাত্মিক অর্থে, আবার সাধারণ অর্থেও ধরা যেতে পারে, কেননা ঐশব্যবস্থা অনুসারে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে দু'টোই প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে, খ্রীষ্টই জীবনের রুটি, ও তেমন রুটি সকলের নয়, আমাদেরই। আর আমরা যেমন ঈশ্বরকে ‘আমাদের পিতা’ বলে ডাকি কারণ তিনি তাদেরই পিতা যারা তাঁকে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করে, তেমনি ‘আমাদের খাদ্যের’ জন্যও প্রার্থনা করি কারণ খ্রীষ্ট তাদের খাদ্য, যারা আমাদের মত তাঁর দেহ গ্রহণ করে।

সুতরাং, আমরা প্রার্থনা করি যেন তেমন খাদ্য আমাদের প্রতিদিন দেওয়া হয়, পাছে আমরা যারা খ্রীষ্টে আছি ও প্রতিদিন তাঁর দেজরক্ত পরিত্রাণদায়ী খাদ্য রূপে গ্রহণ করি, কোন গুরুতর পাপের কারণে স্বর্গীয় রুটি গ্রহণ না করায় তাঁর সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে খ্রীষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি—তিনি নিজেই তো বলেছিলেন: *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!*

যখন তিনি একথা বলেন যে, যারা তাঁর রুটি খাবে তারা অনন্তকাল জীবিত থাকবে, তখন এও স্পষ্ট যে, তারাই জীবিত থাকবে যারা সহভাগিতার ভিত্তিতে তাঁর দেহ ভোগ করে ও পবিত্র রুটি গ্রহণ করে; এজন্য ভয় করতে হয়, সাক্রামেন্তীয় খ্রীষ্টের দেহ যে গ্রহণ করে না, পাছে সে খ্রীষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও পরিত্রাণ থেকে দূরে থাকে—এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনাও করতে হবে, কারণ তিনি নিজে এবিষয়ে সাবধান বাণী দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই।* এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের খাদ্য সেই খ্রীষ্টকে প্রত্যেকদিন আমাদের দেওয়া হয়, আমরা যারা খ্রীষ্টে থাকি ও জীবনযাপন করি যেন তাঁর পবিত্রীকরণ ও তাঁর দেহ থেকে দূরে সরে না যাই।

শ্লোক সাম ৩৭:৪,৩

℟ প্রভুতে আনন্দ কর,
℣ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।
℟ প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর, এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর;
℣ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ৩:১–৪:১৪

জেরুব্বাবেল ও যোশুয়ার কাছে প্রতিশ্রুতি

প্রভু আমাকে যোশুয়া মহাযাজককে দেখালেন; ইনি প্রভুর দূতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য শয়তান তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রভুর দূত শয়তানকে বললেন, ‘শয়তান, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন! যিনি যেরুসালেমকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন, সেই প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন! এ কি আগুন থেকে তুলে নেওয়া অর্ধেক পোড়া কাঠ নয়?’

বাস্তবিকই যোশুয়া নোংরা কাপড় পরে স্বর্গদূতের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন; আর সেই স্বর্গদূত, তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললেন, ‘তাঁর গা থেকে ওই সব নোংরা কাপড় খুলে ফেল।’ পরে তিনি যোশুয়াকে বললেন, ‘দেখ, আমি তোমার অপরাধ দূর করে দিয়েছি; এখন তোমাকে শুভ্র বসন পরানো হবে।’ তিনি বলে চললেন, ‘তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দাও।’ তখন তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দেওয়া হল, এবং তাঁকে শুভ্র বসন পরানো হল; এতক্ষণে প্রভুর দূত পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে প্রভুর দূত যোশুয়াকে বললেন: ‘সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তুমি যদি আমার সমস্ত পথে চল, ও আমার আদেশবাণী পালন কর, তবে তোমার উপরেই থাকবে আমার গৃহের ভার, তুমিই আমার প্রাঙ্গণের উপরে লক্ষ রাখবে, আর যারা এখানে সেবাকর্মে রত, আমি তোমাকে তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেব।’

‘সুতরাং, হে যোশুয়া মহাযাজক, তুমি ও তোমার সেই সকল সঙ্গী যাদের উপরে তোমার প্রাধান্য আছে—কারণ তারা ভাবী বিষয়ের পূর্বলক্ষণ—তোমরা সকলে শোন: দেখ, আমি আমার দাস পল্লবকে আনব। দেখ এই পাথর, যা আমি যোশুয়ার সামনে রাখছি; এই এক পাথরের উপরে সাত চোখ আছে; দেখ, আমি নিজেই তার লেখাটা খোদাই করে লিখব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি এক দিনেই এই দেশের অপরাধ দূর করে দেব। সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—তোমরা প্রত্যেকে একে অপরকে নিজ নিজ আঙুরলতা ও নিজ নিজ ডুমুরগাছের তলায় আমন্ত্রণ জানাবে।’

যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি আবার এসে আমাকে জাগালেন, ঠিক যেভাবে ঘুম থেকে একজনকে জাগানো হয়। তিনি আমাকে বললেন, ‘কী দেখতে পাচ্ছ?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘আমি আসলে একটা দীপাধার দেখতে পাচ্ছি, তা সমস্তই সোনার; তার মাথার উপরে একটা পাত্র যার উপরে সাতটা প্রদীপ বসানো, আর প্রত্যেকটা প্রদীপের জন্য ওখানে তার সাতটা ক্ষুদ্র নলও রয়েছে; তার পাশে আছে দু’টো জলপাইগাছ, একটা তেলাধারের ডানে ও একটা তার বামে।’

তখন, যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ‘প্রভু আমার, এসব কিছু কী?’

উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?' আমি বললাম, 'না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।' তখন তিনি এই বলে আমাকে উত্তর দিলেন, 'জেরুব্বাবেলের প্রতি প্রভুর বাণী এ: পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারাই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু! হে মহাপর্বত, তুমি কে? জেরুব্বাবেলের সামনে তুমি সমভূমিই হবে! জয় জয় হর্ষধ্বনির মধ্যেই সে প্রধান প্রস্তরটা বের করে আনবে।' পরে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'জেরুব্বাবেলের হাত এই গৃহের ভিত স্থাপন করেছে: আবার তারই হাত তা সম্পন্ন করবে; তাতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রপাতের দিন কে অবজ্ঞা করতে সাহস করবে? জেরুব্বাবেলের হাতে সেই প্রধান প্রস্তর দে'খে, আহা, সকলের কেমন আনন্দ হবে! ওই সাত প্রদীপ হল প্রভুর চোখ, যা সমস্ত পৃথিবীর উপরে লক্ষ রাখে।' পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দীপাধারের ডানে ও বামে দু'দিকের ওই দু'টো জলপাইগাছের অর্থ কী?' আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবং সোনার যে দুই ক্ষুদ্র নল থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে, তার পাশে এই যে দু'টো জলপাই শাখা আছে, এর অর্থ কি?' উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?' আমি বললাম, 'না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।' তিনি আমাকে বললেন, 'এঁরা সেই দুই তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, যাঁরা বিশ্বপতির পরিচর্যায় নিযুক্ত।'

শ্লোক প্রত্যা ১১:৪,৩ দ্রঃ

প্র এঁরা হলেন সেই দুই জলপাইগাছ ও দুই দীপাধার,
উ যাঁরা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
প্র প্রভু তাঁর সেই দুই সাক্ষীকে নবী-দায়িত্ব পালন করতে প্রেরণা দেবেন,
উ যাঁরা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ মাক্সিম-লিখিত 'থালাস্সিওসের প্রশ্নের উত্তর' **৬৩**

সেই যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে

দীপাধারে রাখা প্রদীপ হল পিতার সেই সত্যকার আলো *যা সেই সকল মানুষকে আলোকিত করে যারা জগতে প্রবেশ করে*, তথা আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যিনি আমাদের কাছ থেকে আমাদের মাংস ধারণ করে প্রদীপ হলেন ও তাই বলেও অভিহিত হলেন, অর্থাৎ পিতার সেই সমস্বরূপময় প্রজ্ঞা ও বাণী, যিনি ঈশ্বরমণ্ডলীতে ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রচারিত, জাতিগুলির মাঝে ভক্তদের পুণ্যজীবনে ও আজ্ঞা পালনে উজ্জ্বল গৌরবে প্রকাশিত, ও যারা গৃহে তথা এজগতে রয়েছে তাদের সকলের চোখে উদ্ভাসিত—যেভাবে ঐশবাণী নিজেই এক স্থানে বলেন, *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে।* বাণী নিজেকে প্রদীপ বলে অভিহিত করেন কারণ স্বরূপে ঈশ্বর হয়ে তিনি আলো দানের উদ্দেশ্যে মানুষ হলেন। আর আমি মনে করি, মহান দাউদও এ সমস্ত কিছু উপলব্ধি করে প্রভুকে প্রদীপ বলে অভিহিত করলেন, *তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।* আর আমার ত্রাণেশ্বর অজ্ঞতা ও দুষ্কর্মের অন্ধকার ঘুচিয়ে দেন বিধায় শাস্ত্র তাঁকে প্রদীপ বলল।

আসলে তিনি একাই প্রদীপের মত অজ্ঞতার কুয়াশা ঘুচিয়ে ও দুষ্কর্ম ও অধর্মের অন্ধকার দূর করে দিয়ে সকলের জন্য পরিত্রাণের পথ হলেন, এবং শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা সেই সকলকেই পিতার কাছে চালিত করেন যারা ঐশআদেশ পালনের মধ্য দিয়ে তাঁকে ধর্মময়তার পথ বলে অন্তরে গ্রহণ করে।

প্রচারের মধ্য দিয়ে যার মধ্যে ঐশবাণী উজ্জ্বল, তিনি সেই পবিত্র মণ্ডলীকে দীপাধার বলে ডাকলেন, কারণ যত মানুষ এজগতে বা এই 'ঘরে' জীবনযাপন করে, তাদের সকলের মন ঐশজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে মণ্ডলী সত্যের জ্যোতিতে তাদের উদ্ভাসিত করে।

মণ্ডলী দ্বারা প্রচারিত এবাণী কোন মতেই ধামার নিচে রাখতে নেই, কিন্তু পর্বতচূড়ায়ই রাখা দরকার, যাতে মণ্ডলীর মহাসৌন্দর্য স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কেননা যতক্ষণ বাণী বিধানের অক্ষর দ্বারা ধামারই মত আবৃত হয়ে থাকে, ততক্ষণ সনাতন আলো থেকে সকলকে বঞ্চিত রাখে; কারণ যারা বাণী অনুধাবন করে, যতক্ষণ তারা অনুভব না

করে যে বাণীর সেই বাহ্যিক অর্থ প্রবঞ্চনা করতে পারে, ভুলভ্রান্তির পথে চালিত করতে পারে ও সাংসারিক নিম্ন পর্যায়েও নমিত করতে পারে, ততক্ষণ বাণী তাদের কাছে আধ্যাত্মিক অর্থ নিবেদন করে না। সেই বাণী কিন্তু দীপাধারে তথা মণ্ডলী-দীপাধারেই রাখা উচিত, অর্থাৎ কিনা আধ্যাত্মিক উপাসনা তথা ব্যাখ্যা অনুসারেই গ্রহণ করা উচিত, যেন সকলকেই আলোকিত করে। কেননা শাস্ত্র আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসারে গ্রহণ না করলে তবে তার সেই একমাত্র অর্থ থাকবে যা বাহ্যিক বর্ণনায় কেন্দ্রীভূত, ফলে বাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি ভক্তদের অন্তরে প্রবেশ করতে অক্ষম। সুতরাং বাণীধ্যান ও বাণীবাস্তবায়নের উপাসনা দ্বারা যে প্রদীপ জ্বালিয়েছি—প্রদীপটা এমন যা জ্ঞানের আলো জ্বালায়—আমরা যেন তা ধামার নিচে না রাখি; এসো, আমরা যেন বাহ্যিক অর্থের গণ্ডির মধ্যে প্রজ্ঞার অর্থাতীত শক্তি সীমাবদ্ধ রাখায় দোষী না হই; বরং দীপাধারের উপরে তথা পবিত্র মণ্ডলীর উপরেই সেই বাণী রাখি, যেন সত্যকার বাণীধ্যানের উচ্চতম চূড়ায় স্থান পেয়ে সকলের উপর ঐশসত্যের জ্যোতি বিকিরণ করতে পারে।

শ্লোক যোহন ১২:৩৫,৩৬; ৯:৩৯

℣ যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

℟ আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।

℣ আমি এজন্য এই জগতে এসেছি, যারা দেখতে পায় না, তারা যেন দেখতে পায়।

℟ আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিচারক ১৬:৪-৬,১৬-৩১

সামসোন ও দালিলা

সেসময়, সামসোন সোরেক উপত্যকার দালিলা নামে একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়লেন। ফিলিস্তিনিদের নেতারা সেই স্ত্রীলোককে এসে বললেন, 'তাকে ফুসলিয়ে একটু দেখ, তার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও কেমন করে আমরা তার উপর জয়ী হতে পারি, যেন তাকে বেঁধে দমন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে তোমাকে এগারোশ' রুপোর শেকেল দেব।' দালিলা সামসোনকে বলল, 'আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও, তোমার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও তোমাকে দমন করার জন্য বাঁধবার উপায় কি।'

এইভাবে সে দিনের পর দিন সেই কথা বলে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে এমন নির্যাতন করল যে, শেষে প্রাণপণেই তাঁর বিরক্তি লাগল। তাই তিনি মনের সমস্ত কথা খুলে বললেন; তাকে বললেন, 'আমার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়েনি, কেননা মায়ের গর্ভ থেকেই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয়। খেউরি হলে আমার বল আমাকে ছেড়ে যাবে, এবং আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।' তখন দালিলা বুঝল, এবার তিনি তাকে তাঁর মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছেন, তাই লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের নেতাদের কাছে ডেকে বলল, 'শুধু আর একবার আসুন, কেননা সে আমাকে তার মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছে।' ফিলিস্তিনিদের নেতারা এলেন; তাঁদের হাতে টাকা ছিল। পরে সে নিজের হাঁটুর উপরে তাঁকে ঘুম পাড়াল, এবং উপযুক্ত একটি লোককে ডেকে তাঁর মাথার সাত গুচ্ছ চুল খেউরি করাল; এইভাবে তিনি দুর্বল হতে লাগলেন, আর তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে গেল। তখন সে চিৎকার করে বলল, 'সামসোন, ফিলিস্তিনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!' তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাবলেন, 'অন্যান্য সময়ের মত আমি মুক্ত হয়ে বের হব, গা ঝাড়া দেব।' কিন্তু প্রভু যে তাঁকে ত্যাগ করেছেন, তা তিনি জানতেন না। তখন ফিলিস্তিনিরা তাঁকে ধরে তাঁর দু'চোখ উপড়ে ফেলল; এবং তাঁকে গাজায় এনে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে দিল, আর তাঁকে কারাগারে জাঁতা ঘোরাতে হল। কিন্তু খেউরি হবার পর তাঁর মাথার চুল আবার বাড়তে লাগল।

ফিলিস্তিনিদের নেতারা তাঁদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ উৎসর্গ করতে সমবেত হলেন; আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে ভাবছিলেন, 'আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু সেই সামসোনকে আমাদের হাতে দিয়েছেন!'

তাঁকে দেখে লোকেরা তাদের দেবতার প্রশংসা করতে লাগল, বলল: 'এই যে লোকটা আমাদের শত্রু ও আমাদের দেশের বিনাশী, যে আমাদের অনেক লোক বধ করেছে, একে আমাদের দেবতা আমাদের হাতে দিয়েছেন।' তাদের অন্তরের সেই মহা আনন্দে তারা চিৎকার করে বলল, 'আমাদের ফুর্তি দিতে সামসোনকে ডেকে আন!' তাই কারাবাস থেকে সামসোনকে ডেকে আনা হল, আর তিনি তাদের সামনে নানা খেলা দেখাতে লাগলেন। পরে তাঁকে স্তম্ভগুলোর মধ্যে দাঁড় করানো হল। যে ছেলে হাত দিয়ে সামসোনকে চালনা করত, তিনি তাকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে আছে, তা আমাকে স্পর্শ করতে দাও, আমি এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াব।' গৃহটা পুরুষ ও স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল; ফিলিস্তিনিদের সকল নেতা সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় তিন হাজার লোক সামসোনের সেই খেলা দেখছিল। তখন সামসোন প্রভুকে ডাকলেন, বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, আমাকে স্মরণ কর; হে পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, কেবল এই একবার আমাকে বল দাও, আর আমি আমার দুই চোখের জন্য এক আঘাতেই ফিলিস্তিনিদের উপর প্রতিশোধ নেব!' আর সামসোন, মধ্যকার যে দু'টো স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে ছিল, তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, তার একটার উপরে ডান বাহু দিয়ে, অন্যটার উপরে বাঁ বাহু দিয়ে ভর করলেন, এবং 'ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমার প্রাণ যাক!' একথা বলে সামসোন তাঁর সমস্ত বলে নিচু হয়ে পড়লেন, আর সেই গৃহ নেতাদের উপরে ও যত লোক ভিতরে ছিল, তাদের সকলের উপরে ভেঙে পড়ল; এইভাবে তিনি জীবনকালে যত লোক বধ করেছিলেন, মৃত্যুকালে তার চেয়ে বেশি লোককে বধ করলেন। পরে তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল এসে তাঁকে নিয়ে জরা ও এষ্টায়োলের মধ্যস্থানে তাঁর পিতা মানোয়ার সমাধিমন্দিরে সমাধি দিল। তিনি কুড়ি বছর ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

শ্লোক সাম ৪৩:১; ৩১:৪; বিচারক ১৬:২৮

℟ পরমেশ্বর, আমার সুবিচার কর; অসৎ এক জাতির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন কর;
℣ তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ।
℟ প্রভু পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, আমাকে স্মরণ কর; আমাকে বল দাও!
℣ তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ১৯-২০

আগামী দিনের জন্য চিন্তা করো না

আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দাও। এই বাণী এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: আমরা যারা প্রভুর অনুগ্রহে ভরসা রেখে জগৎকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও তার সমস্ত সম্মান ও ঐশ্বর্য তুচ্ছ করেছি, সেই আমাদের পক্ষে জীবনের যা প্রয়োজন তাই মাত্র বাসনা করা দরকার। কেননা প্রভু বলেছেন, *তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।*

যে কেউ খ্রীষ্টের শিষ্য হতে ইচ্ছা করে ও তাঁর আহ্বান অনুসরণ ক'রে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, তার পক্ষে এ প্রয়োজন রয়েছে, আগামী দিনের চিন্তা না করে সে কেবল আজকের প্রয়োজনের অন্বেষণ করবে। স্বয়ং প্রভুই এই শিক্ষা দান করেছিলেন, *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট।*

সুতরাং, আগামী কালের জন্য কোন পরিকল্পনা সে করতে পারে না, একথা জেনে খ্রীষ্টের শিষ্য সুবুদ্ধির সঙ্গেই দৈনিক খাদ্যের জন্য যাচনা করে থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্য যেন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হয়, এ প্রার্থনা করতে করতে আমরা যদি এজীবনে বহুদিন ধরে থাকতে ইচ্ছা করি, তাহলে নিজেদের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

প্রভু শিক্ষা দেন, ধন-সম্পত্তি ঘৃণার বস্তু শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে, কারণ সেখানেই রয়েছে অনিষ্টের প্রতি যত আকর্ষণের মূল, আর ধন-সম্পত্তি এভাবেই সেই মনের অন্ধত্ব সৃষ্টি করে যার ফলে মন সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এজন্য প্রভু সেই নির্বোধ ধনীকে ভর্ৎসনা করেন যে এই জগতের ধনের কথা ভাবতে থাকে ও

নিজ ফসলের বিরাট প্রাচুর্যের চিন্তায় মাতাল হয়: *আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে?* এই রাতে সে মরতে যাচ্ছে, অথচ নির্বোধের মত আনন্দিত, কেননা সে ফসলের প্রাচুর্যের কথা ভাবছে, অথচ ইতিমধ্যে তার আয়ু লোপ পাচ্ছে।

অপরদিকে প্রভু তাকেই সত্যিকারে সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করেন, নিজের সর্বস্ব যে বিক্রি করে দিয়ে ও তার লাভ গরিবদের কাছে বিলি করে দিয়ে নিজ ধন স্বর্গেই স্থানান্তর করে। তিনি বলেন, যে কেউ তৈরী হয়ে ও কোমর বেঁধে নিজ ধনের জালে নিজেকে জড়াতে দেয় না, কিন্তু তা থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ও নিজের সমস্ত মঙ্গল ঈশ্বরেই রেখে তাঁর অনুসরণ করে, সে-ই যন্ত্রণাভোগের গৌরবেও তাঁর অনুসরণ করতে যোগ্য। তেমন পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই পৌঁছব, প্রভু আমাদের যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন আমরা যদি সেভাবে প্রার্থনা করতে শিখি।

শ্লোক মথি ৬:৩১-৩৪

℟ কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না।
℣ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে।
℟ তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।
℣ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ৮:১-১৭,২০-২৩

নব যেরুসালেমে অধিষ্ঠিত সার্বজনীন পরিত্রাণ

সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হল।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
আমি সিয়োনের জন্য উত্তপ্ত প্রেমের মহাজ্বালায় জ্বলছি,
তার জন্য আমি উত্তপ্ত অন্তর্জ্বালায়ই জ্বলছি!
প্রভু একথা বলছেন:
আমি সিয়োনে ফিরে আসব,
ও যেরুসালেমের অন্তঃস্থলে বাস করব;
যেরুসালেম "বিশ্বস্ততার নগরী" ব'লে,
ও সেনাবাহিনীর প্রভুর পর্বত "পবিত্র পর্বত" ব'লে অভিহিত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আবার যেরুসালেমের খোলা জায়গায় আসন পাবে,
তাদের বৃদ্ধ বয়সের কারণে প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকবে।
নগরীর খোলা জায়গা বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হবে,
তারা সেইখানে আমোদপ্রমোদ করবে।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
এই জনগণের অবশিষ্টাংশের চোখের কাছে
তা যদি সেইদিনে অসম্ভব মনে হয়,
তবে কি আমার চোখেও তা অসম্ভব মনে হবে?
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে
আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব:

আমি তাদের ফিরিয়ে আনব
আর তারা যেরুসালেমের অন্তঃস্থলে বাস করবে;
তারা হবে আমার আপন জনগণ,
আর আমি হব বিশ্বস্ততায় ও ধর্মময়তায় তাদের আপন পরমেশ্বর।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের হাত সবল হোক! কেননা এই দিনগুলিতে নবীদের মুখ দিয়ে একথা শোনা যাচ্ছে: আজ সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহের ভিত স্থাপন করা হচ্ছে, হ্যাঁ, মন্দির পুনর্নির্মিত হবে! কিন্তু এই দিনগুলির আগে মানুষের জন্য মজুরি ছিল না, পশুর জন্যও ভাড়া ছিল না; বিরোধীদের কারণে কেউই নিরাপদে ভিতরে আসতে বা বাইরে যেতে পারত না; আমি নিজেই মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে আমি এই জনগণের অবশিষ্টাংশের প্রতি আবার আগেকার দিনগুলির মত ব্যবহার করব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি। কারণ এই বীজ শান্তিরই বীজ! আঙুরলতা ফলবতী হবে, ভূমি তার আপন ফসল দান করবে, আকাশ শিশির প্রদান করবে: এই জনগণের অবশিষ্টাংশকে আমি এই সবকিছুর অধিকারী করব। হে যুদাকুল ও ইস্রায়েলকুল, জাতিসকলের মধ্যে তোমরা যেমন ছিলে অভিশাপ, তেমনি আমি তোমাদের ত্রাণ করব, তাতে তোমরা হবে আশীর্বাদ! তাই তোমরা ভয় করো না: তোমাদের হাত সবল হোক!'

কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কোপ প্রজ্বলিত করায় আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল ঘটাতে স্থির করেছি আর রেহাই দিইনি—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু—তেমনি এখন আমি মন ফিরিয়েছি আর যেরুসালেম ও যুদাকুলের মঙ্গল সাধন করব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি; তোমরা ভয় করো না। তোমাদের যা করতে হবে, তা এ: তোমরা প্রত্যেকে একে অপরের মধ্যে সততার সঙ্গে কথা বলবে, তোমাদের নগরদ্বারে শান্তিজনক ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে। একে অপরের বিরুদ্ধে মনে মনে দুরভিসন্ধি করবে না, মিথ্যা শপথ ভালবাসবে না, যেহেতু এই সমস্ত কিছু আমি ঘৃণা করি।' প্রভুর উক্তি।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'ভাবীকালে বহুজাতি ও বহু শহরের অধিবাসীরা এখানে আসবে; এবং এক শহরের অধিবাসীরা অন্য শহরে গিয়ে বলবে: চল, আমরা প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে যাই; আমি নিজেই যাব! এইভাবে বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে যেরুসালেমে আসবে।'

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'সেই দিনগুলিতে সর্বজাতির সর্বভাষার দশ দশ পুরুষ এক এক ইহুদী পুরুষের পোশাকের অঞ্চল ধরে একথা বলবে: আমরা তোমার সঙ্গে যাব, কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।'

শ্লোক জাখা ৮:৭,৯; শিষ্য ৩:২৫ দ্রঃ

℟ দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব।
℣ নবীদের বাণী শুনে তোমাদের হাত সবল হোক।
℟ তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।
℣ নবীদের বাণী শুনে তোমাদের হাত সবল হোক।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **২৬শ বিভাগ ৪-৬**

দেখ, আমি আমার জাতিকে ত্রাণ করব

পিতা আকর্ষণ না করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না। কিন্তু মনে করো না, তুমি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই আকর্ষিত; আত্মা ভালবাসা দ্বারাও আকর্ষিত। আমাদের এও ভয় করতে নেই, পাছে সুসমাচারের এই বাণী কেন্দ্র করে সেই লোকেরাই আমাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করে, যারা কথাগুলো তন্ন তন্ন করে যাচাই করে অথচ ঐশবিষয় উপলব্ধি থেকে বহু দূরে রয়েছে; তারা নাকি বলতে পারে: আমি যখন আকর্ষিত, তখন কেমন করে বলতে পারি, আমি স্বেচ্ছায়ই বিশ্বাস করি? আমি বলছি, স্বেচ্ছায় শুধু কেন, তুমি পরিতৃপ্তি দ্বারাও আকর্ষিত।

পরিতৃপ্তি দ্বারা আকর্ষিত হওয়া বলতে কী বোঝায়? *প্রভুতে আনন্দ কর, তিনি তোমার হৃদয়ের বাসনা পূরণে পরিতৃপ্ত করবেন।* হৃদয়ের এমন পরিতৃপ্তি আছে, যার কাছে সেই স্বর্গীয় রুটি মধুর লাগে। এমনকি, কবির কথা যদি উল্লেখ করতে পারি, তাহলে 'প্রত্যেকে নিজের পরিতৃপ্তি দ্বারা আকর্ষিত;' সুতরাং যখন প্রয়োজন দ্বারা নয়, বরং পরিতৃপ্তি দ্বারা; বাধ্যবাধকতা দ্বারা নয়, বরং আনন্দ দ্বারাও মানুষ আকর্ষিত, তখন যে মানুষ সত্যে প্রীত, আনন্দে প্রীত, ন্যায়ে প্রীত, অনন্ত জীবনে প্রীত, যেহেতু এই সমস্ত কিছু স্বয়ং খ্রীষ্ট, সেজন্য আমরা আরও যুক্তির সঙ্গে সমর্থন করতে পারি যে, তেমন মানুষই খ্রীষ্টের কাছে আকর্ষিত। নাকি কেবল দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলিরই কি নিজ পরিতৃপ্তি থাকবে, কিন্তু আত্মারই মাত্র নিজ পরিতৃপ্তি থাকবে না? আত্মার নিজ পরিতৃপ্তি যদি না থাকত, তাহলে সামসঙ্গীত কেন একথা বলে, *তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান; তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও। তোমাতেই যে জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।*

একটি প্রেমিককে আমার সামনে দাঁড় করাও, আমি যা বলছি সে-ই তা উপলব্ধি করবে। অভিলাষী একজনকে দাঁড় করাও, ক্ষুধিত একজনকে দাঁড় করাও, এই প্রান্তরে প্রবাসী ও তৃষিত একজনকে দাঁড় করাও, পিতৃভূমির জলের আকাঙ্ক্ষী একজনকে দাঁড় করাও—তেমন মানুষকেই দাঁড় করাও, আমি যা বলছি, সে-ই তা বুঝবে। আমি কিন্তু শিথিল একজনের কাছে যদি কথা বলি, তাহলেই আমি যা বলছি সে তা ধরতে পারবে না।

মেষকে ঘাস দেখাও, তাতে তাকে আকর্ষণ কর। ছেলেকে আম দেখালে তাতে সে আকর্ষিত, আর যেখানে আকর্ষিত, সেইখানে সে দৌড় দেয়, সে স্বচ্ছন্দেই আকর্ষিত, শারীরিক জোরপ্রয়োগ ছাড়াই সে আকর্ষিত, হৃদয়ের বন্ধন দ্বারাই আকর্ষিত। তাহলে এই সমস্ত পার্থিব পরিতৃপ্তি ও অভিলাষ, এগুলিকে যারা ভালবাসে, তাদের কাছে প্রকাশিত হলে যখন তাদের আকর্ষণ করে,—কারণ একথা সত্য যে 'প্রত্যেকে নিজের পরিতৃপ্তি দ্বারা আকর্ষিত'—তখন যিনি পিতারই দ্বারা প্রকাশিত, কেমন করেই বা সেই খ্রীষ্ট আকর্ষণ করবেন না? কেননা সত্য ছাড়া আত্মা আর কী একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করে? তাহলে মানুষ যেন স্বয়ং প্রজ্ঞা, ন্যায়, সত্য ও অনন্ত জীবনকে খেতে ও পান করতে পারে, এই উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষের অতৃপ্তিকর ক্ষুধা থাকবে কেন, আর কেনই বা তার এমন বাসনা থাকবে, তার আন্তর তালু যেন সত্য-বিচারে সুস্থ হয়?

এজন্য প্রভু বলেন, *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী*—ইহলোকেই কিন্তু!—*কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে*—ঊর্ধ্বলোকেই কিন্তু! সে যা ভালবাসে, আমি তাকে তা মঞ্জুর করি; সে যা প্রত্যাশা করে, আমি তাকে তা প্রদান করি; এখনও না দে'খে সে যা বিশ্বাস করে, তা দেখতে পাবে; সে এখন যার জন্য ক্ষুধিত, তা খেতে পারবে; সে এখন যার জন্য তৃষিত, তা পান করতে পারবে। কবে? মৃতদের পুনরুত্থানের সময়ে, কারণ *আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।*

শ্লোক যোহন ৬:৪৪-৪৫

প্ পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।
উ যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।
প্ নবীদের পুস্তকে লেখা রয়েছে: তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে।
উ যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১:১-১৯

আন্নার অনুর্বরতা ও তাঁর প্রার্থনা

এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে রামাথাইম-সুফিমের একজন এফ্রাইমীয় লোক ছিলেন যাঁর নাম এল্কানা; তিনি যেরোহামের সন্তান, যেরোহাম এলিহুর সন্তান, এলিহু তোহুর সন্তান, তোহু সুফের সন্তান। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল:

একজনের নাম আন্না, আর একজনের নাম পেনিন্না; পেনিন্নার ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু আন্না নিঃসন্তান ছিলেন। এই লোক প্রতিবছর সেনাবাহিনীর প্রভুকে আরাধনা করতে ও তাঁর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে তাঁর শহর থেকে শীলোতে যেতেন। সেখানে এলির দুই ছেলে হফ্নি ও ফিনেয়াস প্রভুর যাজক ছিলেন।

একদিন এল্কানা বলি উৎসর্গ করলেন; তিনি সাধারণত তাঁর স্ত্রী পেনিন্নাকে ও তাঁর সকল ছেলেমেয়েকে বলির যে যার অংশ দিতেন; কিন্তু আন্নাকে মর্যাদার শুধু একটা অংশটুকুই দিতেন, কেননা তিনি যদিও আন্নাকে বেশি ভালবাসতেন, তবু প্রভু আন্নার গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন। তাছাড়া, প্রভু তাঁর গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন বলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য তাঁকে অবিরতই জ্বালা দিতেন। বছরের পর বছর এইভাবেই চলতে থাকল: যতবার তাঁরা প্রভুর গৃহে যেতেন, ততবারই পেনিন্না আন্নাকে জ্বালা দিতেন। সেদিন আন্না কেঁদে ফেললেন, মুখে কিছুই দিতে চাইলেন না। তাই তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'আন্না, কেন কাঁদছ? কেন খাচ্ছ না? তোমার হৃদয় অবসন্ন কেন? তোমার কাছে আমি কি দশটি সন্তানের চেয়েও বেশি নই?'

শীলোতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর আন্না আসন ছেড়ে উঠে প্রভুর সামনে দাঁড়ালেন। যাজক এলি তখন প্রভুর মন্দিরদ্বারের বাজুর পাশে নিজের চৌকিতে বসে ছিলেন। মর্মজ্বালায় আন্না তিক্ত অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি এই বলে মানত করলেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান দাও, তাহলে আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না।'

আন্না প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলেন, একইসময়ে এলি তাঁর ঠোঁট দু'টোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন; কেননা আন্না মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, শুধু তাঁর ঠোঁট দু'টোই নড়ছিল, কিন্তু তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল না; তাই এলি তাঁকে মাতাল মনে করলেন। এলি তাঁকে বললেন, 'আর কতক্ষণ তুমি মাতাল অবস্থায় থাকবে? নেশার ঘোর কাটিয়ে দাও।' আন্না উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, তা নয়! আমি তো বড় দুঃখিনী মেয়ে, আঙুররস বা উগ্র পানীয় আমি খাইনি; প্রভুর সামনে আমি আমার অন্তরের ব্যথা উজাড় করে দিচ্ছি। আপনার এই দাসীকে আপনি অপদার্থ মেয়ে মনে করবেন না; আসলে আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্ষোভের ফলেই আমি এতক্ষণে কথা বলছিলাম।' তখন এলি উত্তরে বললেন, 'শান্তিতে যাও; ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের কাছে যা যাচনা করেছ, তাতে তিনি সাড়া দিন।' আন্না বললেন, 'আপনার দৃষ্টিতে আপনার এই দাসী অনুগ্রহের পাত্র হোক।' এরপর স্ত্রীলোকটি নিজের পথে চলে গেলেন, আবার খেতে শুরু করলেন, ও তাঁর মুখ আগের মত আর বিষণ্ন হল না। পরদিন তাঁরা সকালে উঠে প্রভুর সামনে প্রণিপাত করার পর রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন। স্ত্রীর সঙ্গে এল্কানার মিলন হলে প্রভু আন্নার কথা স্মরণ করলেন।

শ্লোক ১ সামু ১:১১; সাম ১১৩:৯

℣ হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান দাও, তাহলে
℟ আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব।
℣ প্রভু বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন, তাকে পুত্রসন্তানদের আনন্দময়ী মাতা করেন।
℟ আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ২২-২৩

খাদ্যদানের পরে পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হোক

আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি। খাদ্যদানের পরে পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এমনটি হয়, যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে খাদ্য পেয়েছে, সে যেন ঈশ্বরেই জীবিত থাকতে পারে; আরও, সে যেন শুধু এই পার্থিব জীবনের জন্য নয়, অনন্ত জীবনেরও জন্য চিন্তা করে। তেমন অনন্ত জীবনের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি, যদি আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়—সেই যে পাপ প্রভু সুসমাচারে

ঋণ বলেন, *তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করেছ বিধায় আমি তোমার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছি।*

কতই না জরুরী, কতই না উপকারী, কতই না কল্যাণকর যে আমাদের পাপী অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ও পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়; যাতে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতেই আত্মা নিজে বিবেকের কথা স্মরণ করতে পারে! আর পাছে কেউ নিজেকে নিরপরাধী বলে মনে করে আত্মগর্ব করে আর ফলত সে নিজেকে যতখানি স্ফীত করে ততখানি নিজেকে বিনষ্ট করে, এজন্য প্রতিদিন পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়ায় শিক্ষা দেওয়া হয় ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মানুষ প্রতিদিন পাপ করে।

নিজ পত্রে যোহনও আমাদের সচেতন করে বলেন, *আমরা যদি বলি, আমাদের পাপ নেই, আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, আর আমাদের মধ্যে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান বলে প্রভু আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।* তাহলে এই পত্রে তিনি সেই দু'টো কথা স্মরণ করান তথা, পাপের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, তবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ক্ষমা লাভ করব। এজন্য, ঈশ্বর পাপক্ষমা দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন বিধায় সাধু যোহন তাঁকে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেন, কারণ যিনি ঋণ ও পাপের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, তিনি পিতৃস্নেহ ও নিশ্চিত ক্ষমা দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

শক্ত শর্ত ও বন্ধন দ্বারা আমাদের আবদ্ধ করে তিনি স্পষ্টভাবে এই অতিরিক্ত নিয়মও যোগ করে দিয়েছেন যে, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের ঋণ ক্ষমা করা হয়, সেইভাবে আমাদের কাছে যারা ঋণী আমরাও যেন তাদের ঋণ ক্ষমা করি, একথা জেনে যে, পাপের জন্য যা যাচনা করি তা লাভ করা সম্ভব নয় যদি না আমরাও একইভাবে তাদের ক্ষমা করি যারা আমাদের প্রতি পাপ করেছে। এজন্য অন্য স্থানেও তিনি বলেন, *যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।* আর সেই দাস যার সমস্ত ঋণ প্রভু ক্ষমা করেছিলেন, সে যখন তার সঙ্গী দাসের ঋণ ক্ষমা করতে চাইল না, তখন তাকে কারাবাসে আবদ্ধ করা হয়েছিল—তার সঙ্গী দাসের প্রতি ক্ষমাশীল হতে সম্মত না হওয়ায় সেও প্রভুর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হল।

খ্রীষ্ট নিজ আদেশগুলির মধ্যে ব্যাপারটা তাঁর নিজের অধিকারের দৃঢ়তর শক্তিতেই উপস্থাপন করলেন। তিনি বলেন, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন।* সেই বিচারের দিনে তোমার কোন সূত্রই থাকবে না, যখন তোমার নিজের বিচার অনুসারেই তুমি বিচারিত হবে, ও পরের প্রতি তোমার যেরূপ ব্যবহার হয়েছে, সেরূপ ব্যবহার তোমাকে সহ্য করতে হবে। কেননা ঈশ্বর শিক্ষা দিলেন, নিজ গৃহে সকলে যেন শান্তিপ্রিয়, একপ্রাণ ও একাত্ম হয়। আর তিনি নবজন্মে যেমন আমাদের গড়েছেন, তাঁর ইচ্ছাই যেন সেই নবজাতরা তেমন থাকতে নিষ্ঠাবান হয়, যাতে আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের শান্তিতে নিষ্ঠাবান থাকি, আর যাদের এক পরমাত্মা আছে, তাদের যেন এক প্রাণ ও এক মনও থাকে। ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি বরং আদেশ করেন, বেদি ছেড়ে সে যেন আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়—প্রার্থনার মধ্যে শান্তি যখন বিরাজ করে, তখনই ঈশ্বরকেও প্রসন্ন করা যায়। আমাদের শান্তি, ভ্রাতৃসুলভ একাত্মতা, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য দ্বারা সম্মিলিত জনগণ—এই তো ঈশ্বরের কাছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

শ্লোক সাম ৩১:২,৪; ২৫:১৮

প্র প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়, আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়। তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ:

উ তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

প্র আমার অবনতি, আমার দুর্দশা দেখ, হরণ কর গো আমার সকল পাপ।

উ তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজরা ৬:১-৫,১৪-২২

প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ ও পাস্কাপর্ব পালন

দারিউসের আজ্ঞামত বাবিলনে দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে রাখা পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করা হল, আর মেদীয় প্রদেশের রাজপুরী এক্‌বাতানায় একটা খাতা পাওয়া গেল; তাতে লেখা ছিল: 'স্মরণার্থে: সাইরাস রাজার প্রথম বর্ষে সাইরাস রাজা যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা জারি করলেন: গৃহটি যজ্ঞবলির স্থান বলে নির্মিত হোক; তার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হোক; তার উচ্চতা ষাট হাত ও বিস্তার ষাট হাত হোক। তা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড পাথরে ও এক এক সারি নতুন কড়িকাঠে গাঁথা হোক। সমস্ত খরচ রাজপ্রাসাদ দ্বারা বহন করা হোক। উপরন্তু পরমেশ্বরের গৃহের সোনা-রুপোর যে সকল পাত্র নেবুকাদ্রেজার যেরুসালেমের গৃহ থেকে তুলে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, সেই সমস্তও ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এবং প্রত্যেক পাত্র যেরুসালেমের গৃহে আবার নিজ নিজ স্থানে এনে পরমেশ্বরের গৃহে রাখা হোক।'

নবী হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়ার বাণীর প্রেরণায় ইহুদীদের প্রবীণেরা নির্মাণকাজে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চললেন; তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের আজ্ঞামত এবং পারস্য-রাজ সাইরাস, দারিউস ও আর্তাক্সারক্সিসের আদেশমত সমস্ত নির্মাণকাজ সমাধা করলেন। দারিউস রাজার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে আদার মাসের তৃতীয় দিনে এই গৃহ নির্মাণ পূর্ণতা লাভ করল।

তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও নির্বাসন থেকে ফিরে আসা যত লোক, সকলে মিলে সানন্দে পরমেশ্বরের এই গৃহ উৎসর্গ করল। পরমেশ্বরের এই গৃহের উৎসর্গ-অনুষ্ঠানে তারা একশ'টা বৃষ, দু'শোটা মেষ, চারশ'টা মেষশাবক নিবেদন করল; তাছাড়া সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে বারোটা ছাগও নিবেদন করল। তারপর যেরুসালেমে পরমেশ্বরের পরিচর্যার জন্য তারা যাজকদের তাদের শ্রেণি অনুসারে ও লেবীয়দের তাদের পালা অনুসারে নিযুক্ত করল, যেমনটি মোশীর পুস্তকে লেখা আছে।

নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কা পালন করল। যাজকেরা ও লেবীয়েরা যেন এক মানুষ হয়েই সকলে মিলে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করেছিল: সকলেই শুচি ছিল, তাই তারা নির্বাসন থেকে ফিরে আসা সমস্ত লোকদের জন্য, তাদের ভাই যাজকদের জন্য ও নিজেদের জন্য পাস্কাবলি উৎসর্গ করল। যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল এবং যারা স্থানীয় বিজাতীয়দের অশুচিতা থেকে নিজেদের পৃথক করে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, সেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়েরা পাস্কাভোজে অংশ নিল। তারা সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি উৎসব আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করল, কারণ প্রভু এতেই তাদের আনন্দিত করেছিলেন যে, তিনি আসিরিয়ার রাজার মন তাদের পক্ষে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যার ফলে তারা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, সেই পরমেশ্বরের গৃহ স্থির হাতে গেঁথে তুলতে পেরেছিল।

শ্লোক হগয় ২:৬,৭,৯ দ্রঃ

℟ আমি আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব;
℣ তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।
℟ এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব।
℣ তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **তপস্যাকালীন উপবাস ১-৪**

আমরা জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির

প্রিয়জনেরা, প্রেরিতদূতদের শিক্ষা আমাদের এই চেতনা দেয়, পুরনো মানুষকে ও তার কাজকর্ম ত্যাগ করে আমরা যেন প্রতিদিন পুণ্য জীবনধারণে নিজেদের নবায়ন করি। কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের মন্দির ও পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মায় বাস করেন—যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির*—তখন

আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে যেন আমাদের হৃদয়-আবাস তেমন অতিথির অযোগ্য না হয়।

আর যেমন সাধারণ গৃহের বেলায় মানুষ প্রশংসনীয় তৎপরতার সঙ্গে বৃষ্টি অনুপ্রবেশ-জনিত ছিদ্র বা ঝড়ের আঘাত কিংবা গৃহের নিজের পুরাতন অবস্থা-জনিত ত্রুটি বিলম্ব না করেই মেরামত করে, তেমনি একই তৎপরতার সঙ্গে আমাদের চিন্তিত হতে হবে, যেন আমাদের অন্তরেও অযোগ্য বা অশুচির মত কিছু না থাকে। কেননা আমাদের গৃহ যদিও প্রকৃত নির্মাতার সহায়তায় ছাড়া দাঁড়াতে পারে না, আর আমাদের নির্মাণকাজ নির্মাণকর্তার অগ্রিম রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না, তবু, যেহেতু আমরা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রস্তর ও গৃহটা জীবন্ত, সেজন্য আমাদের নির্মাতার হাত আমাদের এমন ভাবে গঠন করেছে, যাতে যাকে মেরামত করা হয় সেও মেরামতের কাজে সহযোগিতা দান করে।

সুতরাং, মানবীয় অধীনতা যেন ঐশঅনুগ্রহ থেকে নিজেকে দূরীকৃত না করে, সেই পরমমঙ্গলকেও ছেড়ে না চলে যায়, যাঁকে ছাড়া আমাদের মানবীয় মঙ্গলও থাকতে পারে না। আর আজ্ঞা পালনে আমরা যদি এমন কিছু পাই যা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের পক্ষে অসাধ্য বা কঠিন, তাহলে আমরা যেন নিজেদের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকি বরং তাঁরই সহায়তা প্রার্থনা করি যিনি আজ্ঞাটা দিলেন; কেননা তিনি এজন্য আজ্ঞা দেন, আমাদের অন্তরে যেন এমন সহায়তার আকাঙ্ক্ষা জাগে যা তিনি নিজেই সহায়তা দানে মেটাবেন—যেমনটি নবী বলেন, *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন।*

নাকি এমন দাম্ভিক ও গর্বোদ্ধত একজন রয়েছে, যে নিজেকে এতই শুদ্ধ ও নিখুঁত মনে করে যে, তার বেলায় কোন মেরামত প্রয়োজন হয় না? তেমন ধারণা অত্যন্ত প্রবঞ্চনাময়; আর এই জীবনের নানা প্রলোভনের মধ্যে থেকে যে কেউ নিজেকে সমস্ত ক্ষত থেকে মুক্ত মনে করে, সে মহা নির্বুদ্ধিতায় প্রাচীন হতে যাচ্ছে।

জগতের সর্বস্থানে ও সর্বকালে ভক্তদের হৃদয় ঈশ্বরের সুব্যবস্থা কখনও সন্দেহ করে না, ও মানব ঘটনার বিন্যাস যে গ্রহ-তারার ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত, তাও সমর্থন করে না, কারণ আসলে গ্রহ-তারার কোন ক্ষমতা নেই, আর তারা ভালই জানে যে সমস্ত কিছু সর্বোত্তম রাজার ন্যায়বান ও কৃপাময় মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই নিরূপিত, কারণ লেখা আছে, *প্রভুর সকল পথ ন্যায় ও কৃপারই পথ*; কিন্তু তবুও যখন এমন কিছু দেখা দেয় যা আমাদের মনস্কামনা অনুসারে নয়, ও মানব-বিচারের ভুলের ফলে ধার্মিকের ভাগ্যের চেয়ে অধার্মিকেরই ভাগ্য শ্রেয়, তখন খুব সহজে, এমনকি প্রায়ই, এই সমস্ত ঘটনা শক্ত প্রাণকেও এতই দিশেহারা করে তোলে যে, মানুষ তিক্ততার সঙ্গে মানবজীবনের গতিধারা প্রসঙ্গে সমালোচনা করে—তেমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে পুণ্যবান নবী দাউদও নিজেকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন স্বীকার করেন! সুতরাং তেমন দৃঢ়তা অল্পজনেরই; আর যেহেতু প্রতিকূলতা শুধু নয়, অনুকূলতাও বহু ভক্তদের পতনের কারণ হয়, সেজন্য মানব দুর্বলতার ক্ষত নিরাময় করার ব্যাপারে অধিক তৎপর ও সুবিবেচক হওয়া চাই।

শ্লোক ১ করি ৬:১৯-২০; লেবীয় ১১:৪৩,৪৪

℟ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।
℣ সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!
℟ তোমরা নিজেদের অশুচি করবে না: পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র।
℣ সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১:২০-২৮; ২:১১-২১

সামুয়েলের জন্ম ও তাঁর পবিত্রীকরণ

বছর শেষে আন্না গর্ভধারণ করলেন ও একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, এবং তার নাম সামুয়েল রাখলেন: তিনি বলছিলেন, 'আমি তাকে পাবার জন্য প্রভুর কাছে যাচনা করেছিলাম।' পরে তাঁর স্বামী এল্কানা ও তাঁর সমস্ত পরিবার প্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলি উৎসর্গ করতে ও মানত পূরণ করতে গেলেন; কিন্তু আন্না গেলেন না; কারণ তিনি স্বামীকে বলছিলেন, 'শিশুটি দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না; তবেই আমি তাকে প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে নিয়ে যাব, আর সে সবসময়ের মত সেখানে থাকবে।' তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'যা ভাল মনে কর, তাই কর; সে দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর; শুধু একটা কথা: প্রভু নিজের বাণী সফল করুন।' তাই স্ত্রীলোকটি বাড়িতে রইলেন, এবং শিশুটিকে দুধ দিলেন যতদিন না সে দুধছাড়া হল।

দুধ-ছাড়ানোর পর তিনি তিন বছর বয়সের একটা বলদ, পুরো এক মণ ময়দা ও আঙুররসে ভরা একটা চামড়ার পাত্র সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সাথে রওনা হয়ে শীলোতে প্রভুর গৃহে গেলেন; তাঁদের সঙ্গে ছেলেটিও ছিল। বলদকে বলি দেওয়ার পর তাঁরা ছেলেটিকে এলির কাছে আনলেন, আর আন্না বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই আপনার! আপনার প্রাণের দিব্যি, প্রভু আমার! আমি সেই মেয়ে যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য এইখানে, আপনার পাশেই, দাঁড়িয়েছিলাম। এই ছেলের জন্যই আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আর প্রভুর কাছে যা যাচনা করেছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। তাই আমিও একে প্রভুকে দিলাম; তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে এ প্রভুর কাছে নিবেদিত।' আর সেখানে তিনি প্রভুর সামনে প্রণিপাত করলেন।

এল্কানা রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন, আর ছেলেটি এলি যাজকের সামনে প্রভুর সেবা করতে সেখানে রইলেন।

এলির দুই ছেলে পাষণ্ডই ছিল, তারা প্রভুকে মানত না; লোকদের প্রতি এই যাজকদের ব্যবহার এরূপ ছিল: কেউ বলি দিতে এলে যখন তার পশুমাংস সিদ্ধ করা হত, তখন যাজকের চাকর ত্রিকণ্টক একটা শূল হাতে করে আসত, এবং কড়াই বা হাঁড়ি বা মালসা বা পাত্রে তা দ্বারা কোপ দিয়ে তাতে যা উঠত, তা সবই যাজক নিজের জন্য দাবি করত; ইস্রায়েলের যত লোক সেখানে, সেই শীলোতেই আসত, তাদের সকলের প্রতি এ ছিল তাদের ব্যবহার। আবার, চর্বি পোড়ার আগে যাজকের চাকর এসে, যে বলি দিচ্ছিল, তাকে বলত, 'যাজকের জন্য আমাকে কাঁচা মাংস দাও, তিনি তা ঝলসে খাবেন; তোমার কাছ থেকে তিনি সিদ্ধ মাংস নেবেন না, কেবল কাঁচাই নেবেন।' লোকটা যদি উত্তরে বলত, 'আগে চর্বি পোড়া হোক, পরে যত খুশি সবই নিয়ে যাও,' তখন চাকরটি প্রত্যুত্তরে বলত, 'না, এখনই দাও, নইলে তা জোর করেই নেব।' এইভাবে প্রভুর দৃষ্টিতে ওই যুবকদের পাপ খুবই ভারী ছিল, কারণ তারা প্রভুর নৈবেদ্য অসম্মান করত।

সামুয়েল কোমরে ক্ষোম-কাপড়ের এফোদ বেঁধে বালক হয়েও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিল। তার মা প্রতিবছর ছোট্ট একটা পোশাক প্রস্তুত করে স্বামীর সঙ্গে বার্ষিক বলি দেওয়ার জন্য আসবার সময়ে তা এনে তাকে দিতেন। তখন এলি এল্কানাকে ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, 'এই স্ত্রীলোক প্রভুর কাছে যা নিবেদন করেছেন, তার বিনিময়ে প্রভু এই স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তোমাকে আরও সন্তান দিন।' তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন, আর প্রভু আন্নাকে দেখতে গেলেন: তিনি গর্ভধারণ করলেন, আর আরও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে প্রসব করলেন। ইতিমধ্যে বালক সামুয়েল প্রভুর সাক্ষাতে বেড়ে উঠতে লাগল।

শ্লোক ১ সামু ২:১,২; লুক ১:৪৬

ধ্রু আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত, কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

ট প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

ধ্রু প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস।

℟ প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' **১২৪-২৫**

আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান,
এসো, ঈশ্বরের শান্তিতেই থাকি

সেই যে যজ্ঞ আবেল ও কাইন প্রথম উৎসর্গ করেছিলেন, সেগুলিতেও ঈশ্বর বাহ্যিক দানের দিকে নয়, তাঁদের হৃদয়ের দিকেই তাকালেন, যার ফলে নিজের হৃদয়ে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তাঁরই দান তাঁর গ্রহণযোগ্য হল। শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়বান আবেল ঈশ্বরের কাছে নির্দোষিতায় যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, আর এতে তিনি পরবর্তীকালের সকল মানুষের কাছে এ শিক্ষা দান করেন যে, যখন বেদিপ্রান্তে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়, তখন ঈশ্বরভীতিতে, সরল অন্তরে, ন্যায়বিধান বজায় রেখে ও শান্তিপূর্ণ একাত্মতায় বেদির কাছে এগিয়ে যেতে হবে। আর যেহেতু আবেল তেমন মনোভাবেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, সেজন্য পরবর্তীতে তিনি নিজেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ হয়ে উঠলেন; এতে তিনি প্রথম সাক্ষ্যমরণ দেখিয়ে প্রভুর ন্যায় ও শান্তির অধিকারী হওয়ায় নিজের গৌরবময় রক্তদানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ সূচনা করলেন। তেমন ভক্তদেরই প্রভু একদিন মাল্যভূষিত করবেন, তেমন ভক্তরাই বিচারের দিনে প্রভুর সঙ্গে গৌরব লাভ করবে।

অপরদিকে, যে হিংসুক, বিবাদী, ও ভাইদের সঙ্গে যার শান্তি নেই, ধন্য প্রেরিতদূত ও পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে সে খ্রীষ্টনামের খাতিরে নিহত হয়েও ভ্রাতৃবিরোধিতা অপরাধের দন্ড এড়াতে পারবে না, কেননা লেখা রয়েছে, *যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক*, আর যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে কোন নরঘাতক থাকতে পারে না, সেজন্য সে স্বর্গরাজ্যেও যেতে পারবে না। খ্রীষ্টের চেয়ে যে যুদারই অনুকারী হতে চাইল, সে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে পারে না। সেই অপরাধ কতই না বড়, যা রক্ত-দীক্ষাস্নানও মুছে দিতে পারে না, সাক্ষ্যমরণও যার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারে না!

প্রভু আমাদের এ শিক্ষাও দেন, কেমন করে প্রার্থনায় এ বাণীও বলা প্রয়োজন, তথা: *আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না।* এদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত যে, ঈশ্বর অনুমতি না দিলে শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। সুতরাং পরীক্ষার সময়ে সভয়ে, সম্ভ্রমে ও ভক্তিভরে সেই ঈশ্বরেরই কাছে ফিরতে হবে, যিনি শয়তানকে নিজের অনুমতি ছাড়া আমাদের স্পর্শও করতে দেন না।

শ্লোক রো ১৪:১৯; সিরা ১৭:১২ দ্রঃ

℣ এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয়
℟ সকলের কল্যাণার্থে।
℣ ঈশ্বর প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশ এক একজনকে দিলেন
℟ সকলের কল্যাণার্থে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজরা ৭:৬-২৮

যাজক এজরার বিশেষ দায়িত্ব

এজরা বাবিলন থেকে রওনা হলেন। তিনি মোশীর বিধানে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া বিধানের বিষয়ে পন্ডিত শাস্ত্রী ছিলেন; আর তাঁর উপরে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর হাত ছিল বিধায় রাজা তাঁর সমস্ত যাচনা মঞ্জুর করেছিলেন। আর্তাক্সারক্সিস রাজার সপ্তম বর্ষে একদল ইস্রায়েল সন্তান, যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল ও নিবেদিতরাও যেরুসালেমের দিকে রওনা হল। রাজার ওই সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে এজরা যেরুসালেমে এসে পৌঁছলেন। বাবিলন থেকে যাত্রার আরম্ভ তিনি প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থির করেছিলেন, এবং তাঁর পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত তাঁর উপরে ছিল বিধায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যেরুসালেমে এসে উপস্থিত হলেন। কেননা প্রভুর বিধান পালন করার জন্য ও ইস্রায়েলে যত বিধি ও নিয়মনীতি শেখাবার জন্য এজরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর

বিধান অধ্যয়নে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন।

প্রভুর আদেশবাণী ও ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বিধি-শাস্ত্রী সেই এজরা যাজককে আর্তাক্সারক্সিস রাজা যে পত্র দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি এই: 'রাজাধিরাজ আর্তাক্সারক্সিস, স্বর্গেশ্বরের বিধানের শাস্ত্রবিদ এজরা যাজকের সমীপে: মঙ্গল! আমি এই আদেশ জারি করছি যে, আমার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির যত লোক, তাদের যত যাজক ও লেবীয় যেরুসালেমে যাবে বলে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা তোমার সঙ্গে যেতে পারে। কারণ তুমি রাজা ও তাঁর সাত মন্ত্রী দ্বারা এজন্যই প্রেরিত, যেন তোমার পরমেশ্বরের যে বিধানে তুমি পন্ডিত, যুদা ও যেরুসালেমে তা কেমন করে পালিত হচ্ছে, এবিষয় তদন্ত করতে পার। তাছাড়া, যেরুসালেমে যাঁর আবাস, ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য রূপে যে সোনা-রুপো দিয়েছেন, এবং তুমি বাবিলনের সমস্ত প্রদেশে যত সোনা-রুপো পেতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা যেরুসালেমে তাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য-রূপে যা যা নিবেদন করে, সেই সমস্ত কিছু তুমি সেখানে নিয়ে যাবে। সুতরাং এই সমস্ত অর্থ দ্বারা তুমি বৃষ, ভেড়া, মেষশাবক ও তাদের সংক্রান্ত খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সযত্নে কিনে নিয়ে, যেরুসালেমে যাঁর আবাস, তোমাদের সেই পরমেশ্বরের গৃহের যজ্ঞবেদিতে তা উৎসর্গ করবে। যত সোনা-রুপো বেঁচে থাকবে, তা নিয়ে তুমি ও তোমার ভাইয়েরা যা ভাল মনে কর, সেইমত করবে। তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য যে পাত্র-সামগ্রী তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তা যেরুসালেমের পরমেশ্বরের সামনেই সঁপে দেবে। তাছাড়া তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য আর যা কিছু দরকার, এবং যা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার, সেই সমস্ত কিছুও রাজভান্ডারের খরচেই যোগাড় করবে।

আমি, আর্তাক্সারক্সিস রাজা, আমি নদীর ওপারের সকল কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিচ্ছি: স্বর্গেশ্বরের বিধানে পন্ডিত এই এজরা যাজক তোমাদের কাছে যা কিছু চাইবেন, তা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হয়—একশ' তলন্ত রুপো, একশ' মণ গম, পাঁচশ' লিটার আঙুররস, পনেরো মণ তেল পর্যন্ত; লবণের কোন মাত্রা নেই। স্বর্গেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যা করার, তা স্বর্গেশ্বরের গৃহের জন্য সূক্ষ্মরূপেই করা হোক, পাছে রাজার ও তাঁর সন্তানদের রাজ্যের উপরে ক্রোধ নেমে আসে। উপরন্তু তোমাদের কাছে এই আদেশও দেওয়া হচ্ছে: সেই পরমেশ্বরের গৃহের যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল, নিবেদিত ও দাসদের মধ্যে কারও কাছ থেকে কর বা রাজস্ব বা শুল্ক আদায় করা বিধেয় নয়। আর তোমার ক্ষেত্রে, হে এজরা, তোমার পরমেশ্বরের যে প্রজ্ঞার তুমি অধিকারী, সেই প্রজ্ঞাগুণে নদীর ওপারের সমস্ত জনগণের পক্ষে বিচার অনুশীলন করার জন্য, অর্থাৎ যারা তোমার পরমেশ্বরের বিধান জানে, তাদেরই জন্য শাসনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত কর; এবং যারা তা জানে না, সেবিষয়ে তাদের শিক্ষা দাও। যে কেউ তোমার পরমেশ্বরের বিধান ও রাজার বিধান মেনে চলে না, ইতস্তত না করে তাদের শাসন করা হোক—তা প্রাণদন্ড হোক, বা নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি বা কারাদন্ড হোক।'

ধন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি যেরুসালেমে প্রভুর গৃহ সৌন্দর্যমন্ডিত করতে রাজার হৃদয়ে তেমন প্রেরণা জাগালেন! তিনিই রাজার, তাঁর মন্ত্রীদের ও রাজার সবচেয়ে প্রধান কর্মচারীদের কাছে আমাকে কৃপার পাত্র করলেন। আমার পরমেশ্বর প্রভুর হাত আমার উপরে ছিল বিধায় আমি সাহস পেয়ে ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের সংগ্রহ করলাম, যারা আমার সঙ্গে যাত্রা করবে।

শ্লোক দা ৩:৫২,৫৩

℣ ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর,
℟ প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।
℣ ধন্য তুমি তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
℟ প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

তুমি যে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ, শুচি যাজকরূপেই নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর

সেই সিদ্ধপুরুষেরই দিকে তাকাও, যে পবিত্র আত্মার বাতাসে খ্রীষ্ট-চালিত আত্মসংযম-নৌকায় বসে ভরসা ও সৎসাহসের সঙ্গে এ অপরূপ জলযাত্রা করছে। একটামাত্র পাপ করাও যখন গুরু ব্যাপার, ও ঠিক এ কারণে যদি মনে কর, তুমি এত উৎকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে অস্বীকার করায়ই অধিক নিরাপদ হবে, তখন পাপকেই নিজের জীবনের প্রধান কাজ বলে সঙ্কল্প করা, ফলত শুচি জীবনের আদর্শের বাইরে জীবনধারণ করা আরও কতই না গুরুতর ব্যাপার। যে কেউ পার্থিব জীবনে নিমজ্জিত হয়ে কেবল পাপেই নিজেকে পুষ্ট করে, সে কেমন করে সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের কণ্ঠ শুনতে পারবে, যিনি পাপের দরুন মৃত্যুবরণ করলেন? অনুসরণের উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করতে করতে তিনি কাঁধে সেই ক্রুশ বহন করছেন—যে ক্রুশ শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া জয়ধ্বজা স্বরূপ! তবে তুমি যে জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ নও ও দেহসংযম করতে অসম্মত, কেমন করেই বা তাঁর আহ্বান শুনতে পারবে? তুমি, যার কাছে জগৎই আদর্শ; তুমি যে মন-নবায়ন দ্বারা নিজেকে রূপান্তরিত করছই না; তুমি যে জীবনের নবীনতায় আচরণ করছ না, বরং পুরাতন মানুষেরই জীবনধারণ অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত, কেমন করে সেই পলের কথায় বাধ্য হতে পারবে, যিনি তোমাকে আহ্বান করছেন তুমি যেন নিজ দেহকে *জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে উৎসর্গ কর?*

কেমন করে তুমি ঈশ্বরের যাজক হতে পার? তুমি তো ঈশ্বরের কাছে সাধারণ বাহ্যিক ঐশ্বর্যের মধ্য থেকে নেওয়া উপহার নিবেদন করার জন্য নয়,—এগুলো তো প্রতিকল্পই মাত্র—বরং তোমার নিজেরই প্রকৃত উপহার, তথা নিষ্কলঙ্ক ও ত্রুটিহীন সেই মেষশাবকের মত নিখুঁত ও শুদ্ধ তোমার নিজের আন্তর মানুষটাকেই উৎসর্গ করার জন্য অভিষিক্ত হয়েছ। কেমন করে তুমি এসব কিছু উৎসর্গ করতে পারবে, যদি সেই বিধান অমান্য কর যা অনুসারে অশুচি কিছু উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ? যদি ঈশ্বরের দর্শন পেতে ইচ্ছা কর, তাহলে কেন সেই মোশীকে শোন না, যিনি জনগণকে বলেন, ঈশ্বরের দর্শন পেতে হলে যৌন-সংসর্গ থেকে দূরে থাকা দরকার? খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করা, পরাৎপর পরমেশ্বরের যাজক হওয়া, ঈশ্বরের মহাদর্শনের যোগ্য পাত্র বলে গণ্য হওয়া—এই সমস্ত কিছু তোমার বিবেচনায় সামান্য ব্যাপার হলে, তবে তোমার বিবেচনায় যা অর্থহীন, তারই ফলাফল ছাড়া আমি তোমার কাছে মহত্তর আর কীবা দেখাতে পারব? তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আমরা তাঁর জীবন, গৌরব ও রাজ্যের সহভাগিতা লাভ করি; এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমরা মানবস্বরূপ ও মানব-মর্যাদা থেকে স্বর্গদূতদের স্বরূপ ও মর্যাদায় রূপান্তরিত হতে পারি। যিনি প্রকৃত যজ্ঞ, তাঁর কাছে যে গ্রহণীয়, ও মহাযাজকের সঙ্গে যে মিলিত, সন্দেহের অতীত সেও শাশ্বতকাল ধরে যাজক, মৃত্যুও তার যাজকত্ব থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ঈশ্বরের দর্শনলাভের যোগ্য বলে গণ্য হওয়ার প্রকৃত ও অনন্য ফল হল ঈশ্বরের দর্শনলাভ; তাঁর দর্শনলাভের যোগ্য হওয়া, এই তো সর্বোত্তম প্রত্যাশার লক্ষ্য, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত অনুগ্রহদান ও ঐশপ্রতিশ্রুতির পূর্ণতা, বোধ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলির সূত্রপাত ও সমাপ্তি। এই তো যা মোশী ও তাঁর মত বহু নবী ও রাজা দেখতে একান্ত আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কিন্তু শুদ্ধহৃদয় যারা, যারা সুখী বলে অভিহিত, তারাই মাত্র তা দেখবার যোগ্য হবে; আর তারা সত্যিই সুখী, *কারণ ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

তোমাকেও তাদের একজন হতে হবে, কারণ তুমিও খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ, ঈশ্বরের কাছে শুচি যাজকরূপে আত্মোৎসর্গ করেছ, নিষ্কলঙ্ক বলি হয়ে উঠেছ, ও তোমার চিরকৌমার্যের মধ্য দিয়ে শুচিতা অক্ষুণ্ন রেখে তাঁর আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছ, যাতে তুমিও শুদ্ধহৃদয় হয়ে ঈশ্বরের দর্শন পেতে পার আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতিশ্রুতি মতো, পবিত্র আত্মার ঐক্যে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক লেবীয় ২৬:১১,১২; ২ করি ৬:১৬

℣ আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না:

℟ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।
৺ আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন,
℟ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ২:২২-৩৬

এলি-কুলের শাস্তি পূর্বঘোষিত

এলি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, এবং ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর ছেলেরা কেমন ব্যবহার করত, এবং সাক্ষাৎ-তাঁবুর দ্বারে যে স্ত্রীলোকেরা সেবায় নিযুক্ত, তাদের সঙ্গে তাদের যে মিলন হত, এই সমস্ত কথা তাঁর কানে আসত। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এমন ব্যবহার করছ কেন? আমি তো সমস্ত লোকদের মুখে তোমাদের জঘন্য আচরণের কথা শুনতে পাচ্ছি! না, সন্তান আমার, না! তোমাদের বিষয়ে আমি যা শুনি, তা ভাল না; তোমরা তো প্রভুর জনগণকে পথভ্রষ্টই করছ। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে পরমেশ্বর তার পক্ষে বিচার করতেও পারবেন; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?' কিন্তু তবুও তারা পিতার কথায় কান দিত না, কেননা প্রভু তাদের বধ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বালক সামুয়েল প্রভুর ও মানুষের সামনে দেহে ও অনুগ্রহে বেড়ে উঠছিল।

একদিন পরমেশ্বরের একজন লোক এলির কাছে এলেন; বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন, তোমার পিতার কুল যখন মিশরে ফারাওর বাড়িতে দাস ছিল, তখন আমি কি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিনি? আমার আপন যাজক হতে, আমার যজ্ঞবেদিতে আরোহণ করতে, ধূপ জ্বালাতে, আমার সাক্ষাতে এফোদ পরতে আমি কি ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে বেছে নিইনি? আর ইস্রায়েল সন্তানদের অগ্নিদগ্ধ বলি আমি কি তোমার পিতৃকুলকে দিইনি? তাই আমি আমার আবাসে যা উৎসর্গ করতে আজ্ঞা করেছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যগুলো তোমরা কেন পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? এবং তুমি কেন আমার চেয়ে তোমার ছেলেদেরই প্রতি বেশি সম্মান দেখাচ্ছ? হ্যাঁ, তোমরা আমার জনগণ ইস্রায়েলের যত নৈবেদ্যের সেরা অংশ খেয়ে মোটা-সোটা হয়েছ! অতএব—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—আমি ঠিকই বলেছিলাম, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগ যুগ ধরে আমার সাক্ষাতে চলবে, কিন্তু এখন—প্রভুর উক্তি—আর তেমন হবে না! কারণ যারা আমাকে সম্মান করে, আমিও তাদের সম্মান করব; আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে। দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু এমনভাবে ছিন্ন করব যাতে তোমার কুলে একটা বৃদ্ধও না থাকে। আবাসে দাঁড়াতে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী একজনকে দেখবে, ইস্রায়েলের জন্য সে যে সমস্ত মঙ্গল করবে, তাও তুমি দেখবে, কিন্তু তোমার কুলে কোন বৃদ্ধকে আর পাওয়া যাবে না। তবু আমি আমার যজ্ঞবেদি থেকে তোমার কিছুটা লোককে ছিন্ন করব না, যেন তোমার চোখ ক্ষয়ে যায় ও তোমার প্রাণ ম্লান হয়ে যায়; কিন্তু তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত লোক খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। আর তোমার দুই ছেলের প্রতি, হফ্নি ও ফিনেয়াসের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমার জন্য চিহ্ন হবে: তারা দু'জন একই দিনে মরবে। পরে, আমি আমার সেবার জন্য এক বিশ্বস্ত যাজকের উদ্ভব ঘটাব, সে আমার হৃদয়ের ও আমার মনের মত কাজ করবে। আমি তার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করব; সে নিত্যই আমার অভিষিক্তজনের সাক্ষাতে চলবে। তোমার কুলের মধ্য থেকে যারা বেঁচে যাবে, তারা প্রত্যেকে এক রুপোর টাকার ও এক টুকরো রুটির জন্য তার সামনে প্রণিপাত করতে আসবে, আর বলবে, দোহাই তোমার, কোন একটা যাজকীয় দায়িত্বে আমাকে নিযুক্ত কর, আমি যেন এক টুকরো রুটি খেতে পারি।'

শ্লোক যোব ৫:১৭,১৮; হিব্রু ১২:৫

৺ সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না,
℟ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

℘ প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না,
℟ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন ; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত ‘প্রভুর প্রার্থনা’ ২৬-২৭

জেগে থাক ও প্রার্থনা কর

আমাদের উপরে শয়তানকে যে অধিকার দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য দ্বিমুখী: আমরা পাপ করলে সে যেন আমাদের দন্ড দেয় ; আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যেন গৌরবলাভ করি। আর ঠিক তাই ঘটেছিল যোবের বেলায় ; ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন, *আচ্ছা, তার সবকিছু এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না।* এবং সুসমাচারে আমরা একথা পড়ি যে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে প্রভু বললেন, *আমার উপর আপনার কোন অধিকারই থাকত না, যদি না তা ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেওয়া হত।*

আমরা যখন প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে না দেন, তখন আমাদের কাছে আমাদের দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, আমরা যেন গর্বোদ্ধত না হই, ও নিজেদের ভক্তি বা আত্মসংযম নিয়ে গৌরববোধ করে যেন দম্ভ ও দর্প মনোভাব পোষণ না করি। স্বয়ং প্রভু বিনম্রতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলেন, *জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।* আমরা সরল ও বিনম্র ভাবে আমাদের ভঙ্গুরতা স্বীকার করায় ঈশ্বরকেই সেই সমস্ত কিছু আরোপ করি যার জন্য ভক্তিভরে ও সভয়ে অবিরতই যাচনা করি ও যা তিনি নিজের দয়ার খাতিরে আমাদের মঞ্জুর করেন।

পরিশেষে, প্রার্থনা শেষে, সংক্ষিপ্ত একটি বচন আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিজের মধ্যে একীভূত করে ; আমরা বলি: *কিন্তু অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর,* তথা সেই সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের নিস্তার কর, যা ইহলোকে সেই শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে খাটাতে পারে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অটল ও দৃঢ় রক্ষা হল ঈশ্বরের সহায়তা: আমাদের বিনীত-যাচনায় কান দিয়ে কেবল তিনিই আমাদের নিস্তার করতে পারেন। আর আমরা *অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর* একবার বললেই যাচনা করার মত আর কিছুই বাকি থাকে না। আমরা তেমন নিস্তার পেয়ে, শয়তান ও জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে যাই মতলব খাটায় না কেন, আমরা নিরাপদ হয়ে শান্তি ভোগ করব। জগতে ঈশ্বরই যার নিস্তারকর্তা, সে কোন্ ভিত্তিতেই বা জগৎকে ভয় করবে?

শ্লোক এফে ৬:১০-১১; যোব ৭:১ দ্রঃ

℘ তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির পরাক্রমে বলবান হও।
℟ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের নানাবিধ ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।
℘ পৃথিবীতে মানুষের জীবন সংগ্রাম।
℟ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের নানাবিধ ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজরা ৯:১-৯,১৫—১০:৫

বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন বাতিল

অধ্যক্ষেরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; তাঁরা বললেন, ‘স্থানীয় লোকদের যত জঘন্য প্রথা সত্ত্বেও, তাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, আম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিশরীয় ও আমোরীয়দের কাছ থেকে ইস্রায়েল জনগণ, যাজকেরা ও লেবীয়েরা নিজেদের পৃথক করেনি, বরং তারা নিজেরা ও তাদের ছেলেরা তাদের মেয়েদের বিবাহ করেছে; এইভাবে তারা পবিত্র বংশটিকে নানা স্থানীয় জাতিগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কলুষিত করেছে; এমনকি শাসনকর্তারা ও বিচারকেরাই সকলের আগে আগে এই অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়েছেন!’ একথা শুনে আমি আমার পোশাক ও চাদর ছিঁড়ে ফেললাম, আমার মাথার চুল ও দাড়ি উপড়িয়ে ফেললাম, এবং শেষে বিষণ্ন মনে বসে রইলাম। নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের এই অবিশ্বস্ততার বিষয়ে

যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের বাণীর জন্য কম্পিত ছিল, তারা আমার কাছে এসে সমবেত হল, এবং আমি সান্ধ্য বলিদানের সময় পর্যন্ত বিষণ্ন মনে বসে রইলাম।

সান্ধ্য বলিদানের সময়ে আমি তেমন গ্লানির অবস্থা কাটিয়ে আমার সেই ছিঁড়ে ফেলা পোশাক ও চাদরেই নতজানু হয়ে আমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত বাড়ালাম; বললাম, 'হে আমার পরমেশ্বর, আমি লজ্জিত! তোমার দিকে মুখ তুলতে আমার লজ্জা করে, কারণ, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের শঠতা এতই বেড়েছে যে, তা আমাদের মাথাও ছাপিয়ে গেছে, আমাদের অপরাধ আকাশছোঁয়াই হয়েছে! আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বড় অপরাধী হলাম; আমাদের শঠতার জন্য আমরা নিজেরা, আমাদের রাজারা ও আমাদের যাজকেরা, সকলেই বিদেশী রাজাদের হাতে সমর্পিত হয়েছি; খড়্গ, বন্দিদশা, লুণ্ঠন ও অপমানের হাতেই আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছে—যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজ, এই সম্প্রতিকালেই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদের অবশিষ্ট কয়েকজনকে রেহাই দিয়েছেন, তাঁর আপন পবিত্রধামে আশ্রয় দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের পরমেশ্বর আমাদের চোখ উজ্জ্বল করে তুলেছেন এবং আমাদের দাসত্বের মধ্যে আমাদের প্রাণকে একটু স্বস্তি দিয়েছেন। কেননা আমরা দাস বটে, তবু আমাদের পরমেশ্বর আমাদের দাসত্বের অবস্থায় আমাদের একা ফেলে রাখেননি, বরং পারস্য-রাজের দৃষ্টিতে আমাদের কৃপার পাত্র করে তিনি আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করে তার ধ্বংসাবশেষ সারিয়ে তুলতে পারি। তাছাড়া যুদায় ও যেরুসালেমে তিনি আমাদের একটা আশ্রয়-প্রাচীর দিয়েছেন। প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি ধর্মময় বলেই আমাদের মধ্যে কয়েকজন রেহাই পেয়ে আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। দেখ, আমাদের অপরাধ নিয়ে আমরা তোমার সামনে উপস্থিত; সেই অপরাধের জন্যই আমরা তোমার সামনে দাঁড়াতে পারি না।'

পরমেশ্বরের গৃহের সামনে প্রণত হয়ে এজরা যখন কাঁদতে কাঁদতে এইভাবে প্রার্থনা করছিলেন ও এই সমস্ত কিছু স্বীকার করছিলেন, তখন ইস্রায়েলীয়দের এক বিরাট জনসমাবেশ—পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়ে—তাঁর কাছে সমবেত হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আর তখন এলামের সন্তানদের একজন—যেহিয়েলের সন্তান শেখানিয়া—এজরাকে উদ্দেশ করে একথা বলল, 'স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করায় আমরা আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু তবুও এবিষয়ে ইস্রায়েলের পক্ষে এখনও আশা আছে। সুতরাং আসুন, আমাদের পরমেশ্বরের সামনে এই সন্ধি স্থির করি: প্রভু আমার, আপনার পরামর্শমত ও যারা আমাদের পরমেশ্বরের আজ্ঞার সামনে কম্পিত, তাঁদের পরামর্শমত আমরা এই সকল বধূদের ও তাদের গর্ভজাত ছেলেদের ফিরিয়ে দেব। তা বিধানমতেই করা হোক! তবে আপনি এবার উঠুন, কারণ এ কাজের ভার আপনারই; আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তাহলে আপনি সাহস ধরে কাজ চালিয়ে যান!' তখন এজরা উঠে প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও গোটা ইস্রায়েলকে এই শপথ করালেন যে, তারা সেই কথামত কাজ করবে; তারা শপথ করল।

শ্লোক   এজরা ৯:৬,১০; সাম ১৩০:৩

℟ আমাদের শঠতা এতই বেড়েছে যে, তা আমাদের মাথাও ছাপিয়ে গেছে, আমাদের অপরাধ আকাশছোঁয়াই হয়েছে!
℣ আমরা তো তোমার আজ্ঞাগুলো ত্যাগ করেছি।
℟ প্রভু, তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ, কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?
℣ আমরা তো তোমার আজ্ঞাগুলো ত্যাগ করেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রাচীন উপদেশ **উপদেশ ৬:১-৩**

প্রার্থনার ভিত্তি

যারা প্রভুর সম্মুখে এগিয়ে যায়, তাদের মহা আরাম, উপশম ও শান্তির মধ্যেই প্রার্থনা করা প্রয়োজন; অনর্থক ও উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে নয়, বরং হৃদয়ের মনোনিবেশ ও বিনীত ভাবনায় প্রভুকে অনুনয় করা দরকার।

অস্থির মনোভাব ঈশ্বরের সেবককে মানায় না; উপশম ও সুবুদ্ধিতেই বরং তার শোভা পায়, যেমনটি নবী বলেন, *আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়, সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?*

মোশী ও এলিয়ের সময়েও আমরা দেখতে পাই যে, যত ঐশদর্শন তাঁরা পেয়েছিলেন, প্রভুর গৌরবের আগমনের আগে বহু তুরিধ্বনি ও অলৌকিক চিহ্ন দেখা দিচ্ছিল বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে তিনি ছিলেন না, বরং শান্তি, উপশম ও নিস্তব্ধতার মধ্যেই প্রভুর আগমনের আবির্ভাব ঘটত—লেখা আছে, *আগুনের পর মৃদু এক মর্মরধ্বনি হল,* আর এতেই ছিলেন প্রভু। তাই দেখা যাচ্ছে, প্রভুর আরাম শান্তিতে ও নিস্তব্ধতায় স্থিত।

মানুষ যে ভিত্তি রাখবে ও যেভাবে সে শুরু করবে, তা শেষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সে যদি অধিক উচ্চ বা তীব্র সুরে প্রার্থনা করতে শুরু করে, সে শেষ পর্যন্ত এই অভ্যাস মেনে চলবে; আর যেহেতু প্রভু মমতাপূর্ণ, সেজন্য তাকেও সাহায্য দান করবেন; এভাবে অনুগ্রহ দ্বারা সাহস পেয়ে তেমন মানুষ শেষ পর্যন্ত সেই অভ্যাস মেনে চলতে থাকে—যদিও আমরা দেখি যে সেইভাবে প্রার্থনা করা নির্বোধদেরই মানায়, কারণ পরকে বিরক্ত করা ছাড়া তার নিজের প্রার্থনাও অস্থির করে তোলে।

কিন্তু প্রার্থনার প্রকৃত ভিত্তি এরূপ: চিন্তা-ভাবনা সংযত রাখা ও মহা উপশম ও শান্তির মধ্যে প্রার্থনা করা, যাতে পরের কোন বিরক্তি না হয়। যে কেউ ঐশঅনুগ্রহ ও পরমসিদ্ধি লাভ করে শেষ পর্যন্ত তেমন শান্তির মধ্যে প্রার্থনা করে চলবে, সে বহু লোকের বহু উপকার করবে, *কারণ ঈশ্বর কোলাহলের নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।*

যারা সাধারণত চিৎকার করেই প্রার্থনা করে, তারা ফেরিওয়ালাদেরই মত, ও তাদের সেই কুঅভ্যাসের দরুন সব জায়গায় প্রার্থনা করতে পারে না, গির্জায় নয়, রাস্তা-ঘাটেও নয়, নির্জন স্থানেই মাত্র। যারা কিন্তু নীরবতা বজায় রেখে প্রার্থনা করে, তারা সব জায়গায় সকলের কাছে শুভ আদর্শ দান করে। আসলে এ অত্যন্ত প্রয়োজন যে, মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা যেন ধ্যান সাধনায় কেন্দ্রীভূত হয়, যত কুচিন্তা যেন উচ্ছেদ করা হয়। নিজের মন ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ রাখা, বাজে চিন্তা-ভাবনার ইচ্ছা রোধ করা, এমনকি এগুলোকে সংগ্রহ করে মন্দগুলো থেকে ভালগুলো নির্ণয় করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। অতএব মনের সুশৃঙ্খলা ও মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন, যাতে সেই বাহ্যিক চিন্তা-ভাবনা নির্ণয় করা যেতে পারে যা প্রতিকূল অধিকার থেকে জাত।

শ্লোক যোহন ৪:২৩,২৪

℟ প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,
* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।
℣ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।
* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ৩:১-২১

সামুয়েলকে আহ্বান

বালক সামুয়েল এলির পরিচালনায় প্রভুর সেবা করত। তখনকার দিনে প্রভু কদাচিৎ বাণী দিতেন, দিব্য দর্শনও সাধারণত ঘটত না। একদিন এমনটি ঘটল যে, এলি তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছিল, তিনি প্রায় আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। পরমেশ্বরের প্রদীপ তখনও নিভে যায়নি, সামুয়েল প্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেইখানে শুয়ে আছে যেখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ছিল, এমন সময় প্রভু ডাকলেন, 'সামুয়েল!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি;' এবং এলির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তিনি বললেন, 'আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।' আর সে আবার গিয়ে শুয়ে

পড়ল। কিন্তু প্রভু আবার ডাকলেন, 'সামুয়েল!' আর সামুয়েল উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তিনি বললেন, 'বৎস, আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।' আসলে সামুয়েল তখনও প্রভুর পরিচয় পায়নি, প্রভুর বাণীও তখনও তার কাছে প্রকাশিত হয়নি।

প্রভু তৃতীয়বারের মত আবার ডাকলেন, 'সামুয়েল!' আর সে উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তখন এলি বুঝলেন, প্রভুই বালকটিকে ডাকছেন। তাই এলি সামুয়েলকে বললেন, 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়; আর কেউ যদি আবার তোমাকে ডাকে, তুমি বল: বল, প্রভু! কারণ তোমার এই দাস শুনছে।' তাই সামুয়েল নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তখন প্রভু এসে সেখানে দাঁড়ালেন, এবং আগেকার মত আবার ডাকলেন, 'সামুয়েল, সামুয়েল!' সামুয়েল উত্তর দিল, 'বল, কারণ তোমার এই দাস শুনছে।' তখন প্রভু সামুয়েলকে বললেন, 'দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এমন এক কাজ সাধন করতে যাচ্ছি যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। এলির কুলের বিষয়ে যা কিছু বলেছি, সেইদিন আমি তার বিরুদ্ধে আগাগোড়াই সেই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব। আমি তাকে বলেছি, আমি সবসময়ের মতই তার কুলের উপর প্রতিশোধ নেব, কেননা তার ছেলেরা যে পরমেশ্বরকে অসম্মান করছিল, তা জেনেও সে তাদের শাস্তি দেয়নি। এজন্য এলির কুলের বিষয়ে আমি এই বলে শপথ করছি যে, বলিদান বা নৈবেদ্য দ্বারাও এলির কুলের শঠতার প্রায়শ্চিত্ত কখনও হবে না।'

সামুয়েল সকাল পর্যন্ত শুয়ে রইল, পরে প্রভুর গৃহের দরজা খুলে দিল। সামুয়েল এলিকে দর্শনটির কথা জানাবার সাহস পাচ্ছিল না; কিন্তু এলি সামুয়েলকে ডাকলেন, বললেন, 'সন্তান আমার, সামুয়েল!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি!' এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি তোমাকে কী বাণী দিলেন? দেখ, আমার কাছে কিছুই গোপন রেখো না। পরমেশ্বর যে যে কথা তোমাকে বলেছেন, আমার কাছে তুমি যদি কোন কথা গোপন রাখ, তবে তিনি তোমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!' তখন সামুয়েল তাঁকে সেই সমস্ত কথা খুলে বলল, কিছুই গোপন রাখল না। এলি বললেন, 'তিনি প্রভু; তিনি যা ভাল মনে করেন, তা-ই করুন!'

সামুয়েল বড় হলেন। প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তাঁর নিজের কোন বাণী মাটিতে পড়তে দিতেন না। তাই দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত গোটা ইস্রায়েল জানতে পারল যে, সামুয়েল প্রভুর নবী বলে নিযুক্ত হয়েছেন।

শীলোতে প্রভু দেখা দিয়ে চললেন; বস্তুত প্রভু প্রভুর বাণী দ্বারাই শীলোতে সামুয়েলের কাছে দেখা দিতেন।

শ্লোক সিরা ৪৬:১৩,১৫; ইসা ৪২:১

প্র সামুয়েল ছিলেন তাঁর প্রভুর ভালবাসার পাত্র: তিনি হলেন প্রভুর নবী, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং তাঁর জনগণের উপরে নায়কদের অভিষিক্ত করলেন।

উ তাঁর বিশ্বস্ততা গুণে তিনি নবী বলে পরিগণিত হলেন, তাঁর বাণী দ্বারা তিনি সত্যাশ্রয়ী দৈবদ্রষ্টা বলে স্বীকৃত হলেন।

প্র এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যার নির্ভর; তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।

উ তাঁর বিশ্বস্ততা গুণে তিনি নবী বলে পরিগণিত হলেন, তাঁর বাণী দ্বারা তিনি সত্যাশ্রয়ী দৈবদ্রষ্টা বলে স্বীকৃত হলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ২৮-২৯

কথায় শুধু নয়, কাজেও প্রার্থনা করা দরকার

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তিনি নিজ অধিকারে যে সেই পরিত্রাণদায়ী বাণীর মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত করেছেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তেমন কিছু আগে থেকেও নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, যখন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি ঈশ্বরের মহিমা ও কৃপার কথা বলেছিলেন: *বাণী সমস্ত কিছু সাধন করেন ও সমস্ত কিছু ধর্মময়তায় সংক্ষিপ্ত করেন, কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণী সংক্ষিপ্ত করবেন।* আর আসলে ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট যখন সকলের কাছে এলেন ও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই সমানভাবে সংগ্রহ করে সমস্ত লিঙ্গ কি বয়সের মানুষের কাছে পরিত্রাণের

আদেশগুলি ব্যক্ত করলেন, তখন নিজের আদেশগুলির একটা মহা সংক্ষেপ ঘটালেন, যেন শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি স্বর্গীয় বিষয়ে শ্রান্ত না হয়, কিন্তু সরল বিশ্বাসের পক্ষে যা প্রয়োজন তা যেন শীঘ্রই শেখা যেতে পারে। তাই যখন শেখালেন অনন্ত জীবন কী, তিনি জীবন-মর্মসত্য মহা ও দিব্য একটা সংক্ষিপ্ত বচনে একীভূত করে বললেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।*

উপরন্তু ঈশ্বর আমাদের কথায় শুধু নয়, কাজেও প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন: তিনি নিজেই তো প্রায়ই প্রার্থনা ও মিনতি করতেন, ও নিজের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্যদানে দেখালেন আমাদেরও কীভাবে করা উচিত; কেননা লেখা আছে, *তিনি নির্জন জায়গায় একা গিয়ে প্রার্থনা করতেন;* আরও, *তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন।* নিষ্পাপ তিনি যখন প্রার্থনা করতেন, তখন পাপী আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা আরও কতই না প্রয়োজন; আর যখন তিনি অবিরত প্রার্থনায় সারা রাত ধরে জাগরণ পালন করতেন, তখন আমাদের পক্ষে প্রার্থনায় রাত্রিজাগরণ পালন করা আর কতই না দরকার।

শ্লোক সাম ২৫:১-২,৫

প্র তোমার প্রতি, প্রভু, তুলে ধরি আমার প্রাণ;
উ তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি; আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়।
প্র তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও, তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর, তোমাতেই আশা রাখি সারাদিন।
উ তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি; আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ১:১–২:৮

রাজা দ্বারা নেহেমিয়াকে যুদেয়ায় প্রেরণ

হাখালিয়ার সন্তান নেহেমিয়ার কথা। বিংশ বর্ষে কিস্লেভ মাসে আমি যখন সুসা রাজপুরীতে ছিলাম, তখন এমনটি ঘটল যে, যুদা থেকে আসা অন্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হানানি নামে আমার ভাইদের একজন আমার কাছে এল; আমি তাদের কাছে সেই ইহুদীদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, যারা নির্বাসন থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে গেছিল; যেরুসালেম সম্বন্ধেও তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। তারা উত্তরে আমাকে বলল, 'যারা নির্বাসন থেকে বেঁচেছে, তারা সেখানে, সেই প্রদেশেই আছে; তারা দারুণ দুরবস্থা ও গ্লানির মধ্যে রয়েছে; যেরুসালেমের প্রাচীর এখনও সেই ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, নগরদ্বারগুলোও আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে।' একথা শুনে আমি বসে রইলাম; উপবাস করে ও স্বর্গেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করে বেশ কিছু দিন ধরে শোকপালন করলাম। আমি বললাম, 'হে স্বর্গেশ্বর প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যারা তোমাকে ভালবাসে ও তোমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক, তোমার চোখ উন্মীলিত হোক। আমি এখন তোমার দাস সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য দিনরাত তোমার সামনে প্রার্থনা করছি। আমি তো ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সকল পাপ স্বীকার করছি, যা আমরা তোমার বিরুদ্ধে করেছি; আমি ও আমার পিতৃকুলও পাপ করেছি। আমরা তোমার প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছি, এবং তুমি তোমার দাস মোশীকে যে সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছিলে, তা আমরা পালন করিনি। বিনয় করি, তুমি তোমার দাস মোশীর হাতে যে বাণী তুলে দিয়েছিলে, তা স্মরণ কর; তুমি বলেছিলে, "তোমরা অবিশ্বস্ত হলে আমি জাতিগুলির মধ্যে তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব। কিন্তু যদি তোমরা আমার কাছে ফের এবং আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে সেইমত ব্যবহার কর, তবে তোমাদের নির্বাসিতজনেরা আকাশের প্রান্তভাগে থাকলেও আমি সেখান থেকে তাদের জড় করে সেই স্থানেই ফিরিয়ে আনব, যে স্থান আমার নামের আবাসরূপে বেছে নিয়েছি।" এরা তো তোমার আপন দাস ও তোমার আপন জনগণ, তোমার মহাপরাক্রম দেখিয়ে ও শক্তিশালী বাহুতে যাদের পক্ষে তুমি মুক্তিকর্ম সাধন করেছ। প্রভু, দোহাই তোমার, তোমার এই দাসের প্রার্থনা, এবং যারা তোমার নাম ভয়

করতে প্রীত, তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাও কান পেতে শোন; দোহাই তোমার, আজ তোমার এই দাসকে সাফল্যমণ্ডিত কর, এবং তাকে এই ব্যক্তির করুণার পাত্র কর।' সেসময় আমি রাজার পাত্রবাহক ছিলাম।

আর্তাক্সারক্সিস রাজার শাসনকালের বিংশ বর্ষে, নিসান মাসে, যখন আঙুররস পরিবেশনের ভার আমার হাতে ছিল, তখন আমি আঙুররসের পাত্র নিয়ে রাজার সামনে এগিয়ে দিলাম। এর আগে আমি রাজার সামনে কখনও বিষণ্ন মুখে দাঁড়াইনি। তাই রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চেহারা এমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? তুমি তো অসুস্থ নও! মনের জ্বালা ছাড়া এ অন্য কিছু হতে পারে না।' তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে রাজাকে বললাম, 'মহারাজ চিরজীবী হোন! তবু যে নগরীতে আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দির রয়েছে, তা যখন বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে ও তার সমস্ত তোরণদ্বার আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে, তখন আমার মুখ বিষণ্ন হবে না কেন?' রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার যাচনা কী?' স্বর্গেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আমি রাজাকে এই উত্তর দিলাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, এবং আপনার দাস যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকে, তবে আপনি আমাকে যুদায়, আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরের নগরীতেই প্রেরণ করুন, যেন আমি তা পুনর্নির্মাণ করতে পারি।' তখন রাজা—রাজমহিষীও তাঁর পাশে বসে ছিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেমন যাত্রার জন্য তোমার কত দিন লাগবে? তুমি কবে ফিরে আসবে?' আমি তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা ইঙ্গিত করলে রাজা প্রীত হয়ে আমাকে যেতে দিলেন।

পরে আমি রাজাকে বললাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, তবে নদীর ওপারের প্রদেশপালদের জন্য আমাকে পত্র দেওয়া হোক, তাঁরা যেন আমাকে তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে ও যুদায় প্রবেশ করতে দেন; তাছাড়া রাজ-অরণ্যের সংরক্ষক সেই আসাফের জন্যও আমাকে পত্র দেওয়া হোক, যেন মন্দির-সংলগ্ন দুর্গদ্বারগুলি, নগরপ্রাচীর ও আমার নিজের আবাস তৈরি করার জন্য তিনি আমার জন্য কাঠ সরবরাহ করেন।' আমার উপরে আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত ছিল বিধায় রাজা আমাকে সেই সমস্ত পত্র দিলেন।

শ্লোক নেহেমিয়া ১:৫,৬,১১

প্র হে স্বর্গেশ্বর প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর,

উ তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক।

প্র প্রভু, কান পেতে শুনে

উ তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর স্বর্গারোহণ, উপদেশ ৫**

আমরা স্বর্গীয় সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় রয়েছি

সত্যি প্রশংসনীয় সেই ক্ষুদ্র পালের মনোবল, যারা পালকের সান্ত্বনায় বঞ্চিত হয়ে কিন্তু এতে কোন সন্দেহ না করেই যে তিনি তাদের যত্ন নেবেন, বরং তিনি যে পিতৃস্নেহেই তাদের প্রতিপালন করবেন এবিষয়ে ভরসা রেখে ভক্তিপূর্ণ মিনতি জানিয়ে স্বর্গদ্বারে করাঘাত করত, একথায় নিশ্চিত হয়ে যে, ধার্মিকদের প্রার্থনা স্বর্গে প্রবেশ করবেই, ও প্রভু দীনহীনদের যাচনা অবজ্ঞা করবেন না, বরং প্রচুর আশীর্বাদের সঙ্গেই সেই যাচনার ফল ফিরে আসবে। আর তারা ধৈর্যপূর্ণ মনোবল নিয়ে প্রার্থনা করে চলত, যেভাবে নবী বলেছিলেন, *তিনি দেরি করলে, তুমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।*

তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই প্রভুর কান তাদের মনোনিবেশ গ্রহণ করল, ও সেই দৃঢ়মনা, ধৈর্যশীল ও একাত্ম প্রার্থীদের প্রতীক্ষা নিষ্ফল হতে দিলেন না। তেমন সদ্‌গুণাবলি সত্যিই বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নিশ্চিততম সাক্ষী স্বরূপ। আর একথাও স্পষ্ট যে, আশা ধৈর্যকে জন্ম দেয়, ও ভালবাসা একাত্মতা সৃষ্টি করে। তবে কি বিশ্বাসও মানুষকে দৃঢ়মনা করে তোলে? অবশ্যই, এমনকি, বিশ্বাস একাই তা সাধন করে। কেননা আমরা বিশ্বাস ব্যতীত যা কিছু করার সাহস করি, তা দৃঢ় মনোবল নয়, বরং স্ফীত গর্ব ও অসার দম্ভের নামান্তর। তুমি কি প্রকৃত একটি দৃঢ়মনা মানুষের কথা শুনতে ইচ্ছা কর? তিনি বললেন, *যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।*

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, এসো, এই ত্রিবিধ অনুশীলনের অনুকরণ করি, তবেই পরমাত্মাকে অপর্যাপ্ত মাত্রায় লাভ করতে পারব; কেননা খ্রীষ্টের কথা ছাড়া, পবিত্র আত্মাকে মাত্রা অনুসারেই প্রত্যেককে দান করা হয়; কিন্তু মনে হচ্ছে, সেই সুপ্রচুর মাত্রা সাধারণ মাত্রার উর্ধ্বেই গেছে। কোন সন্দেহ নেই, তেমন কিছু ঘটেছে কারণ মনপরিবর্তনে আমরা দৃঢ়মনা হয়েছি; তবে আমরা যেন মনপরিবর্তনের কাজ চালিয়ে যেতেও দৃঢ়মনা হই, জীবনাচরণেও যেন একাত্ম হই। কেননা সেই স্বর্গীয় যেরুসালেম এমন প্রাণ প্রত্যাশা করে, খ্রীষ্টের জোয়াল বহনে যাদের বিশ্বাসের বিস্তার নগণ্য নয়, অধ্যবসায়ে যাদের প্রত্যাশার দৈর্ঘ্যও কম নয়, ও সেই ভালবাসার পুণ্যসংযোগেরও যাদের অভাব নেই—যে ভালবাসা পরমসিদ্ধির বন্ধন।

শ্লোক মিখা ৭:৭; আদি ৪৯:১৮

℣ আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
℟ আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।
℣ প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় আছি!
℟ আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ৪:১-১৮

মঞ্জুষা শত্রুহস্তে পতিত
এলির মৃত্যু

সামুয়েলের বাণী গোটা ইস্রায়েলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

সেসময় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনিরা জড় হল, আর ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামল। তারা এবেন্-এজেরের কাছে শিবির বসাল, আর ফিলিস্তিনিরা আফেকে শিবির বসাল। ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সেনাদল সাজাল, আর তখন যুদ্ধ বেধে গেল; কিন্তু ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হল: তাদের সেনাদলের প্রায় চার হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল।

লোকেরা শিবিরে ফিরে এলে ইস্রায়েলের প্রবীণেরা বললেন, ‘প্রভু কেন এমনটি করলেন যে, আজ আমরা ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হলাম? এসো, আমরা শীলোয় গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আমাদের এইখানে নিয়ে আসি, যেন সেই মঞ্জুষা আমাদের মধ্যে এসে শত্রুদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করে।’ তাই খেরুব দু'টোর উপরে আসীন সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আনবার জন্য লোক পাঠানো হল। এলির দুই ছেলে সেই হফ্নি ও ফিনেয়াস তখন সেখানে পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষার সঙ্গে ছিল। প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসে পৌঁছলেই গোটা ইস্রায়েল এমন উদাত্ত রণধ্বনি তুলল যে, পৃথিবী কেঁপে উঠল। ফিলিস্তিনিরাও সেই রণধ্বনির শব্দ শুনতে পেল; তারা বলল: ‘হিব্রুদের শিবিরে তেমন উদাত্ত রণধ্বনি হচ্ছে কেন?’ পরে তারা জানতে পারল যে, প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসেছে। এতে ফিলিস্তিনিরা ভয় পেয়ে বলতে লাগল, ‘শিবিরে স্বয়ং পরমেশ্বর এসেছেন!’ আরও বলল, ‘হায় হায়, এর আগে তো কখনও এমন কিছু হয়নি! হায় হায়, তেমন পরাক্রমী দেবতাদের হাত থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? এঁরাই সেই দেবতা, যাঁরা মরুপ্রান্তরে সবরকম আঘাতে মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন। হে ফিলিস্তিনিরা, সাহস ধর, পুরুষত্ব দেখাও! নইলে এই হিব্রুরা যেমন একদিন তোমাদের দাস ছিল, তেমনি তোমরাও তাদের দাস হবে। পুরুষত্ব দেখাও, লড়াই কর!’ তাই ফিলিস্তিনিরা আক্রমণ চালাল, এবং ইস্রায়েল পরাভূত হয়ে প্রত্যেকেই যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। হত্যাকান্ড বিরাট হল: ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মারা পড়ল! তাছাড়া পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়ল, এবং এলির দুই ছেলে সেই হফ্নি ও ফিনেয়াস মারা পড়ল।

বেঞ্জামিনের একজন লোক সৈন্যশ্রেণী ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে সেদিনেই শীলোতে এসে উপস্থিত হল; তার পোশাক

ছেঁড়া, তার মাথায় ধুলা। সে যখন আসছে, তখন নগরদ্বারের পাশে নিজের চৌকিতে বসে এলি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কারণ তাঁর অন্তর পরমেশ্বরের মঞ্জুষার জন্য থরথর করে কাঁপছিল। তাই সেই লোক এল, আর শহরের কাছে সংবাদ দিলে গোটা শহর হাহাকার করতে লাগল। হাহাকারের শব্দ শুনে এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কোলাহলের কারণ কী?' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে এলিকে সবকিছু জানিয়ে দিল। এলি সেসময়ে বৃদ্ধ, তাঁর বয়স আটানব্বই বছর; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি আর চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। লোকটা এলিকে বলল, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছি, আজই সৈন্যশ্রেণী ছেড়ে পালিয়ে আসছি।' এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, তবে কী ঘটেছে?' যে সংবাদ নিয়ে আসছিল, সে উত্তরে বলল, 'ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালিয়েছে, আবার এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য লোক মারা পড়েছে; আরও, আপনার দুই ছেলে হফ্নি ও ফিনেয়াসও মরেছে, এবং পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছে।' লোকটা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার কথা উল্লেখ করামাত্র এলি নগরদ্বারের পাশে থাকা তাঁর সেই চৌকি থেকে পিছনে পড়লেন, তাঁর ঘাড়ে আঘাত লাগল আর তিনি মারা গেলেন; কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

শ্লোক সাম ১০৬:৪০,৪১,৪৫,২

℟ তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ, তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে, তাদের বিদ্বেষীরাই তাদের উপর চালাল শাসন।

℣ তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা, তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।

℟ কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে? কেইবা শোনাতে পারে তাঁর
সমস্ত প্রশংসাবাদ?

℣ তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা, তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ৩০-৩১

প্রভু আমাদের পাপের জন্যই প্রার্থনা করছিলেন

প্রভু তো নিজের মঙ্গল প্রার্থনা ও মিনতি করতেন না—নিষ্পাপ যিনি, তিনি কি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারেন?—বরং আমাদের পাপের জন্যই করতেন, যেভাবে তিনি নিজে তখনই ঘোষণা করলেন, যখন পিতরকে বললেন, *দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান তোমাদের সন্ধান করেছে; কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়।* তারপর তিনি সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে বলে চললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে।*

আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সত্যিই মহান, তাঁর মমতাও মহান! নিজের রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করায় তিনি তুষ্ট হলেন না, আমাদের জন্য প্রার্থনাও করতে ইচ্ছা করলেন। আর তোমরা প্রার্থীর যে কী বাসনা ছিল, তা লক্ষ কর: পিতা ও পুত্র যেমন এক, আমরাও তেমনি যেন সেই একই ঐক্যে থাকতে পারি। এ থেকেও উপলব্ধি করা যায়, ঐক্য ও শান্তি যে ছিন্ন করে, সে কেমন ভুল না করে; বিশেষভাবে যখন প্রভু এজন্যই প্রার্থনা করলেন, কেননা তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর জনগণ জীবন পাবে—একথা জেনে যে, হিংসা-বিভেদ ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছতে পারে না।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমাদের সজাগ থাকতে হবে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই প্রার্থনায় নিজেদের নিমজ্জিত করতে হবে। যত সাংসারিক ও জাগতিক চিন্তা দূরে যাক, আর আমাদের অন্তর নিজ প্রার্থনার বস্তুতে ছাড়া যেন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত না থাকে। এ উদ্দেশ্যে, প্রভুর প্রার্থনার আগে যাজক উদ্বোধন বাণী দ্বারা ভাইদের মন প্রস্তুত করে বলেন: 'এসো, আমাদের হৃদয় উত্তোলন করি,' যেন 'আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতিই নিবদ্ধ' সমবেত মণ্ডলীর এই উত্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রভুর কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে নেই।

শত্রু সেই শয়তানের জন্য হৃদয় বন্ধ হয়ে যাক, কেবল ঈশ্বরের জন্যই উন্মুক্ত হোক; প্রার্থনা কালে ঈশ্বরের শত্রু আমাদের হৃদয়ে ঢুকবে, তা সহ্য করার নয়। কেননা সে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়, এবং ঢুকে চিকন বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর থেকে দূর করে দেয়, যাতে করে আমাদের হৃদয়ে একটা কিছু থাকে ও কণ্ঠে অন্য কিছু থাকে; অপরদিকে কণ্ঠস্বর নয়, পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে মন ও ভক্তিই প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবে! কতই না লঘুপ্রকৃতির মানুষ তুমি যে, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে অন্যমনস্ক হও ও অসার ও জাগতিক চিন্তায় নিজেকে আকর্ষিত হতে দাও—ঠিক যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু থাকতে পারে যার দিকে মন দিতে হবে! কেমন করে দাবি রাখতে পার, ঈশ্বর তোমাকে শুনবেন, যখন তুমি নিজেই তাঁকে শোন না? যখন তুমি তাঁকে স্মরণ কর না, তখন তুমি কি চাও, তুমি প্রার্থনা করলে প্রভু তোমাকে স্মরণ করবেন? তেমন ব্যবহারের অর্থ শত্রু বিষয়ে সতর্ক থাকা নয়; বরং এ ব্যবহারের অর্থ হল, প্রভুর কাছে প্রার্থনাকালে প্রার্থনা অবহেলা করায় ঈশ্বরের মহিমার অপমান করা; আরও, এ ব্যবহারের অর্থ হল, চোখে জেগে থাকা অথচ হৃদয়ে নিদ্রাগত হওয়া—কিন্তু খ্রীষ্টানের কর্তব্য হল, চোখ নিদ্রা গেলেও হৃদয় সজাগ করে রাখা।

শ্লোক যেরে ২৯:১২,১৩; লুক ১১:৯

℣ তোমরা আমাকে ডাকবে আর আমি তোমাদের সাড়া দেব; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে আর আমাকে পাবে,
℟ যেহেতু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।
℣ যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে,
℟ যেহেতু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ২:৯-২০

যেরুসালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য নেহেমিয়ার প্রস্তুতি

আমি নদীর ওপারের প্রদেশপালদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে রাজার পত্র তাঁদের দিলাম। রাজা আমার সঙ্গে সৈন্যদলের কয়েকজন অধিপতিকে ও অশ্বারোহীদেরও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন হোরোনীয় সান্‌বাল্লাট ও আম্মোনীয় দাস তোবিয়াস আমার আসার খবর পেল, তখন এতেই যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মঙ্গলার্থে একজন লোক এসেছে।

তাই আমি যেরুসালেমে এসে পৌঁছলাম। সেখানে তিন দিন থাকবার পর আমি রাতে উঠে আরও কিছুটা লোক সঙ্গে নিলাম—কিন্তু যেরুসালেমের জন্য যা করতে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, সেবিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি। যে বাহনের পিঠে চড়ছিলাম, সেটা ছাড়া আমি আর কোন বাহন নিইনি, আর এইভাবে রাতের অন্ধকারের আড়ালে উপত্যকা-দ্বার দিয়ে বাইরে গিয়ে আমি নাগ-ঝরনার দিকে সার-দ্বার পর্যন্ত গেলাম, এবং সেই সব জায়গা পরিদর্শন করলাম যেখানে যেরুসালেম প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল ও তার নানা তোরণদ্বার আগুনে পোড়া ছিল। আমি ঝরনাদ্বার ও রাজ-দিঘি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, কিন্তু যার মধ্য দিয়ে আমার বাহন পশু যেতে পারত, এমন জায়গা ছিল না। তাই রাতের অন্ধকারে আমি প্রাচীর পরিদর্শন করতে করতে উপত্যকার ধার ঘেষে উপরের দিকে গিয়ে আবার উপত্যকা-দ্বার দিয়ে ঢুকে ঘরে ফিরে এলাম; কিন্তু আমি যে কোথায় কোথায় গেলাম, কি কি করলাম, এবিষয়ে বিচারকেরা কিছুই জানল না; এতক্ষণে আমি ইহুদীদের বা যাজকদের বা অমাত্যদের বা অধ্যক্ষদের বা অন্য কর্মচারীদের কাউকেই সেবিষয়ে কথা বলিনি।

পরে আমি তাদের বললাম, 'আমরা কেমন দুরবস্থায় আছি, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ; যেরুসালেম একটা ধ্বংসাবশেষ, তার তোরণদ্বারগুলো আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে। এসো, আমরা যেরুসালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!' আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত কেমন করে আমার উপরে ছিল, এবং আমার প্রতি রাজা যে কী কথা বলেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাদের জানালাম। আর তারা বলল, 'চল, আমরা নির্মাণকাজ শুরু করে দিই!' এইভাবে তারা সাহসের সঙ্গে সেই উত্তম কর্মে হাত দিল।

কিন্তু হোরোনীয় সান্‌বাল্লাট, আম্মোনীয় দাস তোবিয়াস ও আরবীয় গেশেম একথা শুনে আমাদের বিদ্রূপ

করল; আমাদের অবজ্ঞা করে বলল, 'তোমরা এ কি কাজ করতে যাচ্ছ? তোমরা কি রাজদ্রোহ করবে?' তখন আমি তাদের এই উত্তর দিলাম, 'স্বর্গেশ্বর যিনি, তিনিই আমাদের সফল করবেন। সুতরাং তাঁর দাস এই আমরা গাঁথতে শুরু করব; যেরুসালেমে তোমাদের কোন অংশ বা অধিকার বা স্মৃতিচিহ্নও নেই।'

শ্লোক নেহেমিয়া ২:১৭,২০

প্র যেরুসালেম একটা ধ্বংসাবশেষ, তার তোরণদ্বারগুলো আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে।

উ এসো, আমরা যেরুসালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!

প্র যিনি স্বর্গেশ্বর, তিনিই আমাদের সফল করবেন। সুতরাং তাঁর দাস এই আমরা গাঁথতে শুরু করব।

উ এসো, আমরা যেরুসালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!

দ্বিতীয় পাঠ - মিখার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩:৩৫-৩৬,৩৭,৪০,৪১

স্বর্গীয় যেরুসালেম প্রথমজাতদের জননী

দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না। যারা সিয়োন পুনর্নির্মাণ করছিল, তারা সেই সেরা ও মূল্যবান প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করল, তা কিন্তু *হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর।* বাস্তবিকই খ্রীষ্ট বিধর্মীদের ও পরিচ্ছেদিতদের উপর রাজত্ব করলেন, কারণ ক্রুশ দ্বারা শান্তি আনায় ও পবিত্র আত্মার বন্ধনে একমাত্র সংযোগপ্রস্তরে তাদের সকলকে একত্রিত করায় তাদের নবমানুষরূপে পুনঃসৃষ্ট করলেন। আসলে আমরা পড়ি যে, *যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করেছিল, তারা একমন ও একপ্রাণ ছিল।*

যেহেতু পবিত্রীকরণ ও বিশ্বাস দ্বারা আমরা সেই সেরা ও মূল্যবান সংযোগপ্রস্তরের সমরূপ হয়ে উঠেছি, সেজন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পিতর প্রজ্ঞার সঙ্গে লিখলেন যে, *তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহরূপে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য, আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য নির্মিত হচ্ছ।*

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে, প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাক্তন সন্ধির এই বাণীতে সকল জাতির মধ্য থেকে আগত মণ্ডলীর পুনর্মিলনের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট প্রকাশিত।

মাংসগত সেই ইস্রায়েলের সমাপ্তি ঘটলেই বিধান দ্বারা আদিষ্ট সমস্ত বলিদান বাতিল করা হল; লেবীয় যাজকত্ব শেষ হলে ও যেরুসালেমের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিখ্যাত মন্দিরও আগুনে দগ্ধ হলে খ্রীষ্ট বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত মণ্ডলী গেঁথে তুললেন। আর এখন থেকেই তিনি আমাদের সদৃশ হলেন, আর চরমকালে তথা যুগান্তেও আমাদের সদৃশ হয়ে থাকবেন। জীবনময় ঈশ্বরের গৃহ সেই মণ্ডলীকে তিনি পর্বত বলে অভিহিত করেন, আর সত্যি তো মণ্ডলী পর্বতের মত উচ্চ, কেননা তার মধ্যে নীচপ্রকৃতি ও জঘন্য কিছুই নেই, বরং ঐশসত্য প্রচার মানুষকে সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ায় উন্নীত করে; উপরন্তু, যারা খ্রীষ্টে ধর্মময়তা প্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত, তাদের জীবনও ঊর্ধ্বের দিকেই নির্মিত হচ্ছে।

খ্রীষ্টভক্ত হয়ে আমরা তাঁর শিক্ষাবাণী অগ্রগতির জন্য সঠিক পথ বলে বিবেচনা করি—আজকালের জন্য শুধু নয়, অতীতকালের জন্য ও সবসময়ের জন্যও। এই তো সত্য। যারা আজ তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা করে, তারা সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলবে, তাঁর গৌরবের অংশীদার হবে, ও তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করবে। তারাই প্রকৃত খ্রীষ্টভক্ত, যারা তাঁর ভালবাসার আগে কিছুই স্থান দেয় না, যারা জাগতিক যত অসার চিন্তা ত্যাগ করে ও তৎপরতার সঙ্গে ন্যায়ের অন্বেষণ করে ও তা-ই অন্বেষণ করে যা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য; আবার তারাই প্রকৃত খ্রীষ্টভক্ত, যারা সদ্‌গুণে উৎকৃষ্ট হতে সচেষ্ট, যেভাবে পল লিখলেন, *আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

তাছাড়া এ শিক্ষাও রয়েছে যে, ইস্রায়েল নিজের আশা সম্পূর্ণরূপে হারাতে পারে না। ঈশ্বরবৈরী ও পৌত্তলিক বলে ও বহু অপরাধে কলঙ্কিত জঘন্য ধর্মবৈরী বলে ইস্রায়েল তার মহা অধর্মের জন্য তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হল বটে—বাস্তবিকই ইস্রায়েল নবীদের হত্যা করেছিল ও সেই স্বয়ং বিশ্বত্রাতাকেও ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছিল, যিনি তাদের মুক্তিদানের জন্য এসেছিলেন, তবু পিতৃপুরুষদের খাতিরে তার একটা অবশিষ্টাংশ করুণা ও পরিত্রাণ লাভ

করে মহান এক জাতি হয়ে উঠল: যারা খ্রীষ্টে ধর্মময় বলে গণ্য হল, সেই বিপুল জনগণকে মহান এক জাতি বলে ব্যাখ্যা করা সত্য ও ন্যায্য। তাছাড়া তাদের সর্বস্বীকৃত উৎকৃষ্টতা এতেই প্রকাশিত যে, তাদের অন্তর সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, ও তাদের হৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ; অন্য কথায়, তাদের গৌরব হল তাদের পবিত্রীকরণ, খ্রীষ্টে সেই প্রত্যাশা যা বিশ্বাসের ভগিনী, আশ্চর্যময় দৃঢ়তা ও চমৎকার সহিষ্ণুতা: এই সমস্ত কিছুর ফলেই আমরা স্বয়ং খ্রীষ্টের রাজ্য, আবার এই সমস্ত কিছুর ফলেই আমরা সদগুরুর সঙ্গে মিলিত। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তিনি হলেন খ্রীষ্ট। এজন্য, যার অন্তঃস্থলে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করব, প্রথমজাতদের জননী সেই স্বর্গীয় যেরুসালেম সিয়োন পর্বত বলে অভিহিত।

শ্লোক ১ পি ২:৪,৫; শিষ্য ৪:১১

℟ জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে

℣ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

℟ তিনিই সেই প্রস্তর, যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

℣ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।